BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1035 ◆ Friday 08 November - Thursday 14 November 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

অন্তর্বর্তী সরকারে আস্থা কমছে বিএনপির

◗ 'মাইনাস টু' ফর্মূলার ষড়যন্ত্র ◗ বিএনপিকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করবেন না-মির্জা ফখরুল ◗ সংবিধান রাফ খাতা না, চাইলেই পরিবর্তন করা যায়-মির্জা আব্বাস ◗ কোনো ব্যক্তি কলমের খোঁচা দিয়ে সংবিধান বদলাবে না -ড. কামাল হোসেন

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। সরকারে উপদেষ্টা ও বৈষম্য বিরোধী সমন্বয়ক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রমে দলটির সিনিয়র নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা ইতোমধ্যে এই সরকারের নানা সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিএনপি'র সিনিয়র নেতারা আশঙ্কা করছেন তাদেরকে মাইনাস করতে অন্তর্বর্তী সরকার নানা ষড়যন্ত্র করছে। ইতোমধ্যে এনিয়ে বিএনপি মহা-সচিব সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। বিএনপি

মহা-সচিবের সাথে তাল মিলিয়ে এখন রাজনৈতিক বক্তব্যে এই ইস্যু নিয়ে কথা বলছেন সিনিয়র নেতারা। সংবিধান ইস্যু নিয়েও শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ষড়যন্ত্র করে বিএনপিকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করবেন না। মাইনাস টু ফর্মুলা অতীতে কাজ করেনি বর্তমানেও করবে না। একজন উপদেষ্টা বলেছেন, 'ক্ষমতায় যেতে রাজনীতিকরা উসখুস করছেন'। আমরা দ্রুত নির্বাচন চাচ্ছি। যতই দেরি করবেন হাসিনারা ফিরে আসবে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করছি। আপনারা সহযোগিতা করেন।

এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সংবিধান রাফ খাতা না, চাইলেই পরিবর্তন করা যায়। এই অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? তিনি বলেন, মনে হচ্ছে সংবিধান রাফ খাতা, মানুষ গিনিপিক। যারা বলেন সংবিধান ফেলে --১৬ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

পোস্ট ডেস্ক : ভূমিধস জয় পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। একই সঙ্গে কমপক্ষে ১২০ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড প্রথম মেয়াদের পর দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। এর চার বছর পর নির্বাচন করে ১৮৯২ সালে তিনি জয়ী হন। --১৩ পৃষ্ঠায়

বিজয়ী ভাষণে যা বললেন ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৮ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এক মেয়াদের বিরতিতে দ্বিতীয় বারের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপে হোয়াইট হাউসের মসনদে ফিরতে যাচ্ছেন রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধান যে নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো নেবেন তার মধ্যে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের অবসান অন্যতম বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে দিয়েছেন বিজয় ভাষণ। যেখানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্প তার বিজয় ভাষণে বলেছেন, আমি যুদ্ধ শুরু নয়, সব যুদ্ধ বন্ধ করতে --১৬ পৃষ্ঠায়

কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ কেমি বেইডনক

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কেমি বেইডনক। ঋষি সুনাকের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে পাঁচটি ধাপ --১৩ পৃষ্ঠায়

আপসানা অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চেয়ারম্যান নির্বাচিত

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) চেয়ারম্যান নির্বাচিত --১৩ পৃষ্ঠায়

ইসিকে সরকারের ৯ সতর্কতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) ৯ দফা সতর্কতা দিয়েছে সরকার।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মো. মোখলস উর রহমান সম্প্রতি এমন নির্দেশনা দিয়ে ইসি সচিব শফিউল আজমকে একটি চিঠি দিয়েছেন।

এতে তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সরকারি কর্মচারীদের অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ের কিছু অফিসের কর্মকাণ্ডের সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ায় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা অনভিপ্রেত। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে অথবা আপনার বিবেচনায় আরো কিছু বিষয় সংযোজিত করে একটি নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে মর্মে আমি মনে করি

১. নিজ অধিক্ষেত্রের যেকোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের চূড়ান্ত আমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্বে আয়োজক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে নিবিড়ভাবে তথ্য সংগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণ চূড়ান্ত করা;

২. বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা; কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি অনুষ্ঠানের অতিথি তালিকায় থাকলে ওই অনুষ্ঠান --১৩ পৃষ্ঠায়

খালেদা জিয়া লন্ডন আসছেন ৮ নভেম্বর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অবশেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ঢাকা থেকে প্রথমে খালেদা জিয়া যাবেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। সেখান থেকে পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জার্মানির কোনো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হেলথ সেন্টারে নেওয়া হতে পারে লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য। ইতোমধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাওয়ার সব প্রস্তুতি --১৩ পৃষ্ঠায়

চালু হলো সংবিধান সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সংবিধান সংস্কার কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সংসদ সচিবালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ওয়েবসাইটের ঠিকানা- http://crc.legislativediv.gov.bd|

সংসদ সচিবালয় জানায়, সংবিধান সংস্কার কমিশনের এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংবিধান --১৩ পৃষ্ঠায়

আসন ধরে রাখলেন দুই মুসলিম নারী

পোস্ট ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস হেরে গেলেও দলটির দুই মুসলিম নারী প্রতিনিধি পরিষদে নিজেদের আসন ধরে রেখেছেন। কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আরব-আমেরিকান রাশিদা তায়েব ও --১৬ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আ.লীগের অভিনন্দন

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় তাকে --১৩ পৃষ্ঠায়

অবৈধ ইউনুস সরকারের পদত্যাগের দাবিতে লন্ডনে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত

"অসাংবিধানিক ও অবৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ, ১৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট, ৩ রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে ও দেশে গুম, খুন,মামলা-হামলাসহ দেশে চলমান গণহত্যার জন্য দায়ী ইউনুস সরকারের পদত্যাগের দাবীতে জনসভা করেছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ।

২৮ অক্টোবর, সোমবার বেলা ৬ টায় পূর্ব লন্ডনের ড্রিম ব্যাংকুয়েটিক হলে প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় সভায় বক্তারা অবৈধ অসাংবিধানিক ইউনুস সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন, সহ সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ আহমদ চৌধুরী, ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মাসুক ইবনে আনিস, শাহ শামীম আহমেদ, তারিফ আহমেদ, আ স ম মিসবাহ, ফখরুল ইসলাম মধু, সেলিম আহমদ খান, জামাল আহমেদ খান সহ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, মহানগর আওয়ামী লীগ, যুক্তরাজ্য মহিলা লীগ, যুক্তরাজ যুবলীগ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ,কৃষকলীগ ,শ্রমিকলীগ তাঁতী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ, অসাংবিধানিক ও অবৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ, ১৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট,৪ঠা নভেম্বর সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশে গুম, খুন,মামলা-হামলাসহ দেশে চলমান গণহত্যার জন্য দায়ী ইউনুস সরকারের পদত্যাগের জোর দাবি জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বলেছেন "শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির পতাকাবাহী ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দেশের ইতিহাসে আজ অবধি সংগঠিত সকল গৌরবময় অধ্যায়ের অপরাজেয় সাক্ষী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৮'র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচন এবং ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরব গাঁথা অর্জন রয়েছে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সৃষ্ট দেশ-বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ লড়াই সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন হয়েছে এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বেই বারবার বাংলাদেশের গণতন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের আবেগ ও ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ঠিকানা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও প্রবাসী বাঙালিরা মেনে নিবে না।

এদিকে বৃটেনের কাডিফ শহরে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ ওয়েলস শাখার পক্ষ থেকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চ, ১৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট,৩ রা নভেম্বর সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে গত ৩০ শে অক্টোবর বুধবার বেলা ১ ঘটিকায় স্থানীয় রেষ্টুরেন্টে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল,সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সাবেক ছাত্রনেতা জয়নাল আহমদ শিবুল, বদর উদ্দিন চৌধুরী বাবর, আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, আলমগীর আলম, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব ছালিক মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ওয়েলস সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি হাজি জুয়েল মিয়া, জাতীয় শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব এস এ খান লেনিন, ওয়েলস তাতীলীগের সভাপতি জামাল আহমেদ বকুল, সদস্য সচিব জহির আলী, কাউন্সিলার আমিনুর রহমান কাবিদ, আব্দুল কাদির বাদল, শেখ সুমন তরফদার,শাহেনশাহ্ কামার সুহার্ত, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর ও সাধারন সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ঘরে,ঘরে যে সংগঠনটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা নিষিদ্ধ করা যায় না। "বাঙ্গালীর সাহস,ইতিহাস,গৌরব ও ঐতিহ্যের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করা মানে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় মুছেফেলার চেষ্টা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ-কোটি নেতাকর্মীর হৃদয় থেকে ছাত্রলীগের আদর্শকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অন্য স্বার্থ হাসিলের গভীর ষড়যন্ত্র। মনে রাখবেন ছাত্রলীগের ইতিহাস মানেই বাংলাদেশের ইতিহাস।বাংলাদেশ ছাত্রলীগের লক্ষ-কোটি নেতাকর্মীর হৃদয় থেকে ছাত্রলীগের আদর্শকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

"এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িতরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে বলে উল্লেখ করে ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক বলেন, দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে ছাত্রলীগের অবদান অবিস্মরণীয়। ছাত্রলীগ শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি বাঙালীর সংগ্রাম ও স্বাধীনতার অপরাজেয় প্রতীক।

ছাত্রলীগকে ঘিরে এদেশে ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না, ছাত্রলীগ ছিলো, আছে এবং থাকবে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয় ব্যাক্ত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ছাত্রলীগই প্রজন্মের অনুপ্রেরণা, আমাদের শক্তি, আমাদের সাহস। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অচিরেই তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তার সোনালি অতীতের মতো আবার ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়বে বলে অন্যান্য বক্তারা অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লুটন শাখার নতুন কমিটি গঠন

হাফেজ মাওলানা ফজলুল করীম ফেরদাউছ সভাপতি ও হাফিজ মাওলানা তৈয়বুর রহমান সাধারণ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের লুটন শাখার নতুন গঠন উপলক্ষে এক সভা গত ২৮ অক্টোবর মসজিদে বিলালে অনুষ্ঠিত হয়। লুটন শাখার সাবেক সভাপতি হাফিজ ফিরদাউসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ। সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে আলহাজ্ব আব্দুল মতিন কে প্রধান উপদেষ্টা, হাফিজ ফিরদাউসুর রহমান কে সভাপতি ও হাফিজ মাওলানা তৈয়বুর রহমান কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লুটন শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ হলেন সহ সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, সহ সভাপতি আলহাজ্ব শাহিন আহমদ, সহ সভাপতি আলহাজ্ব রওশন আলী পাঠান, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ সাফওয়ান আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল হাসান, প্রমূখ।

সভায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পূষন করে বেশ কয়জন দ্বীনি ভাই সংগঠনে যোগদান করেন।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম কে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে দেশ জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

লন্ডনে তরুণ আলেম ও কমিউনিটি এক্টিভিস্টদের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে এক দাওয়াতী মাহফিল গতকাল ৩ নভেম্বর হাসানা সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহসাধারণ ও লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দাওয়াতী মাহফিলে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক ক্বারী শায়খ আহমদ হাসান। দাওয়াতী মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ।বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সভাপতি মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, বার্মিংহাম শাখার সহ সভাপতি মাওলানা এনামুল হক খান, লন্ডন মহানগর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন।

উপস্থিত ছিলেন হাসানা সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শায়খ মাওলানা শিব্বির আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ, মাওলানা ইমাম উদ্দিন, নিউহ্যাম শাখার মৌলভী গোলাম কিবরিয়া, প্রমূখ।

দাওয়াতী মাহফিলে বেশ কয়জন তরুণ আলেম ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে একমত পোষণ করে সংগঠনে যোগদান করেন।

কমিউনিটির উন্নয়ন ও সামাজিক অপরাধ দমনে আলেম ও ইমামগনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

আলেমগণ সমাজের পথ প্রদর্শক ও অগ্রসর শ্রেণীর মানুষ।কমিউনিটির উন্নয়নে ও সামাজিক অপরাধ দমনে আলেম ও মসজিদের ইমামগনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

গত ৩০ শে অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের নিউরোডের একটি হলে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও সম্মেলন স্মারকের মোড়ক উন্মোচন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান এ কথা বলেন।

তিনি সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের প্রশংসা করে বলেন এই মাদ্রাসার প্রাক্তন কৃতি ছাত্রগনের অনেকেই টাওয়ার হ্যামলেটস এ বসবাস করেন এটি এই বারার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈচিত্রের নিদর্শন।তারা কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছেন।

অতীত গৌরবকে ধারন করে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা সুনামের সাথে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

তিনি পরিষদের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পুন্ন ক্বারী হাফিজ মাওলানা আহমদ হাসানের তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

পরিষদের সাধারন সম্পাদক মাওলানা হেলাল উদ্দীন আহমদ ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাওলানা সুলেমান আলী পীর এর প্রানবন্ত যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ল্যানসবারী ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইকবাল হোসাইন,কমিউনিটি নেতা আলহাজ মোহাম্মাদ নূর বকশ, পরিষদের উপদেষ্ঠা মাওলানা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, মাওলানা নূরুল হক ও মাওলানা জিল্লুর রহমান চৌধুরী।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সহ সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, সহ সাধারন সম্পাদক মাওলানা দিলোয়ার হেসেন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা তাজুল ইসলাম তালুকদার,সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শাহ রিদওয়ানুর রহমান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা অলিউর রহমান দুবাগী, সদস্য মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী, মাওলানা মুহিবুবিল্লাহ চৌধুরী নির্বাহি সদস্য মাওলানা জাকির হোসেন মিল্লাত, মুফতি আবদুল ওয়াদুদ লতিফী, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে শতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার গৌরবময় ইতিহাস শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারন অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, বিভিন্ন সময়ে সরকারের অবহেলা ও বৈষম্য মূলক আচরনের কারনে মাদ্রাসাটির অস্তিত্ব আজ নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন। দীর্ঘদিন থেকে অনেক গুলো শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। ভূমি খেকোর দল মাদ্রাসার ভূমি দখল করে জোর পূর্বক ওয়াল নির্মান করেছে।পৌর কর্পোরেশন বল প্রয়োগ করে মাদ্রাসার ভূমির উপর পাবলিক টয়লেট নির্মান করেছে। একশ বছরের পুরনো টিনশেডে তৈরী ছাত্রাবাস সংস্কার হীনতায় জীর্ন হয়ে বসবাসাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, সিলেট তিব্বিয়া কলেজের ভূমি যেভাবে জবর দখল করে অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিপনীবাগ বিতান গড়ে তুলেছে সিলেট আলীয়া মাদ্রাসাও আজ অনরুপ হুমকির সম্মুখিন।

অবিলম্বে মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান, ছাত্রাবাস সহ প্রশাসনিক ভবন সমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও শিক্ষক সংকট নিরসনে তড়িত পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে, জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পুর্ব লন্ডনের কমিউনিটি সেন্টারে জেলহত্যা দিবস স্মরণে গত ৩রা নভেম্বর রোববার বেলা ৫ ঘটিকায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেটের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান, সহ সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মাশুক ইবনে আনিছ, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ, জনসংযোগ সম্পাদক রবীন পাল, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক খছরুজ্জামান খছরু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ ছুরুক আলী, সহ দপ্তর সম্পাদক খছরুজ্জামান খছরু, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আফজল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে ব্রিকলেইন জামে মসজিদে এশার নামাজের পর '৭৫-এর ১৫আগস্ট এবং ৩রা নভেম্বর বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতাসহ নিহত সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় বক্তারা বলেন জেল হত্যা দিবসের এই শোকাবহ বিশেষ দিনে প্রতিটি বাঙালীর কাছে অনুরোধ আমরা যেন ত্যাগের ইতিহাস ভুলে না যাই। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে যেন জলাঞ্জলি না দেই। আমাদের মনে রাখতে হবে খুনীরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর লক্ষ্যে ও জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া মানসে ১৯৭৫ এর ১৫ ই আগষ্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ও ৩ রা নভেম্বরে জেলের অভ্যন্তরে জাতীয় চারনেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো।

৭৫-এর পর থেকে বছরের পর বছর বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে ফেলার চেষ্টা চলে বলে উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন রাষ্ট্রদ্রোহী, গণ হত্যাকারী, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী ড. মোহাম্মদ ইউনুস গংদের বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার বা নেতিবাচকভাবে জাতির সামনে হাজির করছে। তারই ধারাবাহিকতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অস্বীকার করছে। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহচর জাতীয় চার নেতার মৃত্যুবার্ষিকী তথা জেল হত্যা দিবস সহ ৮ টি দিবস বাতিল করার মাধ্যমে বর্তমান সরকার এসব নেতাকেও অস্বীকার করছে।

বর্তমান অবৈধ-অসাংবিধানিক সরকার কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ১৫ই আগস্ট ও ৪ঠা নভেম্বর সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বাঙালি জাতির সকল সংগ্রামের সারথি বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে অর্পিত প্রজ্ঞাপন এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ অত্যন্ত কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অসাংবিধানিক সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে নির্বিচারে মানুষ হত্যার মহোৎসব চলছে, যা গণহত্যার শামিল। নির্বিঘ্নে মানুষের বাসা-বাড়িতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই চলছে। স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূ-লুণ্ঠিত করে সমগ্র জাতিকে একটা চরম সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল মানুষ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকলের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সারা দেশে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলছে। একদিকে অপরাধী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিচ্ছে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাছ-বিচার হীনভাবে গণহারে গ্রেফতার করে দিনের পর দিন আটক করে রাখা হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এমনই প্রতিকূল সময় এসেছিল বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের আদর্শের প্রতি আপসহীন মানুষেরা তারপরও মাথানত করেনি। আমাদের জাতীয় ৪ নেতা এই পথের প্রদর্শক। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তাঁরা ছিলেন হিমালয়ের মতো অনঢ়। মৃত্যুভয়ও তাঁদের টলাতে পারেনি। তাই তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। আজ দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে লগ্নে জাতীয় ৪ নেতা আমাদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তাদের নিরাপস মনোভাব আমাদের জন্য চিরস্মরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁদের আত্মত্যাগ যে কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের চেতনার শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে জ্বালানি সরবরাহ করে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও বীরত্বগাঁথা জীবনী পাঠ্য বইয়ে অন্তরভূক্তির দাবী

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা প্রদান ও তাঁর বীরত্বগাঁথা জীবনী বাংলাদেশের স্কুল,কলেজ ও ইউনিভারসিটির পাঠ্য বইয়ে অন্তরভূক্তি করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে।

গতকাল ৪ঠা নভেম্বর সোমবার বঙ্গবীর ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউণ্ডেশন ইউকের পক্ষ থেকে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ এক কনিউনিটি হলে আয়েজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়।

সংগঠণের সভাপতি আলহাজ্ব কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শেখ মোঃ মফিজুর রহমান। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন -খান জামাল নুরুল ইসলাম, শাহ মুনিম, মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলার ওসমান গনি, আব্দুল মুনিম চৌধুরী বুলবুল, সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে - ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদেধর সময় বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী 'কমাণ্ডার ইন চীফ ' হিসাবে দীর্ঘ নয় মাস রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের অসাধারন নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করেছেন। জেনারেল ওসমানীর প্রজ্ঞা, রণকৌশল, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার ফলে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন সর্ব কণিষ্ঠ মেজর। পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও তিনি অনেক বীরত্ব দেখিয়েছেন।

জেনারেল ওসমানী বাঙালী জাতির গর্ব ও একজন সুদক্ষ সমরবিদ ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এমপি ও মন্ত্রী হয়েছেন। সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আজীবন ছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুসারী।

তিনি আমাদের জাতির একজন রোল মডেল ও বীর সিপাহসালার বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। আমরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এই সংবাদ সম্মেলনে -জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে সঠিকভাবে মর্যাদা ও মূল্যায়ণ করার জন্য নিম্মোক্ত দাবীনামা পেশ করা হয়। দাবীগুলো হচ্ছে - বঙ্গবীর ওসমানীর জীবনী ও সকল বীরত্বগাঁথা কাহিনী বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচীতে অন্তরভূক্ত করা, প্রতি বছর জেনারেল ওসমানীর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা, জেনারেল ওসমানীর নামে একটি মিলিটারী একাডেমি, সেনাবাহিনীর রেজিমেন্ট ও ক্যান্টনমেন্টের নামকরণ করা।

লন্ডনে ফিলিস্তিনের পক্ষে হাজার হাজার মানুষের মিছিল

আনসার আহমেদ উল্লাহ : গত শনিবার, ২ নভেম্বর, গাজা এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের অবসানের দাবিতে ১০০,০০০ এরও বেশি বিক্ষোভকারী লন্ডনের রাস্তায় নেমেছিল। বিশাল জনতা সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে মার্কিন দূতাবাসের দিকে মিছিল করে, যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি অবিলম্বে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার আহ্বান জানায়।

বিক্ষোভটি ছিল যুক্তরাজ্যের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিনের জন্য ২১তম জাতীয় প্রতিবাদ।

বিক্ষোভকারীরা ক্রমবর্ধমান সহিংসতার নিন্দা করে এবং গাজায় ফিলিস্তিনিদের "গণহত্যা" হিসাবে বর্ণনা করে। বক্তারা উত্তর গাজায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক সামরিক অনুপ্রবেশের নিন্দা করেছেন, যা কার্যকরভাবে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের শেষ অবশিষ্ট অ্যাম্বে পয়েন্টগুলিকে অবরুদ্ধ করেছে এবং তীব্র বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের করছে।

মার্চে অংশগ্রহণকারী "বেঙ্গলিস ফর প্যালেস্টাইন" গ্রুপের সদস্য রাজনউদ্দিন জালাল বলেন, "আমরা এই নির্বোধ সহিংসতার অবসানের দাবি জানাতে এসেছি। যুক্তরাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে ইসরায়েলের আগ্রাসনকে সক্ষম করা বন্ধ করতে হবে।"

নুরুদ্দিন আহমেদ, জাভেদ আখতার, আলা মিয়া আজাদ, লুকমান উদ্দিন, শফিক আহমেদ, জামাল আহমেদ খান, শেখ নূর, আহমেদ ফকর কামাল, নাফিস ইকবাল জামিল, নাদিরা হুদা, ফরিদা হাসান, সাদিয়া ওসমানী এবং মোফাসেল আহমেদ চৌধুরী সহ অন্যান্য বাঙালি সম্প্রদায়ের নেতারা ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে তাদের সংহতি প্রদর্শনের জন্য বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করে এবং দখলদারিত্বের নিন্দা ও ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়ে স্লোগান দেয়। শান্তিপূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভের আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন আয়োজকরা।

এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হলেন একাধিক পুরস্কার বিজয়ী সেলিব্রেটি শেফ শামীম চৌধুরী

বহু পুরস্কার-বিজয়ী ইন্ডিয়ান ও বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ নর্থাম্পটন এর হেড শেফ শামীম চৌধুরী এবং ব্যবসার ২৫ তম বার্ষিকীর বছরে ব্রিটেনের সেরা শেফের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

ওয়েলিংবরো রোডের আরামিনতাজ এর হেড শেফ শামীম চৌধুরী, মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪এ ইস্ট মিডল্যান্ডসের 'শেফ অফ দ্য ইয়ার' খেতাব ঘরে তোলার আশা করছেন - যা 'কারি অস্কার' নামেও পরিচিত।

আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের হেড শেফ শামীম চৌধুরী যিনি শহরের কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে এই ব্যবসায় কাজ করেছেন, বলেছেন: "এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস দক্ষিণ এশিয়ার রন্ধনসম্পর্কীয় ল্যান্ডস্কেপের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি।

"আমাদের শিল্পের মহান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হওয়া এবং স্বীকৃত হওয়া একটি সম্মানের বিষয়। আমাদের সমস্ত ডিনারদের একটি বিশেষ ধন্যবাদ যারা আমার রান্নার যাত্রায় আমাকে সাহায্য করেছেন।"

বিজয়ীদের নাম ১৭ নভেম্বর লন্ডনে জমকালো অনুষ্ঠান ও একটি গালা ডিনারে প্রকাশ করা হবে এবং এই পুরস্কারগুলি বাংলাদেশী, চাইনিজ, ভারতীয়, জাপানি, থাই এবং তুর্কি সহ এশিয়ান এবং ওরিয়েন্টাল খাবারের একটি বিশাল পরিসর উদযাপন করে।

১৯৯৯ সালে আরামিনতাজ ব্যবসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে হিসেবে যাত্রা শুরু করে মাত্র আড়াই বছর আগে।

পারিবারিকভাবে পরিচালিত এ ব্যবসাটি তার ২৫ বছরের পথচলায় নর্থাম্পটনের উটন থেকে টাউন সেন্টারের ওয়ালিংবরো রোডে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে।

সেপ্টেম্বরে, কাস্টমারদের তাদের অব্যাহত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে একটি উদযাপন বার্ষিকী ডিনারের জন্য আরামিনতাজ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্ট শহিদ ইসলাম পূর্বে বলেছিলেন যে মাইলফলক ছুঁতে পেরে "অত্যন্ত গর্বিত" - এবং সেই সময়ে দাতব্য সংস্থা এবং সম্প্রদায়কে সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।

রেস্টুরেন্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্ট শহিদ ইসলাম বিশ্বাস করেন, খাবার তৈরি করা তাদের কঠোর পরিশ্রম যা তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে। কাস্টমাররা সাধারণত তাদের খাবার ও সার্ভিস প্রশংসা করে এবং তারা যে "উন্মুক্ত, স্বাগত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।" পরিবেশ তৈরি করে।

জেল হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের নজিরবিহীন কালো অধ্যায়

‘৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ ফাউন্ডেশন ইউকের’ উদ্যোগে লন্ডনে সভা অনুষ্ঠিত

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের নজিরবিহীন কালো অধ্যায়;

গতকাল ৩রা নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে একটি হল রুমে‘৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ ফাউন্ডেশন ইউকের’ উদ্যোগে আয়োজিত জেল হত্যাদিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকাকেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের নজিরবিহীনকালো অধ্যায় যা জাতি চিরদিন মনে রাখবে। এর সাথে জড়িতমাস্টারমাইন্ডদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আত্মা শান্তি পাবেনা।

‘৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ ফাউন্ডেশন ইউকের’ আলোচনা সভায় সভাপতিত্বকরেন মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবী ব্যারিস্টার আলী রেজাউদ্দলাসোহান। বাংলাদেশ মানবাধিকার কাউন্সিলের আজীবন সদস্য ওআইনজীবী ডক্টর আনিছুর রহমান আনিছের পরিচালনায় অনুস্টিত সভারশুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার, জাতীয়চার নেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের আত্মার শান্তি কামনা করেদাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরেজাতীয় চার নেতা-সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এমমনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা গুলিকরে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল। তারা সবাই বঙ্গবন্ধুরঅনুপস্থিতিতে একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হত্যাকাণ্ড ছিলনজিরবিহীন।আজ আমরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সেই চার জাতীয় নেতা, স্বাধীনবাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুরআলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে।

সভায় অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ মঞ্জুরুলইসলাম, ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, শাহাব উদ্দিন চঞ্চল, ইয়াসমিনসুলতানা পলিন, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান লেখক ও সাংবাদিক মকিস মনসুর, মোঃআনা মিয়া, নাট্যকর্মী স্বাধিন খসরু, মোঃ মনিরুজ্জামান, আব্দুল হান্নান, জলিল চৌধুরী, আবু ইউসুফ লিক্সন, ফজলুল হক, আব্দুল শহিদ, রাসিকমিয়া, সিরাজ মিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম নিউপোর্ট শাখার সভাপতি আব্দুর রউফ তালুকদার সহ অনেকে। সভায় বক্তারা দেশের বর্তমানবিশৃঙ্খল পরিস্তিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিচারহীনতা এবং দেশেচলমান হিংসা ও প্রতিশোধপ্রবণ মনোভাবের ব্যাপক বিস্তৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশও এর তীব্র নিন্দা জানান।

জাসদ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসানুল হক ইনু'র নিঃশর্ত মুক্তির দাবি যুক্তরাজ্য জাসদের

যুক্তরাজ্য জাসদের উদ্যোগে ৫২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ৪ ঠা নভেম্বর সোমবার লন্ডনের একটি হলে যুক্তরাজ্য জাসদের কার্যকরী সভাপতি জনাব মুজিবুল হক মনি'র সভাপতিত্বে এবং শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর এর পরিচালনায় প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে ও সকল গনতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক ডাকসু সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য ন্যাপ সভাপতি জনাব আব্দুল আজিজ। বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান। জাসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। সর্ব ইউরোপীয় জাসদের সমন্বয়ক মতিউর রহমান মতিন।ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক খসরুজ্জামান।গ্রেটার লন্ডন জাসদের সভাপতি সৈয়দ এনামুল হক। সাধারণ সম্পাদক সাবুল সামসুজ্জামান। যুব জোট সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। যুক্তরাজ্য জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান মিয়া।ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাবেক সভাপতি ও মানবাধিকার কর্মী ডঃ আনসার আহমদউল্লাহ। বাসদ নেতা মোহাম্মদ শওগত। সোস্যাল এক্টিভিটস লিপি হালদার। সাংবাদিক আব্দুল কাদির মুরাদ। গনজাগরণ মঞ্চ এর সোহাগ। জাসদ নেতা আবু জাফর। গ্রেটার লন্ডন জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুক হোসেন। কমিউনিটি এক্টিভিটস হাফসা ইসলাম। যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ ফিরোজ। বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আনিসুল হক। জাসদ নেতা মশিউর রহমান সোহেল। জাসদ নেতা তাজ উদ্দিন। কমিউনিটি নেতা আব্দুল বাসিত। জাসদ নেতা জাহেদ খুসনু। জাসদ নেতা প্রদীপ রাউত সহ নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ এর জন্ম ১৯৭২ সালে ৩১ শে অক্টোবর। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে এক ঝাঁক তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা জাসদ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং একটি শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল।কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের জন্য শ্রেনীহীন, শোষণহীন, সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার মধ্যদিয়ে তাঁর ধারাবাহিকতায় ৫২ বছর দলটির কৃষক শ্রমিক, মেহনতী মানুষের পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করেছিল। আজ ও কাজ করে যাচ্ছে সেই ধারাবাহিকতায়।

জামায়াত শিবির ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যে ভাবে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে দেশে যে ভাবে নৈরাজ্য করে যাচ্ছে তাদের কে সমুচিত জবাব দেওয়া উচিত। দে-শ কে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে হাজার হাজার ছাত্র জনতা কে হত্যা করেছে এবং পঙ্গু করে দিয়েছে।

তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ও দু'লক্ষ মা বোনের ইজ্জত ও সম্মানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে শকুনের মতো খামছে ধরেছে। দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা সংবিধান, জাতীয় সংগীত, বিচার বিচার বিভাগ, স্বাধীনতা কে ধ্বংস করার নীলনকশা করে যাচ্ছে। দেশের সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির মুখে। জামায়াত শিবির ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তাদের চক্রান্তকে ধুলিসাত্ করে দিতে হবে। দেশের সকল প্রগতিশীল চিন্তা ধারার সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকলকে ঐক্য বদ্ধ ভাবে এদের মোকাবিলা করতে হবে।

জাসদ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক হাসানুল হক ইনু'সহ সকল রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

সংবিধান সংস্কারের নামে সকল ষড়যন্ত্র মূলক নীলনকশা বাতিল করতে হবে। অনতিবিলম্ব সকল সাজানো ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। ৭১ এর পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকলকে ঐক্য বদ্ধ হতে হবে।

মীমাংসিত বিষয়কে নিয়ে ষড়যন্ত্র বন্ধ করা উচিত।

বক্তারা আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুল্যবোধের বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারে সংকির্ণতা, অহমিকা, আত্ব অহংকার পরিহার করে মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানান। জামায়াত শিবিরের ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের প্রেতাত্মা সমন্নয়ক নামের টোকাই" মব " গং এবং পাকিস্তান পন্থা ফেলোটিকদের পদলেহী ডঃ ইউনুস সরকার কে বিতাড়িত করতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্টা বার্ষিকী পূর্বে যুক্তরাজ্য জাসদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিশেষে নৈশ ভোজনের আয়োজন ছিল।

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন
মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,
07904278050

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে প্রবাসে ঐকমত্য গড়ার লক্ষ্যে লন্ডনে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত মঙ্গলবার ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি হলে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান ক্লান্তিকালে লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ -উৎকণ্ঠা বাড়ছে। সে উদ্বেগ -উৎকণ্ঠা সামনে রেখে কিভাবে আমরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ সংরক্ষন করে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মানে আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারি সে লক্ষ্যে উপস্তিত দেশপ্রমিক গুনিজণরা তাঁদের বক্তব্য, মন্তব্য, পরামর্শ ও প্রস্তাব রাখেন।

সভার শুরুতেই বিশিষ্ট লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান অ্যাডভোকেট উপস্তিত সবাইকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের চলমান কঠিন সময়ে দেশ মাতৃকার কল্যাণে আমদের দায়িত্ব পালনের স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা সমবেত হয়েছি। আপনাদের সকলের আলোচনাক্রমে ও মতামতের আলোকে গৃহীত সুচিন্তিত, সিদ্ধান্ত, পরামর্শ, প্রস্তাবগুলি আমাদেরকে আগামী দিনের চলার পথ সুন্দরভাবে প্রশস্ত করবে"।

এর পরে তিনি শাহ ফারুক আহমদকে আমন্ত্রণ জানান, গত ৫ আগষ্টের পর থেকে যে দুঃখজনক ঘটনাগুলি বাংলাদেশে ঘঠছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকের আয়োজন উপলক্ষ্যে কি কি করেছি তার পটভূমি ব্যাখা করে বক্তব্য রাখার জন্য। শাহ ফারুক, তাঁর বক্তব্যে বিস্তারিত উপস্তিত সুধিজনদের কাছে তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত জানানোর অনুরোধ রাখেন। এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ডাকসুর সাবেক সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতানের উদ্যোগে এবং লেখক গবেষক এডভোকেট শাহ ফারুক আহমেদ, সাবেক ভিপি কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন, বি বি টি এর সভাপতি আবু হোসেন, সাংবাদিক গবেষক ডঃ আনসার আহমদ উল্লাহ ও কমিনিউটি এক্টিভিস্ট আলীমুজ্জামানের সহযোগিতায়।

অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থান থেকে বিরাট সংখ্যক শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, পেশাজীবি, মুক্তিযোদ্ধা তথা সর্ব পেশার মানুষ উপস্থিত হন এবং তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

প্রবাসী জনগণকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের মত একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে দেশ ও জাতিকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উত্তরনের কর্মসূচী গ্রহণের এবং আমাদের ঐক্যকে ধরে রাখার আহ্বান জানান উপস্তিত বক্তারা। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যাতে সময়ে সময়ে এ গ্রুপে সুধীজনরা তাঁদের বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ও মতামত তুলে ধরতে পারেন।

সভায় যারা সুচিন্তিত মতামত রেখে বক্তব্য রাখেন, তাঁরা হলেন সর্বজনাব সৈয়দ এনামুল ইসলাম, আনসার আহমদ উল্লাহ, সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, আবু হোসেন, সাহাব আহমদ বাচ্চু, কাউন্সিলার ইকবাল হোসেন ভিপি, লিপি ফেরদৌস, রুমি হক, উর্মি মাজহার, রুপি আমিন, নাজরাতুন নাঈম, মুজিবুল হক মনি অ্যাডভোকেট, হেলেন ইসলাম, মিফাতুল নূর, প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম, ধনন্জয় পাল, ব্যারিস্টার মন্জু, আহবাব মিয়া, স্মৃতি আজাদ, সাবেক মেয়র শহীদ আলী, শেখ নুরুল ইসলাম, সুলতানা আহমদ, মকসুদ আহমদ চৌধুরী সদরুল, আলিম উদ্দীন, বাবুল হোসেন, নীরু আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুল ইসলাম খাঁন, সৈয়দ হামিদুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, সত্যব্রত স্বপন, সাদ আহমদ, আব্দুল জলিল চৌধুরী, আহমদ লেলিন হক, মোরশেদ উদ্দীন আহমদ, বদরুল হক, সমিরুন চৌধুরী, প্রমুখ। সভায় উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সন্চালনায় ছিলেন জনাব দেওয়ান গৌস সুলতান এবং তাঁকে সহায়তা করেন জনাব আলীমুজ্জামান।

আগামীতে প্রবাসীদের সাথে আরো যোগাযোগ করে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মসূচি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে একবছর মেয়াদী ফ্রি সিম কার্ড বিতরণ

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে গুড থিং ফাউন্ডেশন এবং ডাটা ব্যাংকের মাধ্যমে বৃটেনে বসবাসরত বিভিন্ন দেশ থেকে আগত স্টুডেন্ট এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে আপটু ৪০ জিবি ইন্টারনেট, আনলিমিটেড কল, আনলিমিটেড ট্যাক্সট সহ এক বছর মেয়াদী ফ্রি সিম কার্ড বিতরণ করা হয়।

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খসরুজ্জামান খসরুর সভাপতিত্বে ও সিনিয়র ভলান্টিয়ার সেলিনা বেগম এর পরিচালনায় গতকাল ৩ নভেম্বর পূর্ব লন্ডনে রয়্যাল বেঙ্গল রেস্ট্রেউরেন্ট রেস্টুরেন্টের হল রুমে অনুস্টিত সভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক যুবায়ের আহমেদ এবং ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর চিপ অ্যাডভাইজার কামাল উদ্দিন এবং টাওয়ার হামলেট কাউন্সিলের কাউন্সিলার কাউন্সিলর রেবেকা সুলতানা।

জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

জহিরুল ইসলাম জাবেল: জুরী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রতিষ্টাতা সভাপতি হাজী মাছুম রেজার সাথে এক মতবিনিময় সভা গত ৫ ই নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার, লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টার অনুষ্ঠিত হয়।

সালেহ আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেল এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মইনুল।

সভাপতি সালেহ আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেল বাৎসরিক রিপোর্ট ও কোষাধ্যক্ষ সিপার রেজা ও সহ কোষাধ্যক্ষ ইখতিয়ার মিয়া মাসুম

বাৎসরিক আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন।

গত এক বছর সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে বয়সী প্রশংসা করেন ওয়েলফেয়ারের সাধারণ সদস্যরা। ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখা এবং বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত রাখার জন্য

পরামর্শ দেন।

প্রশ্ন উত্তর পর্বের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জায়ফরনগর নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মাছুম রেজা।

প্রধান অতিথিকে এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ, ইউনুছ মিয়া।সাবেক সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান কয়েছ,সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ রাজু, মোহাম্মদ আবুল কালাম, জি এম চৌধুরী রনি, লুৎফুর রহমান,সহ-সাধারণ সম্পাদক এম এ সবুর,মাসুম আহমেদ রনি,সাংগাঠনিক সম্পাদক আযহার আহমেদ ওয়াসীম, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, জনকল্যান সম্পাদক মারুফ আহমেদ, সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক খালেদ হোসেন, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক তাছভীর আহমেদ ফাহিম, আসরাফুল হক জালাল, কাউন্সিলর মাসুকুর রহমান, লুৎফুর রহমান মিতুল, মাহী উদ্দিন রাজু, আরো ও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি মাওলানা আবদুল মুমিন, ফাউন্ডার মেম্বার তাজুল ইসলাম আইন বিষয়ক সম্পাদক সাদেকুর রহমান, হাবিবুর রহমান মামুন, সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা এসোসিয়েশন এর ২০ বছর পূর্তি উদযাপন ও জুড়ীতে একটি ডায়বেটিস হাসপাতাল করার জন্য আলোচনা করেন, প্রধান অতিথি হাজী মাছুম রেজা উনার বক্তব্যে সার্বিক বিষয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়ে বলেন তিনি নিজ অর্থায়নে প্রথমে একটি ফ্রী ডায়বেটিস মেডিকেল ক্যাম্প করবেন জুড়ীতে এবং পরবর্তীতে একটি বাজেট করে জুড়ী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ কে এর মাধ্যমে এটিকে চলমান রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে'র আয়োজনে সফলভাবে সম্পন্ন হলো জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে ব্যাডমিন্টন

৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ২০২৪ নিউহ্যাম লেজার স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আবু বকর ও শওকত আহমদ, রানার্সআপ হয়েছেন আক্কাছুল করিম ও শামীম আহমদ, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন জামাল আহমেদ খান ও আলমগীর হোসেন।

বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিটি খেলা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ ছিলো।

বৃটেনে জন্ম ও বড় হওয়া আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে আমাদের প্রয়াস সফল হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী সফলতা পাবে ইনশাআল্লাহ।

খেলায় সেমিফাইনালে চমৎকার পারফরম্যান্স করেছেন জাকির হোসেন ময়নুল ও মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। গ্রুপ পর্যায়ে অসাধারণ খেলেছেন প্রতিটি টিম, খেলায় আরো অংশগ্রহণ করেন আব্দুল বাছিত, দিলওয়ার হোসেন, আলাউদ্দিন আহমদ, রায়হান আহমেদ, বেলাল আহমদ, মোহাম্মদ মুমিন।

জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির এর পরিচালনায় টুর্নামেন্ট শেষে চ্যাম্পিয়ন দল ও খেলায় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, ফিফটি এ্যাকটিভ ক্লাবের সহ সভাপতি বিলাল ফাহিম, বিশ্ব বাংলা ফাউন্ডেশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশাল ট্রাস্টের সহ সভাপতি ছালেহ আহমদ, অনলাইন নিউজ ইউকে বিডি টিভির মোহাম্মদ মোমেন।

টুর্নামেন্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলো নিউহ্যাম ব্যাডমিন্টন ক্লাব।

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহনকারী সকল টিম, খেলোয়াড়, ম্যানেজার ও পৃষ্টপোষক সহ জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের সকল সম্মানিত সদস্য, আগত অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মোবারকবাদ, আপনাদের সম্মিলিত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহযোগিতায় অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে টুর্নামেন্ট।

খালেদা জিয়াসহ ৭ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন ২০ নভেম্বর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ৭ আসামির বিরুদ্ধে আগামী ২০ নভেম্বর অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) বিশেষ জজ আদালত-৩ এর বিচারক মো. আবু তাহের এ দিন ধার্য করেন।

এদিন মামলাটির অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। তার পক্ষে আইনজীবীরা হাজিরা দেন। মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এ বিচারাধীন ছিল। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি বিশেষ জজ আদালত-৩ এ বদলি করা হয়। এই আদালতে মামলার প্রথম ধার্য তারিখ হওয়ায় বিচারক আগামী ২০ নভেম্বর অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য নতুন দিন ধার্য করেছেন।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিয়াউদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় ১৩ আসামির মধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। এছাড়া আসামি সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম মারা গেছেন।

ফলে বর্তমানে এ মামলার আসামি ৭ জন। তারা হলেন- খালেদা জিয়া, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম ও পেট্রো বাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

‘চ্যানেল এস’র অভিমত অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহমুদ

দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই ৫ আগস্টের পরিবর্তিত ঘটনা হয়েছে

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যভিত্তিক বাংলা স্যাটেলাইট টেলিভিশন ‘চ্যানেল এস’-এর মতামত বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘অভিমত’-এ গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর প্রথমবার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। গত ৩ নভেম্বর ‘আওয়ামী লীগ: তটস্থ, হতাশ, কোনঠাসা?’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্যের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন এই আওয়ামী লীগ নেতা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালক বুলবুল হাসানের এক প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিপর্যয় ইতোপূর্বেও ঘটেছে। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ইতোপূর্বে বিপর্যয় কাটিয়ে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরপর চারবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছিল। আমরা আরও বড় বিপর্যয়ে পড়েছিলাম, সেগুলো আমরা মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে। জাতীয় ৪ নেতাকেও হত্যা করা হয়েছিল। এবারও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল। আমরা যে বুঝতে পারিনি তা নয়। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই কিন্তু ৫ আগস্টের পরিবর্তিত ঘটনা হয়েছে।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছিড় উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আমি বিএনপির দায়িত্বশীলদের বক্তব্য দেখেছি। তারাও এটার বিরোধিতা করেছে। কোনো রাজনৈতিক দলকে কাগজে কলমে নিষিদ্ধ করলেও কিন্তু সেটি নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পর যখন প্রথম নির্বাচন হয়, সেভেন্টি নাইনে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়ড় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা অনেকের মতে কমে গিয়েছিল তখন। সেই সময় আওয়ামী লীগ ৩৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল। এখন একেবারে কমপক্ষে বাংলাদেশের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের কথা যারা ভাবেন সেটি অলীক একটি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেন, যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এই বাংলাদেশের সৃষ্টি, যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ললাটে বহুবিদ অর্জনড়সেই রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের কথা যারা ভাবেন তারা কীভাবে ভাবেন, কেন ভাবেন তা বোধগম্য নয়।

হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে হাজার হাজার মামলা দেওয়া হয়েছে। কারও কারও মতে এই সমস্ত মামলার আসামি ৬ মিলিয়ন। তৃণমূল পর্যায়ের ওয়ার্ড লেভেলের কর্মীর বাড়িতেও তল্লাশী চালানো হচ্ছে পুলিশ দিয়ে। তারা ঘর বাড়িতে থাকতে পারছে না। আমাদের কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড যে বলছে, হত্যাকাণ্ড তো এখনো চলছে। এগুলোকে হত্যাকাণ্ড মনে করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টে পুলিশকে যখন আক্রমণ করা হয়, পুলিশের কি আত্মরক্ষার অধিকার নেই? আত্মরক্ষার্থে পুলিশ তখন গুলি ছোঁড়েনি তা নয়, অবশ্যই ছুঁড়েছে। সেজন্য পুলিশের দায় আমরা কখনো অস্বীকার করিনি বা সরকার পক্ষের দায় আমরা কখনো অস্বীকার করিনি। এখনো অস্বীকার করছি না। অবশ্যই দায়িত্বে থাকলে দায় নিতে হবে। সেই দায় থেকেই শেখ হাসিনা সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। ৫ আগস্টের আগে আমাদের বহু নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। সেটির ডাটা আমরা তৈরি করছি, প্রকাশ করা হবে।

সাবেক এই মন্ত্রী আরও বলেন, মৃত্যুর যে সংখ্যা-তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেটি আসলে কত? সেটি নিয়ে বড় প্রশ্ন আছে। আসলে কতজন হত্যাকাণ্ডের স্বীকার হয়েছে সেই নামটা প্রকাশ করুক। আমি মনে করি, প্রথম থেকেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যে দাবি ছিল, সেই বিষয়টি পুরোপুরি আদালতের হাতে ছেড়ে না দিয়ে যদি বিষয়টি অন্যভাবে হ্যান্ডেল করা যেত তাহলে ভালো হতো। এটিকে এতদূর যেতে দেওয়াটাই ভুল ছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।

গত ১৫ বছরে সবচেয়ে বড় ভুল বা ব্যর্থতা কী ছিলড়এ প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, সরকারে থাকলে ভুল হবেই। পৃথিবীর কোনো সরকার শতভাগ নির্ভুল কাজ করতে পারবে না। আমাদেরও অনেক ভুল ছিল। শুধু একটি দুটি ভুল নয়, দায়িত্বে থাকলে ভুল হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করিড়এটি আমার দলের অভিমত নয়, ব্যক্তি ড. হাছান মাহমুদের অভিমত হচ্ছেৃআমি মনে করি বিএনপি অবশ্যই সব সময় নির্বাচন বর্জন করেছে, নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু আমরা দায়িত্ব ছিলাম, বিএনপিকে নির্বাচনে অ্যাকোমোডেট করতে না পারা আমাদের ব্যর্থতা ছিল। ১৪ সালে, ২৪ সালে নির্বাচনে আনতে না পারা আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ছিল। যদিও তারা আমাদেরকে ব্যর্থ করার চেষ্টাই করেছে, তবুও এটা আমাদের ব্যর্থতা।

ছাত্রশিবিরের অনেকেই ছাত্রলীগ করেছেড়এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি। এটা এখন আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে যে এটা কীভাবে সম্ভব হলো এবং আমাদের ছাত্রনেতারা কীভাবে এটা নোটিশ করতে পারলো না। এটি আমাকেও বিস্মিত করেছে।

তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, আমি রিজয়েন্ডার দিয়েছি প্রত্যেকটা খবরের। একটি ছাড়া কোনোটাই ছাপানো হয়নি। বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো কি ছিল আওয়ামী লীগের সময়? আমাদের সময় গণমাধ্যম যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে সেটি অনেক উন্নয়নশীল দেশে পারেনি।

দলের পরবর্তী নেতৃত্ব প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, দলে সব সময় পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনাই প্রাণ এবং শেখ হাসিনা হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রাণ ভোমরা। তাকে ছাড়া আওয়ামী লীগ কল্পনা করা যায় না। দলে গণতন্ত্র আছে তাই কোনো লাইনআপ তৈরি করা নেই। সময় এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি হয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিএনপির অনেক বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। ১/১১ সরকারের সময় বিএনপির সঙ্গে একজোট হয়েই আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম করেছিলাম এবং গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। এখন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেব কিংবা বিএনপির মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে বক্তব্যগুলো দিচ্ছেন সেগুলোর অনেকগুলোর সঙ্গে আমি একমত। গতন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, অবশ্যই বিএনপির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আমরা তৈরি আছি, এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। তারা রাষ্ট্রপতি ইস্যু থেকে শুরু করে দেশে যেন সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে তাদের যে স্ট্যান্ড সে ব্যাপারে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি। জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ হওয়ার পর বিএনপির যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের সঙ্গেও আমি একমত। একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পোস্ট দিয়ে, রাজনৈতিক দলের অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এ নিয়ে সরকারের কোনো বক্তব্য পাচ্ছি না। অত্যন্ত হতাশ হচ্ছি, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। মনে রাখতে হবে, কোনো সরকারই কিন্তু শেষ সরকার নয়ড়এ কথা উল্লেখ করে সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরাও কিন্তু শেষ সরকার ছিলাম না। অনেকে মনে করেনি, সেটা সঠিক। কিন্তু আমি সব সময় মনে রেখেছি। ফলে এই সরকারই শেষ সরকার নয় সেটা মনে রাখতে হবে। তারা যে আগের সরকারের মন্ত্রীদের হাতকড়া পরালেন, ডিম ছুঁড়লেনড়ভবিষ্যতের যে ভয়ংকর একটা উদাহরণ তৈরি করে গেলেন, ভবিষ্যতে কী ঘটে সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং আমি বিএনপির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে একমত এবং বিএনপি যে গণতন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের কথা বলছে, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে সেটির সাথে আমরা একমত। প্রয়োজনে বিএনপির সঙ্গে আমরা একযোগে গণতন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা কাজ করবো।

তিনি বলেন, আমরা চাই দেশ ভালো থাকুক। আজকে জাতীয় জীবনে হতাশা নেমে এসেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাংলাদেশে একটি আপার হাউজ দরকার, এতে অনেক কোয়ালিটিফুল মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। এ ব্যাপারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও বক্তব্য রেখেছেন, তিনিও আপার হাইজের পক্ষে বলেছেন। আমি খোলাসা করে বলছি এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত এটি আমার দলের অভিমত নয়।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রের অনেকগুলো সংস্কার দরকার। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যেটি বলেছেন আমি তার সঙ্গে শতভাগ একমত। আমি মনে করি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এই আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, আমরা সচেতনভাবেই অপেক্ষা করছি। এখন যদি আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নামতাম তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে অনেকে বলতো আমাদের কারণে তারা রাষ্ট্র সংস্কার করতে পারছে না। তাই সচেতনভাবেই আমরা একটু নিশ্চুপ আছি, যাতে আমাদের ওপর দোষ না আসে। আওয়ামী লীগ এমন একটি দল যে দলের লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী আছে, কোটি কোটি সমর্থক আছে। সুতরাং আওয়ামী লীগ ফুরিয়ে যায়নি, আওয়ামী লীগ কখনো ফুরিয়ে যাবে না। আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা করছে কিনা জানতে চাইলে হাছান মাহমুদ বলেন, এ ধরনের চিন্তা ভাবনার কথা শুনিনি। এ ধরনের কোনো আলোচনা কারও সাথে হয়নি।

দেশে ফিরে আসার সুযোগ হলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিহিংসামূলক আচরণ করবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, কখনোই নয়। আমি মনে করি আমার দলও প্রতিহিংসামূলক আচরণ করার পক্ষপাতী নয়। কেউ খারাপ উদাহরণ তৈরি করলে সেই খারাপ উদাহরণকে অনুসরণ করতে নেই।

সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের গর্বের, অহংকারের। আমাদের সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রফেশনাল। সেনাবাহিনীকে যারা বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে আমি সেটার বিরুদ্ধে।

দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আমার দলের নেতাকর্মীদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। পঁচাত্তরের পরে কঠিন সময় গেছে এবং দল ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দল পরপর ৪বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেছে। নেতাকর্মীদের ওপর আজকে যে নির্যাতন, নিপীড়ন হচ্ছেৃতাদেরকে বলবো এই আঁধার কেটে যাবে এবং সহসা দেশে একটি সুষ্ঠু, স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে। জননেত্রী শেখ হাসিনা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন, সবার সাথে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। তার মনোবল শতভাগ চাঙ্গা আছে। নেতাকর্মীদের বলব, যখন এই আঁধার কেটে যাবে তখন আমরা সবার প্রতি সহনশীল আচরণ করবো। অবশ্যই রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা সেই ভুলগুলো স্বীকার করছি। ভুল থেকেই মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

ডোনাল্ড ট্রাম্পের. বিজয় ও আমাদের ভাবনা

ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে অভিনন্দন।

দেশ-বিদেশে এখন একটি জরুরি প্রশ্ন উঠেছে: তিনি কি তার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত দীর্ঘ তালিকার হুমকি, প্রতিশ্রুতি এবং ঘোষণা বাস্তবে রূপায়ণ করবেন? নির্বাচনে জিতে ট্রাম্প হতে যাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বয়সে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার বয়স এখন ৭৮ বছর। এর আগে জো বাইডেন ৭৭ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। একের পর এক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া ও ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পরও নির্বাচনী প্রচার থেকে একচুলও পিছপা হননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে কানের লতি ছুঁয়ে গুলি চলে যাওয়ার পর 'ফাইট ফাইট' বলে মুষ্টিবদ্ধ হাতের সেই দৃশ্যটি যেন বলে দেয় নির্বাচনে জিততে কতটা মরিয়া তিনি। বারবারই বলে আসছেন, নির্বাচনে অবশ্যই জয়লাভ করবেন তিনি। আর সেজন্যই সৃষ্টিকর্তা তাকে সেদিন গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। জয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পর ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচের কনভেনশন সেন্টারে বিজয় ভাষণেও তিনি একই কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, 'এ দিনটির জন্য সৃষ্টিকর্তা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটি আমেরিকান জনগণের জন্য একটি দুর্দান্ত বিজয়। এটি আমেরিকাকে আবারও মহান করার সুযোগ দেবে। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণযুগ।' তিনি যখন বিজয়মঞ্চে এ বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তার পাশে ছিলেন সাবেক ফার্স্টলেডি মেলানিয়াসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা। নির্বাচনের পুরো সময়টাজুড়ে অনুপস্থিত থাকা ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও তার স্বামী জ্যারেড কুশনারও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। মঞ্চের সামনে ছিলেন উৎফুল্ল সমর্থকরা। বিজয় মঞ্চে জনতার উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, 'একদিন আপনারা এ দিনটির দিকে ফিরে তাকাবেন এবং এই দিনকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর মধ্যে একটি বলে বিবেচনা করবেন। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা আমাদের একটি নজিরবিহীন এবং শক্তিশালী ম্যান্ডেট দিয়েছে। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বর্ণযুগ। আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে, তা সম্পাদন করা সহজ হবে না। কিন্তু আপনারা যে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব।'

ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান। মঞ্চে উপস্থিত মেলানিয়াকে 'ফার্স্টলেডি' হিসেবে সম্বোধন করেন ট্রাম্প। বলেন, মানুষকে সহায়তার জন্য মেলানিয়া অনেক পরিশ্রম করেন। এ সময় উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প তার স্ত্রী মেলানিয়ার গালে চুমু খান। মঞ্চে উপস্থিত থাকা সন্তানদেরও ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করেন তিনি। তাদের 'চমৎকার সন্তান' বলে অভিহিত করেন ট্রাম্প। এদিকে ট্রাম্পের এ ঐতিহাসিক জয়ের পর সারা দেশে শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। বিজয় মিছিলে থাকা অনেক মানুষ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এ জয়টা খুবই জরুরি ছিল। কারণ, মূল্যস্ফীতির চাপে মার্কিন জনগণ এখন চিড়েচ্যাপ্টা।

অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়। এ অবস্থা থেকে শুধু ট্রাম্পই দেশকে উদ্ধার করতে পারেন বলে তারা মনে করছেনফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার পর সাবেক কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবারও হোয়াইট হাউসে ফিরে এসেছেন-এমন রেকর্ড নেই দেশটিতে। তা ছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে ফের মার্কিন মসনদে বসছেন, তাতে ভেঙেছে ১৩২ বছরের এক রেকর্ড। একবার হেরে গিয়ে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার এর আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। কাজেই সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে যেভাবে মোহাচ্ছন্ন করে ফের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা এক ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনই বটে। মঙ্গলবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিসকে বড় ব্যবধানে ধরাশায়ী করে এ ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'এটি আমেরিকান জনগণের জন্য একটি দুর্দান্ত বিজয়। এটি আমেরিকাকে আবারও মহান করার সুযোগ দেবে। এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণযুগ। গাজা ও লেবাননের যুদ্ধ শেষ করা এবং ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যে একীভূত করা ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতির শীর্ষে থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের নেতা মুস্তফা বারঘৌতি বলেছেন, 'নেতানিয়াহু একজন কঠিন প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হবেন। কারণ ট্রাম্প এইভাবে চলমান যুদ্ধগুলো সহ্য করবেন না। তবে তা ফিলিস্তিনিদের জন্য তেমন বড় কোনও পার্থক্য হবে না। কারণ উভয় প্রশাসনই ইসরায়েলের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।'

রাজনৈতিক দলের সংস্কার কেন জরুরি

মো. মুজিবুর রহমান

বহু বছর ধরে দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। সচেতন নাগরিক সমাজ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ নিয়ে সরব রয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে অনেক আগে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে যতটা আশা করা হয়েছিল, কার্যত সে উদ্যোগ ততটা সফল হয়নি।

রাজনৈতিক দলের সংস্কারের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের একটি ছিল, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনের অধীনে নিবন্ধিত দলগুলোর জন্য দলের গঠনতন্ত্র কমিশনে জমা দেওয়ার একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা। দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের পর্যাপ্ত আইন ও বিধি বিদ্যমান থাকলেও দলের সংস্কার বিষয়ে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কেন হয়নি-এ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়নি। তবে অনেকেই বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে দলের নেতৃত্বের মধ্যেই এক ধরনের অনীহা বা অনিচ্ছা কাজ করায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সংস্কার নিয়ে আর বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এ সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য খাত অনুযায়ী কমিশনও গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশন প্রাথমিকভাবে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কার কাজও শুরু করা দরকার। এক কথায় বলা যায়, বর্তমানে দেশে যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার অনেক সহজ হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শুধু দরকার দলগুলোর আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতা।

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র সংস্কার ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো মুখর রয়েছে। কোনো কোনো দল প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচন দাবি করলেও কিছু রাজনৈতিক দল সংস্কারের জন্য বেশি সময় না নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন আয়োজনের জন্য মতামত জানিয়ে রেখেছে। লক্ষণীয় বিষয়, বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র সংস্কার ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে দাবি তুললেও নিজেদের দলের সংস্কার নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করছে না। অথচ রাষ্ট্র সংস্কারের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতি অপরিহার্য। গণতন্ত্রের স্বার্থেই দেশে বিরোধী বা একাধিক রাজনৈতিক দল থাকা দরকার। সরকারের বাইরে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ও দেশে বিদ্যমান অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে দেশে কার্যকর সরকারব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক সহযোগিতা ব্যতীত সরকার কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দল উভয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত জনকল্যাণে ভূমিকা রাখা। কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাতে দেখা যায়, সরকারি দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী মত দমনে অধিক তৎপর থাকে। একইভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলও জনকল্যাণে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রায় সব সময় অসহযোগিতা করে। ফলে সৃষ্ট সংঘাতের কবলে পড়ে দেশবাসীকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ব্যাপক প্রাণহানিও ঘটে কোনো কোনো সময়। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলকেই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে জনগণের প্রতি তাদের দলের আচরণের পরিবর্তন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ হতে হবে ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সহনশীলতার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এসব লক্ষ্য নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার করা জরুরি।

বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে, সেসব দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ দল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে হলে দরকার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ। অনেক ক্ষেত্রে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্বাচন প্রক্রিয়া দলীয় জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সম্পন্ন হলেও তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসৃত হয় না। এমন অনেক দল রয়েছে, যেসব দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে যেভাবে নির্দেশনা আসে, সেভাবেই দলের পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচন থেকে দলের অন্যান্য সাংগঠনিক নেতৃত্ব নির্বাচিত ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশের খবরও প্রায়ই সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়ে থাকে। কখনো কখনো রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে, তা জাতীয় পর্যায়ে হোক কিংবা আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে হোক, নেতৃত্ব নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ, দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মতবিরোধের কারণে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এসব ঘটনা অনেকক্ষেত্রে সহিংসতার রূপ নেয়। এর প্রধান কারণ, দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ না করা। দেশে সরকারের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় সোচ্চার থাকে। অথচ নিজেদের দলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও চিন্তা-চেতনার প্রয়োগের তেমন কোনো নমুনা দেখা যায় না। দেশ ও জনগণের স্বার্থেই এ ধরনের অবস্থান থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবে এ ধারণা যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই, তা নয়।

রাজনৈতিক দল কীভাবে গঠিত হবে, কীভাবে পরিচালিত হবে এবং দলগুলোর আয়ের উৎস কী, আয়-ব্যয় কীভাবে হবে, এসব বিষয় নিয়ে স্বচ্ছতার স্বার্থেই অনুপুঙ্খ জানার অধিকার দেশের সাধারণ মানুষের রয়েছে। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোকে দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করতে দেখা যায় না। একটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, দলের হিসাব প্রতি বছর অডিট করা হবে এবং অর্থবছর সমাপ্তের ছয় মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। এ নিয়ম দলের গঠনতন্ত্রে লিখিত থাকলেও বাস্তবে দলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অডিট করা বা কোনো অডিট রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করার কোনো খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। এসব বিষয়েও সংস্কার জরুরি।

গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন-বিধির আওতায় উপযুক্ত যে কোনো নাগরিক রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকারী হলেও জনগণের সংখ্যানুপাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে দল গঠন কতটুকু সমীচীন, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের কারণে অপরাজনীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের সংস্কারের মাধ্যমে এখন দরকার অপরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ। রাজনীতি নয়, অপরাজনীতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত ও সহযোগিতা দরকার। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যমতে, দেশে ৪৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে।

সিলেটে এযাবৎকালের বড় চোরাই পণ্যের চালান জব্দ

সিলেট অফিস : সিলেট সীমান্ত এলাকা থেকে এযাবৎকালে সবচেয়ে বড় চোরাই পণ্যের চালান জব্দ করেছে টাস্কফোর্স। সোমবার (৫ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১০টা পর্যন্ত সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং সীমান্তের রাধানগর ও ইসলামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।

সিলেট ব্যাটালিয়ন ৪৮ বিজিবি এর উপ-অধিনায়ক মেজর মো. নুরুল হুদা নেতৃত্বে, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স এ অভিযান পরিচালনা করে।

জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় শাড়ী ২ হাজার ৯০৭ পিস, কাশ্মীরি শাল ১ হাজার ১৬২ পিস, থ্রী পিস ৪১৩ পিস, বিভিন্ন প্রকার থান কাপড় ১২ হাজার ৪৩৫ মিটার, ব্লেজারের থান কাপড় ১ হাজার ১৬০ মিটার, মকমলের সোভার কভার ১ হাজার ৫৫৬ মিটার, বিভিন্ন প্রকার ক্রিম ৪৪ হাজার ৭২২ পিস, পন্ডস ফেস ওয়াশ ১ হাজার ৬৬৯ পিস, জনসন বেবী লোশন ৬১২ পিস ব্রিকস চকলেট ২ লাখ ৬২ হাজার ৯৯০ পিস, ই-ক্যাপ ট্যাবলেট ১৩ হাজার ২৬০ পিস, এবং অন্যান্য ভারতীয় পণ্য আটক করে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৮ কোটি ২ লাখ ৩১ হাজার ১৫০ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

সিলেট ব্যাটালিয়ন ৪৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো, হাফিজুর রহমান, পিএসসি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, উর্ধ্বতন সদরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি'র আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা সর্বোতভাবে অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী এলাকার অভিযান পরিচালনা করে চোরাচালানী মালামাল জব্দ করা হয়। আটককৃত চোরাচালানী মালামাল সমূহের বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিলেটে বাড়ছে নতুন সম্ভাবনা

সিলেট অফিস : সিলেটে একের পর এক মিলছে গ্যাসের আধার। চলতি বছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) আওতাধীন পাঁচটি কূপে মিলেছে গ্যাসের সন্ধান। নতুন কূপের পাশাপাশি পুরনো পরিত্যক্ত কূপেও পাওয়া গেছে গ্যাসস্তর। ফলে দেশের গ্যাস ভান্ডারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে আগামী বছরের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।সিলেটের রেস্তোরাঁ

সিলেটে গ্যাস প্রাপ্তিতে সর্বশেষ সুখবর আসে গত ২২ অক্টোবর। ওইদিন এসজিএফএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মিজানুর রহমান জানান, সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের পরিত্যক্ত ৭ নম্বর কূপের সংস্কার কাজ শেষে দুটি স্তরে বিপুল পরিমাণ গ্যাস মজুতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তিনি জানান, ৭ নম্বর কূপের ১ হাজার ২শ' মিটার গভীরে গ্যাস পাওয়া গেছে। প্রতিদিন ওই স্তর থেকে ৭-৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পরীক্ষামুলকভাবে উত্তোলন করা হচ্ছিল। সোমবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা থেকে জাতিয় গ্রিড লাইনে ওই কূপের গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। ওই কূপ থেকে দৈনিক ৬-৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রিড লাইনে সরবরাহের ব্যাপারে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

মিজানুর রহমান আরও জানান, সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের সবকটি কূপ মিলিয়ে বর্তমানে দৈনিক ৬০-৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হচ্ছে। এর সাথে নতুন করে যুক্ত হবে ৭ নম্বর কূপের ৭-৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস।

এসজিএফএল সূত্র জানায়, বর্তমানে উৎপাদনে থাকা কোম্পানির আওতাধীন কূপগুলো থেকে দৈনিক ৬০-৭০ মিলিয়ন গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হলেও চলতি বছরের মধ্যে কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শেষ হলে সরবরাহের পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে। আর সরকারের বেঁধে দেওয়া

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে ২০২৫ সালের মধ্যে এসজিএফএল জাতীয় গ্রিড লাইনে দৈনিক ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যা দেশের গ্যাস সংকট নিরসনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

সূত্র আরও জানায়, গত এক বছরে এসজিএফএল'র আওতাধীন পাঁচটি কূপে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে কোন কূপ দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত ছিল। নতুন করে সংস্কার ও খনন করে মিলেছে গ্যাসের নতুন স্তর। চলতি বছরের ২৪ মে খনন কাজ শেষে এসজিএফএল'র মালিকানাধীন কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের ৮ নম্বর কূপে ৩ হাজার ৪৪০ থেকে ৩ হাজার ৪৫৫ হাজার ফুট গভীরে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ওই কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপটি থেকে আগামী ২০ বছর গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হবে বলে ওই সময় জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

এর আগে গত ২৭ জানুয়ারি এসজিএফএল'র আওতাধীন রশিদপুরের ২ নম্বর কূপে গ্যাসের নতুন স্তরের সন্ধান মেলে। ওই কূপে মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৫৭ বিলিয়ন ঘনফুট বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। তারও আগে গত বছরের ২৬ নভেম্বর দেশের সবচেয়ে পুরনো গ্যাসক্ষেত্র হরিপুরের ১০ নম্বর কূপে গ্যাসের সন্ধান মেলে। খনন কাজ শেষে ওইদিন গ্যাসপ্রাপ্তির তথ্য নিশ্চিত করে এসজিএফএল। এর চারদিন আগে গত বছরের ২২ নভেম্বর কৈলাশটিলায় পরিত্যক্ত ২ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে ফের গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। ওই কূপ থেকে দৈনিক ৭০ লাখ ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রথম গ্যাসের সন্ধান মিলে ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে। এরপর এই অঞ্চলে আবিষ্কার হতে থাকে একের পর এক গ্যাসক্ষেত্র। বর্তমানে এসজিএফএল'র আওতাধীন পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। সেগুলো হলো- হরিপুর, রশিদপুর, ছাতক, কৈলাশটিলা ও বিয়ানীবাজার। এর মধ্যে টেংরাটিলায় দুর্ঘটনার পর ছাতক গ্যাসক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বাকি চারটি গ্যাসক্ষেত্রের ১৪টি কূপ থেকে প্রতিদিন প্রায় ৬০-৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে গোলাপগঞ্জে নিহত ৭ : মূল অভিযুক্তরা অধরা, থানা ঘেরাওয়ের ডাক

সিলেট অফিস : ৫ আগস্ট বিকাল থেকে দেশের সিংহভাগ মানুষ বিজয়োল্লাসে মেতে উঠলে করলেও স্বজনহারা হাজারো পরিবারে ছিলো কান্নার রোল। এমনই ৭টি পরিবার সিলেটের গোলাপগঞ্জে। শেখ হাসিনা পতনের আগের দিন (৪ আগস্ট) সবচেয়ে বেশি রণক্ষেত্র তৈরি হয় সিলেটের এ উপজেলায়। সেদিন পুলিশ, বিজিবি ও হামলাকারীদের গুলিতে আন্দোলনকারী ৭ জন মারা যান। তবে এই ৭ জনের পরিবারের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত মামলার মূল আসামিদের কেউ এখনো গ্রেফতার হননি। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও তারা মূল অভিযুক্ত নন।

এ অবস্থায় ৭ হত্যা মামলার মূল অভিযুক্তদের ধরতে ৩ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর'র রাজনৈতিক দল গণঅধিকার পরিষদ। তা না হলে গোলাপগঞ্জ থানা ঘেরাও করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে দলটি। সোমবার (৪ নভেম্বর) রাতে গোলাপগঞ্জ পৌরশহরের চৌমুহনিতে গণঅধিকার পরিষদ উপজেলা শাখা আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে এই আলটিমেটাম দেওয়া হয়।

এদিকে, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে নিহত সাতজনের মধ্যে ছয়জনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য কবর থেকে তুলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। এক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই মাস আগে লাশ তুলতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত লাশ উত্তোলনের দিন-তারিখ ঠিকই হয়নি। বিষয়টি সম্পর্কে অবগতই নন জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট, আর গোলাপগঞ্জ থানায় দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। ফলে লাশগুলো কবর থেকে উত্তোলন ও সঠিক তদন্ত নিয়ে নিহতদের পরিবারের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে- শীঘ্রই লাশ উত্তোলনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হাসিনা সরকার পতনের আন্দোলনের সময় সবচেয়ে বেশি উত্তাল ছিলো সিলেটের

গোলাপগঞ্জ। ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে পুলিশ-বিজিবি ও আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের গুলিতে একে একে প্রাণ হারান ৭ জন। তারা হলেন- উপজেলার নিশ্চিন্ত গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে নাজমুল ইসলাম (২৪), দক্ষিণ রায়গড় গ্রামের মৃত সুরই মিয়ার ছেলে হাসান আহমদ জয় (২০), শিলঘাট গ্রামের কয়ছর আহমদের ছেলে সানি আহমদ (২২), বারকোট গ্রামের মৃত মকবুল আলীর ছেলে তাজ উদ্দিন (৪০), দত্তরাইল বাসাবাড়ি এলাকার আলাই মিয়ার ছেলে মিনহাজ আহমদ (২৩) ঘোষগাঁও ফুলবাড়ি গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে গৌছ উদ্দিন (৩৫) ও কানিশাইল গ্রামের রফিক উদ্দিনের ছেলে কামরুল ইসলাম (২২)।

এসব নিহতের ঘটনায় গোলাপগঞ্জ থানায় পৃথকভাবে ছয়টি ও আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সব কটি মামলায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের এজাহারভুক্ত আসামি করা হয়।

নিহতদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ- নামমাত্র কয়েকজন আসামিকে গ্রেফতার করা হলেও মূল আসামিরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনকি মূল অভিযুক্তদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ গ্রেফতার করছে না আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাই মামলার সুষ্ঠু কার্যক্রম নিয়ে সন্দিহান ও হতাশ তারা।

এ অবস্থায় সোমবার রাতে গোলাপগঞ্জ পৌরশহরে এই ৭ হত্যা মামলার মূল আসামিদের গ্রেফতার ও তাদের বিচারের দাবিতে সমাবেশ করেছে উপজেলা গণঅধিকার পরিষদ শাখা। সমাবেশে বক্তারা বলেন- আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ যদি খুনিদের গ্রেফতার না করে, তাহলে থানা ঘেরাও করা হবে।

নিহতদের স্মরণে গোলাপগঞ্জে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার দাবি জানান বক্তারা।

নিহত কামরুল আহমদের বাবা রফিক উদ্দিন বলেন, আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

নিহত তাজ উদ্দিনের মামা আব্দুল মতিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তাজ উদ্দিনের অবুঝ দুই সন্তান তাদের পিতাকে অবিরাম খুঁজছে। আব্বা- আব্বা করে সব সময় ডাকাডাকি করছে। কী দোষ তার? তাকে গুলি করে কেন হত্যা করা হলো? তার খুনিরা কি পার পেয়ে যাবে?

নিহত মিনহাজ উদ্দিনের বড়ভাই সাইদ আলম বলেন- আমার ভাই নিহত হওয়ার পর থানায় মামলা করেছি। অথচ পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করছে না। আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরাফেরা করছে। বিষয়টি রহস্যজনক। আমি আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

নিহত নাজমুল ইসলামের ভাই সাইফুল আলম বলেন, আমার ভাইয়ের কোনো অপরাধ ছিল না। গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গিয়েছিল। এজন্য তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এদিকে, গোলাপগঞ্জ থানাপুলিশ সূত্রে জানা গেছে- ঘটনা সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে নিহতদের কারও লাশ ময়না তদন্ত করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে মামলা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে লাশের ময়না তদন্তের আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কবর থেকে লাশ তোলার আদেশ দেন আদালত।

এক মাস আগে জেলা প্রশাসন সংবাদমাধ্যমকে জানায়, আদালতের আদেশ পাওয়ার পর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে চারটি লাশ কবর থেকে তোলার জন্য চারজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিহত গৌছ উদ্দিনের লাশ তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার জনি রায়কে, নাজমুল ইসলামের লাশ উত্তোলনের দায়িত্ব দেওয়া হয় জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার জর্জ মিত্র চাকমাকে, হাসান আহমদের লাশ তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে ও সানি আহমদের লাশ উত্তোলনের দায়িত্ব দেওয়া হয় সহকারী কমিশনার মো. মাসুদ রানাকে।

কিন্তু আদালতের আদেশ প্রদানের দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কবর তোলা হয়নি নিহতদের লাশ।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. নুরের জামান চৌধুরী মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) বলেন- এ সম্পর্কে আসলে আমি অবগত নই, বলতে পারছি না কিছু।

গোলাপগঞ্জ থানার নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্লা বলেন- আমি এ থানায় মাত্র যোগদান করেছি। তবে শীঘ্রই লাশগুলো উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন- পুলিশের তদন্তের জন্যই লাশগুলো উত্তোলন করা প্রয়োজন। সঠিক ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পেলে পুলিশি তদন্তও আগাবে না, ভুক্তভোগী পরিবারগুলোও পাবে না সঠিক বিচার।

অপরদিকে, সাতজনের মধ্যে নিহত গৌছ উদ্দিনের লাশ উত্তোলন না করতে আদালতের কাছে আবেদন করেন নিহতের ভাই ও মামলার বাদী মো. রেজাউল করিম। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সিলেটের জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের বিচারক আবিদা সুলতানার আদালতে তিনি এ আবেদন করেন। তবে শুনানিতে বিচারক আবেদনের নথি সংরক্ষণ করার কথা বললেও কোনো আদেশ দেননি। ফলে গৌছ উদ্দিনের লাশ উত্তোলনের আদেশ বহালই থাকছে।

সিলেট মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সিলেট মহানগর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে রেজাউল হাসান কয়েস লোদীকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছে।

সোমবার (০৪ নভেম্বর) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

২০২৩ সালের ১০ মার্চ কাউন্সিলরদের ভোটে সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি পদে নাসিম হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক পদে এমদাদ হোসেন চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সৈয়দ সাফেক মাহবুব নির্বাচিত হন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে নাসিম হোসাইনকে বাদ দিয়ে মিফতাহ সিদ্দিকীকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করে কেন্দ্রীয় বিএনপি। আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এমদাদ হোসেন চৌধুরী দায়িত্ব পালন করেন। ২০ মাস পর এসে এবার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিটিতে সহ-সভাপতি রয়েছেন ২০ জন। তারা হলেন- ডা. নামুল ইসলাম, জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন, সৈয়দ মইন উদ্দিন সুহেল, জিয়াউল হক জিয়া, সুদীপ রঞ্জন সেন বাপ্পা, মাহবুব কাদির শাহি, আমির হোসেন, অ্যাডভোকেট শাহ্ আশরাফুল ইসলাম, সাদিকুর রহমান সাদিক, নিপার সুলতানা ডেইজী, ডা. আশরাফ আলী, মুরাদ মুমিন খোকন, আব্দুল হাকিম, আফজাল হোসেন, ব্যারিস্টার রিয়াসত আজিম আদনান, রহিম মল্লিক, মুফতি নেহাল, জাহাঙ্গীর আলম ও মোতাহির আলী মখন।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হলেন- নজিবুর রহমান নজিব, মূর্শেদ আহমদ মুকুল, শামীম মজুমদার, মির্জা বেলায়াত হোসেন লিটন, নেওয়াজ বক্ত চৌধুরী তারেক, মাহবুবুল হক চৌধুরী, শুয়াইব আমন শোয়েব, আব্দুল ওয়াহিদ সুহেল, রেজাউল করিম আলো, আক্তার রশিদ চৌধুরী, আহমদ মনজুরুল হাসান মঞ্জু, মতিউল বারী খোরশেদ, ফাতেমা আমান রোজী, নাদির খান ও আবুল কালাম।

সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন- জাকির হোসেন মজুমদার, রফিকুল ইসলাম রফিক, দেওয়ান জাকির, খসরুজ্জামান খসরু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রহিম আলী রাসু, রেজাউর রহমান রুজল, সাব্বির আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম জীবন ও সফিক নুর।

এতে অর্থ সম্পাদক এনামুল কুদ্দুস, সহ-অর্থ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক বেলায়েত হোসেন মোহন, সহ-প্রচার সম্পাদক আলী হায়দার মজনু, দপ্তর সম্পাদক তারেক আহমদ খান, সহ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, মুক্তিযুদ্ধাবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ মিলন, সহ-মুক্তিযুদ্ধাবিষয়ক সম্পাদক মারুফ আহমদ, আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল ফজল, সহ-আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এজাজ আহমদ, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান হিরু, সহ-শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মালিক সেকু, সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ডা. এম এ হক বাবুল, সহ-সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমদ লোকমান, যুববিষয়ক সম্পাদক মির্জা সম্রাট, সহ-যুববিষয়ক সম্পাদক রুবেল বক্স, স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক আফছর খান, সহ-স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক সেলিম আহমদ মাহমুদ, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক শেখ কবির আহমদ, সহ-স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক মিনহাজ পাঠান, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সুদিপ জ্যোতি এষ, সহ-ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল করিম জুনাক, অর্থনীতিবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুনিম, সহ-অর্থনীতিবিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন রানা, প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান আরাফাত জাকি, সহ-প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আহমদ খুশু, যোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক ফয়েজ আহমদ মুরাদ, সহ-যোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক কয়েছ আহমদ সাগর, ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাহির, সহ-ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক কামাল আহমদ, জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্পাদক সবুর আহমদ, সহ-জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্পাদক আবু সাইদ মোহাম্মদ তায়েফ, ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, সহ-ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক তারেক আহমদ, সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক তাজ উদ্দিন মাসুম, সহ-সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক জালাল উদ্দিন শামীম, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক রীনা আক্তার, সহ-মহিলাবিষয়ক সম্পাদক রেহানা ফারুক শিরিন, পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল মুকিত অপি, সহ-পাঠাগারবিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ রাজন, প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক নাজিম উদ্দিন, সহ-প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক বেলাল আহমদ, শিল্পবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুনিম, সহ-শিল্পবিষয়ক সম্পাদক জমজম বাদশা, বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মো. লুৎফুর রহমান মোহন, সহ-বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক আলী আমজাদ, সমবায়বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাদী মাসুম, সহ-সমবায়বিষয়ক সম্পাদক জালাল উদ্দিন শামীম, তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ লোকমানুজ্জামান, সহ-তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক সুচিত্র চৌধুরী বাবলু, ক্ষুদ্র কুটি শিল্পবিষয়ক সম্পাদক মিজান আহমদ, সহ-ক্ষুদ্র কুটি শিল্পবিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সবুর রাসেল, শ্রমিকবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আহাদ, সহ-শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক খোকন ইসলাম, জুবেদ কৃষিবিষয়ক সম্পাদক মফিজুর রহমান, সহ-কৃষিবিষয়ক সম্পাদক রাজিব কুমার দে, মুন্না ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মুফতি রায়হান উদ্দিন, সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শাহীন আহমদ, পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক হাবিব আহমদ, সহ-পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ইকবাল কামাল, তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আজিজ লাকী, সহ-তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক সালেহ আহমদ গেদা, সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক এস এম সায়েম, মৎস্যজীবিবিষয়ক সম্পাদক দুলাল আহমদ, সহ-মৎস্যজীবি বিষয়ক সম্পাদক শাহীন আহমদ, শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাদিয়া খাতুন মনি, সহ-শিশুবিষয়ক সম্পাদক বিলকিস জাহান চৌধুরী, স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক খায়েরুল ইসলাম খায়ের এবং সহ-স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

সম্মানিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে, খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির, ডা. এনামুল হক চৌধুরী, মিফতাহ্ সিদ্দিকী, আব্দুর রাজ্জাক, ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, আব্দুল কাইয়ুম জালালী পংকী, বদরুজ্জামান সেলিম, অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান, হুমায়ুন কবির শাহিন, বদরুদ্দুজা বদর ও মোকবুল হোসেন।

এছাড়া সদস্য হলেন- লুৎফুর রহমান চৌধুরী, মুহিবুর রহমান, লল্লিক আহমদ চৌধুরী, মো. জমির উদ্দিন, বজলুর রহমান ফয়েজ, আলী আকবর ফকির, ওলিউর রহমান ডেনি, মন্তাজ মিয়া, সেলিম আহমদ শেলু, রানা মিয়া, আমিনুল ইসলাম আমিন, সিরাজ খান, আলী আহমদ, রাজন মিয়া, পিয়ার উদ্দিন পিয়ার, আসমা আলম, ফখর উদ্দিন আহমদ (পংকি), মোহাম্মদ মকসুদ, সুহেল আহমদ, চান মিয়া বাচ্চু, শাহজাহান আহমদ, রাসেল আহমদ খান, মিনারা বেগম, সালেক আহমদ, মঈন খান সদস্য, সাইফুল ইসলাম, নুরুল হক রাজু, মতিউর রহমান শিমুল, ইফতেখার আহমদ পাবেল, ফরহাদ আহমদ, আব্দুল মুমিন, আব্দুল মুমিন মামুন, জাহেদ আহমদ, আকবর হোসেন কায়ছার, শহিদুর রহমান সানি, শফিকুর রহমান সুমন, রিয়াজ আহমদ সুমন, মো. হারুনুর রশিদ, নুরুল ইসলাম লিমন, জাকারিয়া খান, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও জাকির হোসেন পারভেজ।

বিশ্বনাথ পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গ্রেফতার

সিলেট অফিস : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সিলেটে আলোচিত পংকজ কুমার হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। গত বুধবার বিকেলে নগরীর বন্দর বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি বিশ্বনাথ পৌর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও বিশ্বনাথ উপজেলার শাহজিরগাঁও এলাকার আরজান আলীর পুত্র রফিক আলী (৪২)। র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া সেল থেকে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানায়, গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সিলেট কোতয়ালী থানাধীন ক্বীন ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ছাত্র-জনতা কোটা বিরোধী আন্দোলনরত অবস্থায় ছিলেন। সে সময় বিগত সরকারের কিছু কর্মী ও সমর্থকরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর এলোপাতাড়ি আক্রমণ ও গুলি করতে থাকে। একপর্যায়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী পংকজ কুমারের পেটে গুলি লেগে ঘটনাস্থলে নিহত হন। এ ব্যাপারে কোতয়ালী থানায় দায়েরকৃত হত্যা মামলার আসামী তিনি। এছাড়া, গ্রেফতার হওয়া আসামীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ সুরমা থানায় অপহরণ মামলা রয়েছে বলেও জানিয়েছে র‍্যাব। তাকে কতোয়ালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৈষম্যের শিকার সিলেটের বিমান যাত্রীরা

সিলেট অফিস : প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটের যাত্রীরা বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিগত দিনে সিলেট থেকে যে কোন গন্তব্যের টিকেটের মূল্যের সাথে ঢাকার টিকেটের মূল্যের কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু, এখন সিলেট ও ঢাকার টিকেটের মূল্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে টিকেটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে টিকেটের মূল্য। উমরাহ'র ক্ষেত্রে দুটি ক্লাসের টিকেট ওপেন করায় সিলেটের যাত্রীদের গুণতে হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। এজন্য বিমানের হেড অফিসের (বলাকা) 'সিলেট বিদ্বেষী' কিছু কর্মকর্তা দায়ী বলে অভিযোগ তাদের।

ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সব এয়ারলাইন্সের উমরাহ ফেয়ার (ভাড়া) এক থাকলেও কেবল বাংলাদেশ বিমানই উমরাহর ক্ষেত্রে দুই ক্লাসের টিকেট ইস্যু করছে। সৌদি এয়ারলাইন্সসহ অন্যান্য বিদেশি এয়ারলাইন্স এবং বাংলাদেশি মালিকানাধীন ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ঢাকা-জেদ্দা রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ে অনেক কম মূল্যে টিকেট বিক্রি করছে বলে জানান তারা।

এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব), সিলেট জোনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান খান রেজওয়ান জানান, সৌদি এয়ারলাইন্স, ইউ-এস বাংলাসহ অন্যান্য এয়ারলাইন্সের টিকেটের মূল্য এক। তাদের ভাড়াও বিমানের চেয়ে তুলনামূলক কম। কিন্তু, জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমান উমরাহ'র ক্ষেত্রে ইউ (উমরাহ) এবং এ (আলফা) ক্লাস টিকেট ইস্যু করে। টিকেটের ক্ষেত্রে উমরাহ ক্লাসের টিকেট ওপেন (খোলার) হবার পর কিছুদিনের মধ্যে ওই ক্লাস ক্লোজ করে দেয়া হয়। এই সুবাদে আলফা ক্লাসের টিকেটের মূল্য বেড়ে যায়। আবার ফ্লাইট চালুর একদিন আগে ইউ ক্লাস ওপেন করা হয়। ইউ ক্লাসের টিকেট না পেয়ে অনেক উমরাহ যাত্রীকে অতিরিক্ত মূল্যে আলফা ক্লাসের টিকেট কাটতে হচ্ছে। এ অবস্থায় উমরাহ যাত্রীদের পাশাপাশি ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে।

বিমানের একটি সূত্র জানায়, বর্তমানে সপ্তাহে সিলেট-জেদ্দা রুটে দুটি এবং সিলেট-মদিনা রুটে একটি ফ্লাইট অপারেট হচ্ছে। সিলেটের প্রেক্ষাপটে এসব ফ্লাইট পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি আটাব-এর।

এ ব্যাপারে আটাব-এর সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান রুশো চৌধুরী জানান, সিলেট থেকে জেদ্দাগামী ফ্লাইট ঢাকা হযরত শাহজালাল (র.) বিমানবন্দর থেকে আসার কারণে সেখানকার অনেক যাত্রীকে এ তিনটি ফ্লাইটে পরিবহন করা হয়। এসব ফ্লাইটে ঢাকার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ যাত্রী পরিবহন করায় সিলেটের ওমরাহ যাত্রীদের এসব ফ্লাইটে স্থান সংকুলান দেয়া সম্ভব হয় না। সিলেটের অনেক যাত্রীই সিট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

আটাব-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির জানান, সিলেটের ওমরাহ যাত্রীদের বৈষম্যের বিষয়টি দীর্ঘদিন বিমানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলেও এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

আটাব সূত্র মতে, গত বছর নভেম্বরে সিলেট থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে বিমানের ফেয়ার কম ছিল। কিন্তু, এবার নভেম্বর থেকে বিমানের ফেয়ার বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য বিমানের হেড অফিসের কিছু কর্মকর্তার 'সিলেট বিদ্বেষী' মনোভাবকে তারা দায়ী করেন।

বিমানের জেলা ব্যবস্থাপকের কাছে আটাব-এর স্মারকলিপি

টিকেটের ক্ষেত্রে সিলেটের যাত্রীদের বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করে বিমান সিলেটের জেলা ব্যবস্থাপক (ডিএম) মো: শাহনেওয়াজ মজুমদারের কাছে গত বুধবার স্মারকলিপি দিয়েছে আটাব। স্মারকলিপিতে বলা হয়, সিলেট বিভাগ একটি প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা। বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসীদের কাছে পছন্দের এয়ারলাইন্স হচ্ছে বিমান। শতকরা ৯০ ভাগ প্রবাসী বিমান ব্যবহার করতে চান। উচ্চ মূল্যের কারণে অনেকেই বিমান ছেড়ে অন্য অপারেটরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

এ অবস্থায় উমরাহ টিকেটসহ অন্যান্য রুটের টিকেটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য দূর করতে তারা অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। স্মারকলিপি গ্রহণকালে আটাব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিমানের জেলা ব্যবস্থাপক শাহনেওয়াজ মজুমদার জানান, তিনি স্মারকলিপির অনুলিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারো প্রেসিডেন্ট

সেই রেকর্ড ভেঙে ১২০ বছর পরে হোয়াইট হাউসের চাবি হাতে আসছে ট্রাম্পের। একই সঙ্গে তিনি ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট। এই জয়ের জন্য তিনি যেমন মার্কিনিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তেমনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরব-মার্কিনিদের।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশ্বনেতারা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ধারণা করা হয়, গাজা যুদ্ধের কারণে ডেমোক্রেটদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন মুসলিমরা। তারা এবার ব্যাপকভাবে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন। তবে এদিন তিনি বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করেননি। তার জয়ে রিপাবলিকান শিবিরে আনন্দের বন্যা। অন্যদিকে ডেমোক্রেট শিবিরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কমালা হ্যারিসের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তিনি এখনও পরাজয় স্বীকার করে নেননি। ডেমোক্রেট দল থেকে দেয়া হয়নি কোনো বিবৃতি। জনমত জরিপ এবং বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস ধোপে টিকলো না। যেখানে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বলাবলি হচ্ছিল নির্বাচন নিয়ে 'ডেডলক' পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। খুব সামান্য ব্যবধানে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে। সেখানে মঙ্গলবার রাতে (বাংলাদেশ সময় দুপুর নাগাদ) খবর চলে আসে ট্রাম্প জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে ধারায় ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পাচ্ছিলেন তাতে তার ধারেকাছে দাঁড়াতেই পারছিলেন না ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হ্যারিস। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বুধবার দুপুর ১টার দিকে ট্রাম্প যখন ফ্লোরিডার পাম বিচে কনভেনশন সেন্টারে দলীয় সমর্থক, নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, তখন কমালা হ্যারিসের ডেমোক্রেট শিবির নিস্তব্ধ। পূর্ব পরিকল্পিত ভাষণ বাতিল করেন কমালা। নির্ধারিত ২৭০ মাইলফলক স্পর্শ করে আরো দূরে এগিয়ে গেছেন ট্রাম্প। তিনি জিতেছেন ২৭৭টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট। তার কাছে কুপোকাত হয়েছেন ডেমোক্রেট কমালা হ্যারিস। তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ২২৬ ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প দুইবার দুইজন ডেমোক্রেট নারী প্রার্থীকে ধরাশায়ী করলেন। ২০১৬ সালে তার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয় ডেমোক্রেট নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। আর এবার পরাজিত হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডেমোক্রেট কমালা হ্যারিস। চার বছর পরে আবার ট্রাম্পের হাতে উঠতে যাচ্ছে হোয়াইট হাউসের চাবি। এরই মধ্যে তিনি ফ্লোরিডার পাম বিচে দলীয় নেতাকর্মীদের কনভেনশন হলে পৌঁছে ভাষণ দিয়েছেন। এতে তিনি মার্কিনিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিজেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন। দলীয় সমর্থকদের ব্যাপক করতালির মধ্য দিয়ে তিনি মঞ্চে আরোহন করেন। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, রানিংমেট জেডি ভ্যান্স, মেয়ে ইভানকা ট্রাম্প, ছেলে ব্যারন ট্রাম্প প্রমুখ। প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্ষতি হয়েছে তা সারিয়ে তুলতে।

বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি মেলানিয়া ট্রাম্পকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। এ সময়ই তিনি মেলানিয়াকে ফার্স্টলেডি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে ধন্যবাদ জানান।

মেলানিয়া একটি বই লিখেছেন। সেটা দেশে অন্যতম বেস্টসেলার হয়েছে বলে তার প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, সে একটি মহান কাজ করেছে। জনগণকে সহায়তা করার জন্য সে কঠোর কাজ করে। নিজের সন্তানদের 'অ্যামেজিং চিলড্রেন' হিসেবে আখ্যায়িত করেন ট্রাম্প। তিনি এ সময় প্রতিশ্রুতি দেন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করার। তিনি আরও বলেন, তিনি এবং তার দল আরও একবার ইতিহাস রচনা করেছেন। এ জয়কে তিনি 'ম্যাগনিফিসেন্ট ভিক্টরি' বলে অভিহিত করেন। ট্রাম্প বলেন, এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী যুগের সূচনা হলো। তিনি বলেন, এই বিজয় মার্কিন জনগণের। এর ফলে আমরা আবার আমেরিকাকে গ্রেট করে গড়ে তুলতে পারবো। এ সময় সমর্থকদের স্লোগানে ফেটে পড়ছিল কনভেনশন সেন্টার। তার মাঝেই ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত ও শক্তিশালী ম্যান্ডেট দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় পাশে থাকার জন্য এক্সের মালিক ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ককে তিনি রিপাবলিকান দলের 'নতুন তারকা' আখ্যায়িত করেন। ট্রাম্প বলেন, প্রচারণাকালে দু'বার হত্যাচেষ্টা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তিনি রক্ষা পেয়েছেন একটি কারণে। ট্রাম্প বলেন, হোয়াইট হাউসে তিনি প্রতিটি কাজে উৎসাহ ও লড়াই নিয়ে আসবেন। বলেন, প্রেসিডেন্ট হওয়া হলো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সরকার চালাবেন তার ঘোষণা- 'প্রমিজেস মেইড, প্রোমিজেস কেপ্ট' নীতি অনুযায়ী।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে কবে শপথ নেবেন ট্রাম্প : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় নিশ্চিত হয়েছে। ইলেকটোরাল ভোটে বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হতে প্রয়োজন হয় ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট। ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প সেই ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করেছেন এবং তার চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছেন। বার্তা সংস্থা এপির তথ্য অনুযায়ী, রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প পেয়েছেন ২৭৯টি ইলেকটোরাল ভোট, আর ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৩টি। এর ফলে দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউজের দখল পাচ্ছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। তবে আনুষ্ঠানিক ফলাফল এখনও ঘোষণা হয়নি। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। তবে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগেই ট্রাম্প ও তার সমর্থকরা দেশজুড়ে বিজয় উদযাপন শুরু করেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট নিজেকে ইতিমধ্যেই 'বিজয়ী' হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এক ভাষণে ট্রাম্প বলেন, তিনি একটি 'অসাধারণ বিজয়' পেয়েছেন। তার দ্বিতীয় শাসনামল হবে 'আমেরিকার স্বর্ণযুগ'। রিপাবলিকান এই নেতা আরও বলেন, এটি আমেরিকার জনগণের জন্য একটি বিশাল বিজয়, যা আবারও আমেরিকাকে মহান করে তুলতে সাহায্য করবে। ট্রাম্পের জয় নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই তার শপথ গ্রহণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই জানতে চাইছেন, তিনি কবে শপথ নেবেন। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে আগামী ২০ জানুয়ারি তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

১৮৪৫ সাল থেকে এই রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সে সময় থেকেই নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জানুয়ারির ২০ তারিখে প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া, আইনি ব্যবস্থা, এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও শপথ গ্রহণের মাঝে কিছুটা সময়ের ব্যবধান রাখা হয়, যা নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডনাল্ড ট্রাম্পকে ড. ইউনূসের অভিনন্দন : দ্বিতীয় বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ডনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত। এদিকে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ডনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। আমরা আমাদের তরফ থেকে তাকে স্বাগত জানাই। ট্রাম্পের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উচ্চতায় যাবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউএস এর ইতোমধ্যে ভালো সম্পর্ক আছে। আগস্ট বিপ্লবের পর সেটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। কারণ ইউএস চায় সারা বিশ্বের দেশগুলো যেন গণতন্ত্রের চর্চা করে। ওরা দেখছে আগের ১৫ বছর যে স্বৈরশাসক ছিল সে জায়গায় বর্তমানে যে সরকারটা এসেছে তারা চাচ্ছে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যেতে। সে দিক থেকে ইউএস আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করছি ডনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও রয়েছে। আশা করছি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটা আরও গভীর হবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আ.লীগের অভিনন্দন

অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

বুধবার বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এ অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন।

অভিনন্দন বার্তায় বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিশ্ব শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন বলে আমরা আশা করি। তার নেতৃত্বেই বিশ্বে সকল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরে আসবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে যেভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তা ডোনাল্ড ট্রাম্প তার টুইটার বার্তায় বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটবার্তায় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা যাতে আর নির্যাতিত না হয় সে বিষয়ে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নিবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে অগ্নিসংযোগ, হামলা, গায়েবি মামলা, গ্রেফতার ও অগণিত হত্যা করে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অবৈধ দখলদার। শীঘ্রই বাংলার মাটিতে সকল অবৈধ দখলদারিত্ব শেষ হয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব নিয়ে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই অপেক্ষায় আছে জনগণ। সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন ঐক্য নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ইসিকে সরকারের ৯ সতর্কতা

পরিহার করা;

৩. আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র/ব্যানার/লিফলেট/পতাকা/অন্যান্য যেকোনো ছাপানো কাগজের বর্ণনা, লোগো বা স্লোগান ইত্যাদি বিষয়ে কোনো আপত্তিকর/ বিতর্ক সৃষ্টিকারী কোনো উপাদান রয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করা;

৪. অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা গ্রহণ;

৫. নিজস্ব অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র/ ব্যানার/ চিঠি/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ সাজ-সজ্জা/ সার্টিফিকেট/ট্রফি-মেডেল/স্যুভেনির ইত্যাদি ভালোভাবে পরীক্ষা করা; এ সব ডকুমেন্ট অথবা স্মারকে যাতে কোনো প্রকার আপত্তিকর বা বিতর্ক সৃষ্টিকারী কোনো উপাদান বা বক্তব্য না থাকে, তা নিশ্চিত করা;

৬. সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে যে সব দিবস বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, সে সব দিবস যাতে পালিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা;

৭. সরকার কর্তৃক বাতিল ঘোষিত দিবসসমূহের পূর্ববর্তী বছরগুলোর সকল স্মারক/ক্রেস্ট/ছবি/ স্যুভেনির ইত্যাদি সব অফিস থেকে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৮. আনুষ্ঠানিক প্রতিটি সভা/অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত বক্তব্য প্রস্তুতপূর্বক পাঠ করা; লিখিত বক্তব্যের বাইরে কোনো কথা/স্লোগান/জয়ধ্বনি/বাক্য বলা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা;

৯. যে কোনো প্রকারের গুজব থেকে নিজে এবং নিজ অধিক্ষেত্রের সব সহকর্মীকে দূরে রাখা।

চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, আশা করছি, উল্লিখিত বিষয়ে আপনার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য আপনার পক্ষ হতে একটি উপানুষ্ঠানিক পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা জারি করা হলে সহকর্মীগণ অধিক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনে যত্নবান হবেন। এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ কামনা করছি।

এই নির্দেশনা পাওয়ার পর ইসি সচিব যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সচিবকে নির্দেশনা দিয়েছেন।

কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ

পেরিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। এর ফলে তিনি যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে তিনি প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ কনজারভেটিভ নেতা নির্বাচিত হলেন বেইডনক। কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান হওয়ার দৌড়ে ১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেমি বেইডনক ও রবার্ট জেনরিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দলীয় সদস্যরা অনলাইনে ও সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তাঁদের ভবিষ্যৎ নেতাকে ভোট দেন। অবশেষে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কেমি বেইডনককে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কনজারভেটিভ পার্টির সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হওয়াকে 'বিশাল সম্মান' বলে বর্ণনা করেছেন কেমি বেইডনক। তিনি লেবার পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কেমি বেইডনককে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও লেবার পার্টির প্রধান কিয়ার স্টারমার। তিনি বলেছেন, কনজারভেটিভ পার্টির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা যুক্তরাজ্যের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। বেইডনকের উদ্দেশে স্টারমার বলেন, 'আমি ব্রিটিশ জনগণের স্বার্থে আপনার এবং আপনার দলের সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ।'

কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক নেতারা কেমি বেইডনককে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, 'আসুন, আমরা তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হই। যিনি আমাদের দলকে পুনর্গঠন করে দলীয় মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়াবেন এবং লেবার পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়ে যাবেন।'

আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নতুন নেতা বেইডনকের সাহস ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করে বলেছেন, কেমি বেইডনক প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের ব্যর্থতা প্রকাশ করে দিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে ফল করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি। পরদিন ৫ জুলাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

আপসানা অল পার্টি পার্লামেন্টারি

হয়েছেন পূর্ব লন্ডনের পপলার অ্যান্ড লাইমহাউজ আসনের এমপি আপসানা বেগম। তিনি একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক।

আপসানার কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই বিষয়ে আপসানা বেগম বলেছেন, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে পার্লামেন্টের উভয় হাউস এবং সকল পক্ষের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আপসানা।

তিনি বলেছেন, আমি জলবায়ু পরিবর্তনের বিধ্বংসী প্রভাবসহ জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সন্ধান এবং উভয় হাউসের সব পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কের বৃহত্তর বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করার জন্য কাজ করতে উন্মুখ। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি নাগরিকদের হয়েও কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপসানা।

এর আগে ২০১৯ সালে আফসানা লেবার পার্টির মনোনয়নে প্রথম পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টে তিনিই প্রথম হিজাব পরিহিত সংসদ সদস্য। ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সোচ্চার ভূমিকা পালন এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন তিনি।

আফসানা বেগমের জন্ম ও বেড়ে ওঠা টাওয়ার হ্যামলেটসেই। তার বাবা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলর মনির উদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশে তাদের আদি বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায়। রাজনীতি বিষয়ে কুইনমেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালে স্নাতক এবং ২০১২ সালে সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও কমিউনিটি লিডারশিপ বিষয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করেন তিনি।

খালেদা জিয়া লন্ডন যাচ্ছেন ৮ নভেম্বর

শেষ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার সঙ্গে যাবেন মেডিকেল বোর্ডের সাত চিকিৎসক, নার্স ও তিন সহকারীসহ ১৬ জন। এরইমধ্যে শেষ হয়েছে সবার ভিসা প্রক্রিয়া। শারীরিক অবস্থাসহ সবকিছু ঠিক থাকলে ৮ নভেম্বর 'লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে' লন্ডন যাবেন তিনি। তবে এয়ার এম্বুলেন্স না পাওয়া গেলে দুই-একদিন পিছিয়ে যেতে পারে যাত্রা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, খালেদা জিয়া লন্ডনে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। শারীরিক অবস্থাসহ সবকিছু ঠিক থাকলে ৮ নভেম্বর তার যাওয়ার কথা রয়েছে। তার সঙ্গে চিকিৎসকসহ ১৬ জন যাচ্ছেন।

বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে লন্ডনের কয়েকটি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এদিকে যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে তাতে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, খালেদা জিয়া 'লং ডিসট্যান্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে' লন্ডন যাবেন। ঢাকা থেকে প্রথমে খালেদা জিয়া যাবেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। সেখান থেকে পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র কিংবা জার্মানির কোনো মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হেলথ সেন্টারে নেওয়া হতে পারে লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য।

৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, আর্থ্রাইটিস, কিডনি, ডায়াবেটিস, চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তাঁকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

চালু হলো সংবিধান সংস্কার কমিশনের

সংস্কার বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা সংগঠন পরামর্শ, মতামত ও প্রস্তাব জানাতে পারবেন। আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরামর্শ, মতামত ও প্রস্তাব জানাবার সুযোগ থাকবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকেও মতামত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন পরিচিতি, নোটিশ বোর্ডে এই কমিশনের সাম্প্রতিক তথ্য, অংশীজনের প্রস্তাব, কমিশনের প্রতিবেদন, যোগাযোগের ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ লিংক পাওয়া যাবে।

আওয়ামী লীগের ২৪ এমপি-মন্ত্রীর বিদেশি নাগরিকত্ব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য ছিলেন এমন ২৪ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব (কারও কারও ক্ষেত্রে রেসিডেন্স কার্ড বা গ্রিন কার্ড) থাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে সাবেকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রভাবশালী ১৮০ জনের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে টাকা পাচারের বিষয়টি অনুসন্ধান করছে দুদক। সেই অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত ২৪ জনের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্স কার্ড থাকার ব্যাপারে তথ্য পেয়েছে দুদক। এদের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গোপনে সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের বেলজিয়ামের 'রেসিডেন্স কার্ড' রয়েছে । সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যুক্তরাজ্যের নাগরিক। সাবেক দুই প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও জুনাইদ আহমেদ পলকের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার বৈধ অনুমতি বা 'গ্রিন কার্ড' রয়েছে।

দুদকের তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, সাবেক পাঁচজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর নাগরিকত্ব রয়েছে যুক্তরাজ্যে। তারা হলেন আ হ ম মুস্তফা কামাল, মো. তাজুল ইসলাম, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও মো. মাহবুব আলী। তাদের মধ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর মাহবুব আলীকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বা গ্রিন কার্ড রয়েছে সাবেক চারজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ সাতজন সংসদ সদস্যের। দুদকের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত যাদের নাম এসেছে, তারা হলেন আব্দুস শহীদ, নসরুল হামিদ, জুনাইদ আহ্মেদ, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, আবদুস সোবহান মিয়া (গোলাপ), মাহফুজুর রহমান ও সালাউদ্দিন মাহমুদ জাহিদ। তাদের মধ্যে সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তারের পর এখন কারাগারে।

দুদকের অনুসন্ধানে কানাডার নাগরিকত্ব রয়েছে, এমন ছয়জনের নাম পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে একজন সাবেক মন্ত্রী, অন্যরা সাবেক সংসদ সদস্য। এর মধ্যে রয়েছেন আবদুর রহমান, মাহবুব উল আলম হানিফ, আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (নাসিম), শামীম ওসমান, শফিকুল ইসলাম (শিমুল) ও হাবিব হাসান।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব রয়েছে সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের এবং জাপানে থাকার অনুমতি (রেসিডেন্স কার্ড) রয়েছে সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিমের। সাবেক সংসদ সদস্য (টাঙ্গাইল-২ আসন) তানভীর হাসান ওরফে ছোট মনির জার্মানির নাগরিক এবং সাবেক সংসদ সদস্য (ময়মনসিংহ-১১) এম এ ওয়াহেদ পাপুয়া নিউগিনির নাগরিকত্ব নিয়েছেন।

সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, তারা বড় অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার করেছেনড় এমন তথ্য দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন বলেন, বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। যারা টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুদকের অনুসন্ধানে যে ২৪ জনের নাম এসেছে, তাদের মধ্যে পাঁচজন এখন কারাগারে। বাকিরা গত ৫ আগস্টের পর আর প্রকাশ্যে আসেননি। তাদের মুঠোফোন নম্বরও বন্ধ রয়েছে। আবার অনেকে দেশ ছেড়েছেন বলে প্রচার আছে। যে কারণে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে তাদের বক্তব্য নেওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হতে পারেন না।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন, বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে, এমন কোনো ব্যক্তির সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা মন্ত্রিত্ব লাভের সুযোগ নেই। তথ্য গোপন করে যদি এ কাজ হয়ে থাকে, তাহলে আইন ও সংবিধান পরিপন্থী কাজ হয়েছে।

বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে যারা দেশে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যের মর্যাদা-সুবিধা ভোগ করেছেন, তারা আসলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে মনে করেন দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান।

তিনি বলেন, মন্ত্রী-সংসদ সদস্য হিসেবে তাদের শপথ গ্রহণই ছিল অবৈধ। দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে মন্ত্রী-সংসদ সদস্য হওয়ার বিষয়টি এখন আর অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। এর কারণ দেশে যেভাবে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিচারহীনতার বিকাশ হয়েছে, তাতে এগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তথ্য গোপন ও প্রতারণা করা ওই সব প্রভাবশালীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা এখন জরুরি।

অন্তর্বর্তী সরকারের ৩ মাসে রিজার্ভ কতটুকু বাড়লো

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভের পতন নিয়ে নানা সমালোচনা তৈরি হয়। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রিজার্ভের পরিমাণ বাড়ছে। গত এক সপ্তাহে রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। আগের সপ্তাহেও রিজার্ভ তার পূর্ববর্তী তিন সপ্তাহের চেয়ে সাড়ে চার কোটি ডলার বাড়ার তথ্য দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রোববার (৩ নভেম্বর) পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার।

সরকার পতনের আগের মাস জুলাইয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ বিলিয়ন ডলার। এখন এই গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৫ দশমিক ৪৪ বিলিয়নে, আগের সপ্তাহে যা ছিল ২৫ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার।

এ ছাড়া (বিপিএম-৬) মানদণ্ড অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ওই অবস্থান ছুঁতে পারেনি। বর্তমানে বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ রয়েছে ১৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের চার দিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের হিসাব প্রকাশ করে। ওই হিসাব অনুযায়ী, ৩০ জুলাই ছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। নতুন সরকার গঠনের পর ২১ আগস্টও রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ছিল।

পরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) আমদানি বিল পরিশোধ শেষে

১২ সেপ্টেম্বর তা নেমে হয় ১৯ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলারে। তিন সপ্তাহ পর ২ অক্টোবর তা কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ দশমিক ৭৬ বিলিয়নে।

অবশ্য এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মাধ্যমে দুই মাসের (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) আমদানি বিল নিষ্পত্তি হচ্ছে চলতি সপ্তাহে। আকুভুক্ত ৯টি দেশের আমদানি বিল বাবদ মোট ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ হবে। এতে গ্রস রিজার্ভ কমে দাঁড়াবে ২৩ বিলিয়ন ডলারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ৩ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের রিজার্ভ ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার। সেখান থেকে গত দুই মাসের আকুর বিল ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বাদ যাবে। এতে মোট রিজার্ভ নেমে আসবে সাড়ে ২৩ বিলিয়ন ডলারে।

৩ নভেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নির্দেশিত (বিপিএম-৬) মানদণ্ড অনুযায়ী, বর্তমানে রিজার্ভ রয়েছে ১৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার।

এ রিজার্ভ থেকে প্রায় ৬ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বাদ দিলে ব্যয়যোগ্য রিজার্ভ থাকবে ১৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারড়্যা আইএমএফের বেঁধে দেওয়া সীমা ১৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে কিছুটা কম।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড.আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পর রিজার্ভের পতন থামানোকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, নানামুখী প্রচেষ্টায় অর্থপাচার ঠেকানো গেছে। এ ছাড়া রপ্তানি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাড়ার কারণে আন্তব্যাংকে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। আর আমি চেষ্টা করছি রিজার্ভে হাত না দেওয়ার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগের মতো ঢালাওভাবে ডলার বিক্রি করছে না। বেশ কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে রিজার্ভে হাত না দিয়েই। এ কারণে রিজার্ভ ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। সচিবালয়ে গত বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ পর্যালোচনা সভায় তিনি বলেন, দেশীয় শিল্পের বিকাশে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীদের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের মতো সদ্য বিদায়ী অক্টোবর মাসেও প্রবাসী আয়ের গতি ছিল উর্ধ্বমুখী। অক্টোবরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৪০ কোটি ডলার। এর আগের মাস সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটির বেশি ডলার পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। তখন হিসাব করা হতো গ্রস হিসেবে। তবে মহামারি কোভিডের শেষে বিশ্ববাজারে জ্বালানি আর খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, এরপর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে বেড়ে যায় আমদানি খরচ। এর বাইরে আমদানির আড়ালে অর্থপাচার বেড়ে যাওয়ায় কমতে থাকে রিজার্ভ।

গত দুই অর্থবছর বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সরকারি ঋণপত্র বা এলসি খোলার জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেছে। এতেও কমেছে বৈদেশিক মুদ্রা।

সাংগঠনিক ভীত মজবুত করছে বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যৌক্তিক সময়ে নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএনপি। নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক গতিশীলতা আনতে বিভিন্ন ইউনিটে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি পুনর্গঠনে ব্যস্ত সময় পার করছে দলটি। নীতি নির্ধারকরা বলছেন, ভোটের আগেই কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোতেও চলছে সাংগঠনিক পুনর্গঠন।

গত ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর এখন অনেকটা স্বাধীনভাবেই রাজনীতিতে সরব বিএনপি। দলটির প্রায় সব নেতাকর্মী জেল থেকে ছাড়াও পেয়েছেন । দলটির নীতি নির্ধারকরা বলছেন, তাদের চোখ এখন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকেই।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, এখন যদি বলা হয় যে আপনারা কখন নির্বাচন চান? এই নির্বাচনের জন্যই তো আমরা লড়াই করছি। তাই বিতর্ক না বাড়িয়ে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়া, যেই নির্বাচনে জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দেবেন। যেসব রাজনৈতিক দল জনগণের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য নেই, তারা নানা ধরনের কথা বলতে পারেন। যেমন- এখনো সময় হয়নি, আরও সময় লাগবে, আরও পরিবর্তন দরকার- এ ধরনের কথা

তারা বলতে পারেন।

ইতোমধ্যে ভেঙে দেওয়া মহানগর কমিটিগুলো আংশিক পুনর্গঠন করেছে বিএনপি। চলছে জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন। জাতীয় নির্বাচনের আগেই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলও করার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চোধুরী বলেন, আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে আমাদের কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতৃত্ব উঠে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের বাহক। নির্বাচনে যাওয়া, নির্বাচন করা, জনগণের মতামতের আস্থার ভিত্তিতে রাজনীতি করাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি।

বসে নেই দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনও। কমিটি পুনর্গঠনসহ সারা দেশে চলছে কর্মীসভা।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, ইতোমধ্যেই ছাত্রদল ৩৮টি সাংগঠনিক টিম গঠন করেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা সাংগঠনিক স্ট্রাকচার শক্তিশালী করবো। কেন্দ্রের অধীনে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে এবং মহানগর ও জেলার যে ইউনিটগুলো রয়েছে, সেগুলোর কাজ আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি।

যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না বলেন, পার্টির সর্বোচ্চ মহলের বার্তা তৃণমূলের কাছে যেমন পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, তেমনি দলকে গোছানোর ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ করছি। মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলোকে সাংগঠনিক নতুন ভিত দেওয়ার জন্য পর্যবেক্ষণ করছি। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, দুঃসময়ের নেতাকর্মীরাই কিন্তু দলের সম্পদ।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান বলেন, গত ১৫/১৬ বছর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছি। যাদের রক্ত ঝরেছে, তাদের মূল্যায়ন করব না তো বসন্তের কোকিলদের মূল্যায়ন করব? সেটা কখনো হতে পারে না। আমরা অবশ্যই ত্যাগী এবং যারা রাজপথে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন করেছেন, তাদেরকে কমিটিতে ভালো জায়গায় রাখবো।

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে তৃণমূল- সব পর্যায়ের সংস্কার চলছে বলেও জানান বিএনপি নেতারা।

লেবাননে মসজিদ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী

পোস্ট ডেস্ক : লেবাননে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলি সীমান্তের কাছে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে আদ-দাহিরা গ্রামে এক মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। শনিবার (২ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্তা-আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। মসজিদ ও তার আশেপাশে বাড়িগুলোতে যখন বিস্ফোরণ হচ্ছিল তখন বিশাল ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

এদিকে গত শুক্রবার গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত ৮৪ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫০ জনের বেশি শিশু। ইসরায়েলের চালানো এই হামলাকে নৃশংস গণহত্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসরায়েলি বাহিনী হতাহত নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও জানিয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিসে বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ কর্মকর্তা ইজ আল-দিন কাশাব নিহত হয়েছে। তিনি গাজা উপত্যকায় বেঁচে থাকা হামাস পলিটব্যুরোর সর্বশেষ শীর্ষ কর্মকর্তা।

কে এই নাইম কাসেম?

পোস্ট ডেস্ক : ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ তাদের উপ মহাসচিব (ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল) নাইম কাসেমকে এই সামরিক সংস্থাটির নতুন প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গত মাসে (সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে) দক্ষিণ বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় সংগঠনটির অন্যান্য সিনিয়র সদস্যদের সঙ্গে হিজবুল্লাহর সাবেক প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ নিহত হন।

নাইম কাসেম হিজবুল্লাহর কয়েকজন সিনিয়র নেতাদের একজন যারা ইসরায়েলি হামলা থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর হাসান নাসরাল্লাহর মৃত্যুর তিন দিন পর নাইম কাসেম একটি ভিডিও বিবৃতিতে বলেন, তার সংগঠন শিগগিরই একজন নতুন নেতা নির্বাচন করবে। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন তারা।

হিজবুল্লাহর নিজস্ব নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী, উপ মহাসচিব (ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল) যেকোনো রাজনৈতিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে সংগঠনের মহাসচিবের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সংগঠনের মহাসচিবের মৃত্যুর ঘটনায়, হিজবুল্লাহর শুরা একটি সভা করে এবং সংগঠনের নতুন প্রধান নির্বাচন করে।

নতুন প্রধান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপ-মহাসচিব, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

নাইম কাসেম কে?

হিজবুল্লাহর নতুন প্রধানের পুরো নাম

নাইম বিন মুহাম্মদ নাইম কাসেম এবং তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বাস্তা আল-তাহতা এলাকায় ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চার ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা। নাইম কাসেমের বাবা দক্ষিণ লেবাননের ইকলিম আল-তুফাহ অঞ্চলের কাফার ফিলা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এজন্য তাকে কাফার ফিলার ছেলেও (পুত্র) বলা হতো। তিনি লেবাননের জিদ শিয়া উলামা থেকে তার ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং বিশিষ্ট শিয়া পণ্ডিতদের অধীনে ধর্মীয় অধ্যয়নের সর্বোচ্চ স্তরে পার করেন।

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ১৯৭৭ সালে লেবাননের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এরপর, তিনি প্রায় ছয় বছর একটি মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং লেবাননের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত টিচার্স কলেজ থেকে শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণও পান।

তিনি অনেক ইসলামিক বই পড়তেন, যার কারণে তিনি অল্প বয়সে জনসমক্ষে ধর্ম বিষয়ে কথা বলার এবং জ্ঞান বিতরণের দক্ষতা অর্জন করেন। বিবিসি অ্যারাবিক সার্ভিস জানতে পেরেছে, নাইম কাসেম ছোটবেলা থেকেই প্রতি সপ্তাহে শিশুদের মসজিদে পড়াতেন। তখন তার বয়স ছিল ১৮ বছরেরও কম।

৭০ দশকের গোড়ার দিকে যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন তার সহপাঠীদের সঙ্গে 'মুসলিম ছাত্রদের ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্কুলে ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় ধারণার প্রচার করা।

আমাল-এ সম্পৃক্ততা

ইমাম মুসা আল সদর ১৯৭৪ সালে রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন লেবানিজ রেজিস্ট্যান্স ব্রিগেড (আমাল) প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাইম কাসেম এতে যোগ দেন। নাইম কাসেম সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে সংগঠনের প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা এই লেবাননের অন্যান্য এলাকায় আমালের বিষয়ে প্রচারণা চালাতে থাকেন।

নাইম কাসেম আমালের উপ-সংস্কৃতি কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। তার দায়িত্ব ছিল সংগঠনের সংস্কৃতি ও ধারণা প্রচার করা। এটা এমন এক সময় ছিল যখন আমালের প্রধান, ইমাম মুসা আল-সদর, লিবিয়ায় নিখোঁজ হন এবং হুসেইন আল-হুসাইনি ১৯৭৮ সালে সংগঠনের নতুন প্রধান হন। সেই সময় নাইম কাসেম আমাল নেতৃত্ব পরিষদের একজন সচিব ছিলেন।

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আয়াতুল্লাহ খামেনি পরিচালিত ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পর, নাইম কাসেম 'আমাল' থেকে পদত্যাগ করেন। তখন তিনি বৈরুতের মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রাখেন এবং দক্ষিণ শহরতলির বেশ কয়েকটি মসজিদ এবং হুসাইনিয়ায় বক্তৃতা দিতেন। মূলত এসব কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আমাল আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন।

প্রায় দুই দশক ধরে, নাইম কাসেম লেবানন জুড়ে 'তাবলিগি' বা 'বক্তৃতা' কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন এবং বৈরুতের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে তিনি ধর্মীয় বক্তৃতা দিতেন। তিনি মূলত বৈরুতের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ধর্মীয় পাঠ এবং ধর্মীয় দিক নির্দেশনা দিতেন।

তিনি ১৯৭৭ সালে শিয়া ইসলামিক রিলিজিয়াস এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারে কাজ করতো। এজন্য তারা সকল স্তরের স্কুলগুলোয় নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের পাঠিয়ে ধর্মীয় পাঠ দিতো।

নাইম কাসেম বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলির আল মুস্তফা স্কুলের ছয়টি শাখার মহাপরিচালকের পদেও ছিলেন। এই স্কুলগুলোয় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সরকারি লেবানিজ পাঠ্যক্রম শেখানোর পাশাপাশি ইসলামিক পাঠ্যক্রম পড়ানো হতো।

ইরানে বিপ্লবের পর যেসব ইসলামি কমিটি গঠন করা হয়েছিল যারা কিনা আয়াতোল্লাহ খোমেনিকে সমর্থন দিয়েছিল সেসব কমিটিতেও হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান অতীতে বেশ সক্রিয় ছিলেন।

এই কমিটিগুলো শুধু মিছিলই করেনি বরং ইরানি বিপ্লবকে সমর্থন করে বক্তৃতাও দিয়েছে।

হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠা

১৯৮২ সালে, ইসলামী কমিটি, ইসলামিক দাওয়া অ্যাসোসিয়েশন লেবানিজ শাখা, বেকা এবং ইসলামিক মুভমেন্ট অব আমালের আলেমদের মধ্যে বৈঠকের পর, হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সমস্ত বৈঠকে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল নাইম কাসেম সেই সভাগুলোর প্রতিষ্ঠাতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন।

তিনি প্রায় তিন মেয়াদে হিজবুল্লাহর শুরা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে তাকে বৈরুতে শিক্ষাগত ও স্কাউটিং কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং শেষ পর্যন্ত শুরার চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯১ সালে, আব্বাস আল-মুসাভি হিজবুল্লাহর মহাসচিব ছিলেন এবং একই সময়ে, নাইম কাসেম সংগঠনটির উপ মহাসচিব পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সালে, আব্বাস আল-মুসাভি নিহত হন এবং হাসান নাসরাল্লাহ হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান হন।

কিন্তু নাইম কাসেমকে কখনোই ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের পদ থেকে সরানো হয়নি। নাইম কাসেম হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক শাখার এবং পার্লামেন্টারি অ্যাকশন কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগঠনটির পার্লামেন্টারি বিষয়গুলো তার সিদ্ধান্তে পরিচালিত হতো।

হিজবুল্লাহর এই পার্লামেন্টারি অ্যাকশন কাউন্সিল, বিরোধীদের প্রতি কারা আনুগত্য প্রকাশ করছে, অধস্তনরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতো।

নাইম কাসিম সবসময় হিজবুল্লাহ সেই নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিতেন, গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতেন, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিতেন। একইসাথে ধর্মীয় বক্তৃতায় অংশ নিয়ে থাকেন তিনি।

হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন এবং তার মধ্যে একটির শিরোনাম 'হিজবুল্লাহ'। বলা হয় ওই বইতে হিজবুল্লাহর উদ্দেশ্য, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে লেখা হয়।

গত ৩৫ বছর ধরে হাসান নাসরাল্লাহর সঙ্গে নাইম কাসেমের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। সংগঠনের শুরা কাউন্সিলের যৌথ কার্যনির্বাহী অবস্থান, স্থায়ী বৈঠক এবং পরামর্শের মাধ্যমে তারা একে অপরের যোগাযোগে থাকতেন।

হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যে লড়াইয়ের সময় নাইম কাসেম সংগঠনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। হিজবুল্লাহকে বারবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলো একে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারি

পোস্ট ডেস্ক : ইরানকে কড়া বার্তায় সতর্ক করলো যুক্তরাষ্ট্র। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইরান যদি পাল্টা হামলা চালায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে আর আটকাতে পারবে না। অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ১ অক্টোবর ইসরায়েলে অন্তত ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এর জবাবে ইরানে গত ২৬ অক্টোবর অতর্কিত হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েল দাবি করেছে, ইরানের তাদের অভিযান সফল হয়েছে এবং তাদের যুদ্ধবিমানগুলো নিরাপদে দেশে ফিরেছে।

ইসরায়েলের এই হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরানকে আহ্বান জানায় যে তারা যেন আর পাল্টা হামলা না চালায়। তবে সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনি ইসরায়েলে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

গত সোমবার খামেনির বৈঠকের পরেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ইরানের তিনজন কর্মকর্তা। আলোচনায় খামেনি জোর দিয়ে বলেছেন, ইসরায়েলি হামলার কোনো জবাব না দেওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া।

সূত্রের বরাতে গত বুধবার অ্যাক্সিওস এবং সিএনএন জানিয়েছে, ইরান প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধের যে পরিকল্পনা করেছে তাতে ইসরায়েলে হামলা মার্কিন নির্বাচনের আগেই হতে পারে। এরপরেই গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন বার্তা এলো বলে জানিয়েছে অ্যাক্সিওস। মার্কিন এক কর্মকর্তা বলেছেন, আমরা ইরানিদের বলেছি এবার আর আমরা ইসরায়েলকে আটকে পারব না এবং আমরা নিশ্চিত হতে পারব না তারা কোথায় হামলা চালাবে।

মার্কিন এই কর্মকর্তা বলেছেন, তারা ইরানিদের সরাসরি এই বার্তা দিয়েছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, ওয়াশিংটন থেকে তেহরানে সুইসের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠানো হয়েছে। তবে এনিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি হোয়াইট হাউজ।

এদিকে ইসরায়েলি গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ইরান ইরাকি ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, এই হামলা ইরাকি ভূখণ্ড থেকে যৌথভাবে চালাতে পারে ইরান। ইরানের রেভ্যুলেশনারি গার্ড কর্পস এবং শিয়া জঙ্গিরা ড্রোন ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তাও নিশ্চিত করেছেন, আগামীর দিনগুলোতে এমন ঘটনা হতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারে আস্থা কমছে

দিতে হবে, তারা মুক্তিযুদ্ধে যাননি।

এ সময় মির্জা আব্বাস বলেন, যারা ২০২৪ সালকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলছেন, তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করছেন। কেউ কেউ বলছেন ২০২৪ দ্বিতীয় স্বাধীনতা, এটা পেলেন কোথায়, কে আবিষ্কার করলো? আপনারা কি দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার ঘোষণাকে অস্বীকার করছেন? সংবিধান নিয়ে কিছু করতে হলে যারা স্টেকহোল্ডার তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

আমাদের কিছু স্নেহস্পদ ছেলে দেশ পরিচালনায় আছে উল্লেখ করে বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, মনে করিয়ে দিতে চাই- বাবার আগে ছেলে হাঁটলে দেশের অবস্থা ভালো হবে না। মানুষ বিনা ভোটের সরকারকে কখনো মানেনি, মনে রাখবেন এখনো মানবে না।

সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বিভক্তি রেখে জাতির কোনো উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। দেশের পরিস্থিতি একটু ঘোলাটে। এই পরিস্থিতি আরো ঘোলাটের মধ্যে যাবে। তবে আমরা বিশ্বাস করতে চাই, আপনারা জাতির জন্য ভালো কিছু করবেন।

অপরদিকে একজন ব্যক্তির ইচ্ছায় সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে নন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন।

ড. কামাল হোসেন বলেন, 'কোনো ব্যক্তি কলমের খোঁচা দিয়ে এটাকে (সংবিধান) বদলাবে না। একজন ব্যক্তি যদি মনে করেন, প্রেসিডেন্টও যদি মনে করেন এটা ভুল হচ্ছে, এটা ওনার উচিত হবে না যে কলমের খোঁচায় এটাকে চেঞ্জ করে দেবেন। জনগণের মতামত ওনাকে রাখতে হবে, নিতে হবে।'

সংবিধানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেটা সঠিক ব্যাখ্যা না অপব্যাখ্যা এসব ব্যাপারে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে বলে মনে করেন ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, সংবিধান একটা দলিল, যার ব্যাখ্যা মানুষ করে। আদালতও ব্যাখ্যা করে এবং ভুল করতে পারে। সাংবিধানিক শাসন দেশে রক্ষা করতে হলে মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর থেকে গত তিন মাস ধরে আওয়ামী লীগের কোন কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না। দলটির প্রধান শেখ হাসিনা, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ বেশিরভাগ নেতাই বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছেন বা লুকিয়ে রয়েছেন। এর মধ্যেই ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনাসহ দলটির অনেক নেতার বিরুদ্ধে এর মধ্যেই শতাধিক মামলা হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী-এমপিসহ অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মানবতা বিরোধী অপরাধে দলের প্রধান শেখ হাসিনার বিচারের প্রক্রিয়া চলছে।

গত মাসে শেষের দিকে আওয়ামী লীগকে 'একটি ফ্যাসিস্ট দল' বর্ণনা করে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'যদি আওয়ামী লীগ ফিরে আসে, তাহলে গণ অভ্যুত্থান ও শহীদদের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। আমাদের জীবন থাকতে তা হতে দেওয়া হবে না।'

ফলে কার্যত এখন বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগ ও দলটির সভানেত্রী শেখ হাসিনা বাইরে চলে গেছেন।

এখন বিএনপির মধ্যেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে, তাদেরকেও রাজনীতির মাঠ থেকে বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে শুরু না করে রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের চেষ্টা, সরকার ঘনিষ্ঠদের কিংস পার্টি গঠনের তৎপরতা, সংবিধান সংস্কার নিয়ে অতিমাত্রায় আগ্রহ এবং তারেক রহমানের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে থাকা আইনি বাধা অপসারণে ধীরগতিসহ কিছু বিষয় নিয়ে দলটির নেতৃত্ব কিছুটা অসন্তুষ্ট।

এছাড়া বিএনপিকে ইঙ্গিত করে সরকারের কিছু উপদেষ্টা ও সরকার ঘনিষ্ঠ ছাত্রনেতাদের কয়েকজনের বক্তব্যও দলটির নেতাকর্মীদের ক্ষুব্ধ করেছে। তাদের কেউ কেউ মনে করছেন 'বিএনপিকে উপেক্ষা করার একটা' ইঙ্গিত ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে।

দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, তারা মনে করেন বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিএনপি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং সে কারণে যা কিছু করার সেটা বিএনপিকে আস্থায় নিয়েই করতে হবে- এটাই বিএনপি মহাসচিব বোঝাতে চেয়েছেন।

তিনি বলেন, 'কিন্তু কারও কারও মন্তব্য বা কোন কোন মহল এমন কিছুর আভাস দিচ্ছেন যে মনে হচ্ছে তারা বিএনপিকে উপেক্ষা করতে চাইছেন। মনে রাখতে হবে শেখ হাসিনা অনেক চেষ্টা করেও খালেদা জিয়াকে মাইনাস করতে পারেনি। সেখানে বড় দল হিসেবে এখনও বিএনপিকে উপেক্ষা করা যাবে না।'

কিন্তু খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখা বা তারেক রহমানকে দেশে ফেরতে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা তৈরি করা এমন কোনো বিষয় আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এমন দুরভিসন্ধি কেউ পোষণ করতে পারেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। বরং আমরা পরিষ্কার করে বলে দিতে পারি বাংলাদেশে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে বাইপাস করে কিছু হবে না।'

চ্যানেল আই 'আজকের সংবাদপত্র' অনুষ্ঠানে সম্প্রতি প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পেয়েছি, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার পতনের পর তারা আবার ফিরে এসেছে। এমনকি বিদেশে পলায়নের পরও ফিরে এসেছে, ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেটা। হাইতি বা দু-একটা দেশের কথা শুনেছি, তারা ফিরে এসেছে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এবং তার দলের একটা বড় অংশ যারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ছিলেন তারাও পালিয়ে গেছেন। দেশের ভেতরে যারা আছেন তাদের বড় অংশ জেলে বা লুকিয়ে আছেন। বর্তমান সরকার তাদের বিচার করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। বিচার হবে, বিচারের জন্য হয়তো আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। জুলাই-আগস্টে মানুষের যে ক্ষোভ দেখেছি, মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে; আমি মনে করি, আগামী দশ বছরের মধ্যে তাদের (শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ) ফিরে আসা, দল পুনর্গঠন ও দল পরিচালনা করা এবং নির্বাচন বা গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।'

ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনা নিজেই দেশের রাজনীতি থেকে মাইনাস হয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘনের দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ব্রিটেনের তিনজন প্রভাবশালী আইনজীবী। দেশেও প্রায় দুইশ' হত্যা মামলা হয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ভারতের সহয়তায় হাসিনা নানা ফন্দিফিকির করছেন। সেই খুনি হাসিনাকে দেশের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা কেন? আগে দেখা গেছে কিছু বুদ্ধিজীবী, সুশীল, সাংস্কৃতিকর্মী এবং ভারতের দু-একটি গণমাধ্যম দিল্লির এজেন্ডা বাস্তবায়নে মরিয়া ছিলেন। হাসিনা ভাতের আশ্রয় নেয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে ভারতীয় ফাঁদে পা দিয়েছে দেশের অনেকগুলো রাজনৈতিক দল। দিল্লির এজেন্ডা যে কোনো ভাবেই হোক বিএনপির ক্ষমতায় আসা ঠেকানো। রাজনৈতিক দলগুলো কেউ বুঝে কেউ না বুঝে দিল্লির সে এজেন্ডা বাস্তবায়নে শোরগোল করছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ভারতে যাওয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। নতুন সরকারের মেয়াদ তিন মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কুষ্টিয়া জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সারা দেশে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো (কিংস পার্টি) গোছানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আরো ১৫টি জেলায় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার কার্যক্রম চলছে। এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে 'জাতীয় নাগরিক কমিটি' নামের এক প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আহ্বায়ক, আখতার হোসেনকে সদস্য সচিব করে ৫৫ সদস্যের এই জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। যদিও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর বলেছেন, জাতীয় নাগরিক কমিটি যারা গঠন করেছেন তাদের বেশির ভাগই তার দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা।

জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। শপথ গ্রহণের পর পরই অন্তর্বর্তী সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দিয়েছে এবং নতুন ভিসি নিয়োগ দিয়েছে। এর মধ্যেই প্রশাসনে রদবদলে জেলা প্রশাসক নিয়োগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে কোটি টাকা ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সংগ্রহ করে কয়েক কোটি টাকা ব্যাংকে রেখে দেয়ার তথ্য প্রকাশ পায়। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হৈচৈ হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বাঁকা পথে ফেলে দিতেই (ড. ফেরদৌস কোরেশীর পরিণতি) কি তাদের দিয়ে কিংস পার্টি গঠনের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? জনসমর্থনহীন কিছু রাজনৈতিক দল, ভারতের তাঁবেদার গণমাধ্যম, হাসিনার উচ্ছিষ্টভোগী সুশীল ছাত্রদের দিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল (কিংস পার্টি) গঠনের চেষ্টায় বাতাস দিচ্ছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের দু-একজন উপদেষ্টা এবং কিছু আমলার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের নতুন দল কিংস পার্টি গঠনের প্ররোচিত করার অভিযোগ রয়েছে। কেউ কেউ আওয়ামী লীগকে সংসদে আসার সুযোগ করে দিতে নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক হারে জনপ্রতিনিধির আইন করে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি তুলছেন। এই যে দাবি, প্রক্রিয়া, প্রচারণা, কিংস পার্টি গঠনের তোড়জোর সবকিছুই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপিকে টার্গেট করে। বিএনপি যাতে আগামীতে জনগণের ভোটের মাধ্যমে এককভাবে ক্ষমতায় আসতে না পারে সে লক্ষ্যেই চতুর্দিকে বিএনপি মাইনাস ষড়যন্ত্র চলছে।

নির্বাচন কমিশনে এখন পর্যন্ত ৪৪টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত। কিন্তু দেশে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুইশ' ছাড়িয়ে গেছে। নামসর্বস্ব, প্যাডসর্বস্ব অনেক দল রয়েছে। বেশির ভাগ দলের নিজস্ব কোনো অফিস নেই। নেতারা পকেটে প্যাড নিয়ে ঘোরেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে বিবৃতি দেন। এমনকি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত বেশির ভাগ দলের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন তারা ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার পদে নির্বাচন করলেও জামানত রক্ষা করতে পারবেন না। সেই সব দলের নেতারা দিল্লির 'হাসিনা পুনর্বাসন' এজেন্ডা বাস্তবায়নে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

দিল্লির এজেন্ডা বাস্তবায়নে হাসিনা ১৫ বছর বিএনপি'র ওপর দিয়ে সুনামি চালিয়েছে। সে দলটিও দিল্লির এজেন্ডা বাস্তবায়নের চক্রে পড়েছে। দিল্লির চক্রান্ত সংস্কারের নামে অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘমেয়াদি হলে আওয়ামী লীগ গুছিয়ে ওঠার সময় পাবে। সে কারণে দলটির আমির বিএনপির বিপরীতে গিয়ে 'যত সময় লাগে সংস্কার করুক' চেতনা ধারণ করে 'একটি দল নির্বাচনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে' মন্তব্য করেছেন। ভারতের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচনের এজেন্ডার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। শুধু কি তাই, দলটি হিন্দুত্ববাদী ভারতের আরএসএসে ভাবিষ্যৎ নরেন্দ্র মোদিকে খুশি করতে রংপুরে জামায়াতের 'হিন্দু শাখা কমিটি' গঠন করেছে। 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' স্লোগান দেয়া জামায়াতে ইসলামী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দিয়ে আল্লাহর আইন কিভাবে কায়েম করবেন তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন 'হিন্দু শাখা কমিটি' গঠনের মধ্যদিয়ে জামায়াত ভারতকে কি বার্তা দিচ্ছে?

প্রধান উপদেষ্টা সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা দ্রুত নির্বাচনের দাবি নিয়ে বিষোদগার করছে। বিভিন্ন সেক্টর সংস্কারের নামে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার পণ করছেন। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের দাবি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কিংস পার্টি গঠনের চেষ্টা সবকিছুই হচ্ছে বিএনপিকে টার্গেট করে। ত্রায়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যই এসব ষড়যন্ত্র। মতিউর রহমানের মতো প্রবীণ সাংবাদিক বলেছেন, 'আগামী ১০ বছরে আওয়ামী লীগের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই'। হাসিনা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সবকিছু ধ্বংস করেছে। দেশের উন্নয়নে আগামীতে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। গণহত্যাকারী দল আত্মঘাতী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে। এখন বিএনপি হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের সবচেয়ে বেশি জনসমর্থিত দল। কোটি কোটি তরুণ দলটির নেতা-কর্মী-সমর্থক। তাদের নেতা হচ্ছেন তারেক রহমান। সেই বিএনপিকে বাদ দিয়ে দেশে কি স্থিতিশীল নেতৃত্ব সম্ভব?

মাইনাস-টু বিষয়ে কী বলেছেন বিএনপি মহাসচিব : সোমবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ২০০৭ সালে ১/১১-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় বিরাজনীতিকরণে এবং মাইনাস-টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল।

তিনি বলেন, সেই পথ অনুসরণ করার কথা চিন্তাও করা উচিত নয়। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিএনপিকে কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কারণ বাংলাদেশের জনগণ কখনোই তা মেনে নেবে না। আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নানাভাবে ভাঙার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও পারবে না।

মির্জা ফখরুল বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন উপদেষ্টা অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত মন্তব্য করে বলেছেন, রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যেতে অস্থির। 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তার মতো কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মন্তব্য করবেন তা আমরা আশা করি না'।

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করিনি, এ মাপের মানুষ এ ধরনের কথা বলবেন। আমরা রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উসখুস করি না। আমরা বাংলাদেশকে হাসিনামুক্ত করার জন্য কাজ করেছি। জীবন দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি, এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দ্রুত নির্বাচন দাবি করছি।'

দেশে অতি দ্রুত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'দ্রুত নির্বাচনে যত দেরি করবেন, তত হাসিনারা আবার ফিরে আসবেন। তাই এখনো বলছি, আবারও বলছি, অতি দ্রুত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করুন। জঞ্জাল যা আছে, তা সাফ করে ফেলুন।'

সোমবার সরকারের একজন উপদেষ্টা সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমাদের হাতে সময় খুবই কম। কম সময়ে কতটুকু কাজ করতে পারব জানি না। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যেতে উসখুস করছেন। আমিও আমার শিক্ষকতা পেশায় ফিরে যেতে চাই।'

সরকারের দিক থেকে যা বলা হচ্ছে : বিএনপির মহাসচিবের বক্তব্য গণমাধ্যমে আসার পর মঙ্গলবার সরকারের দুজন উপদেষ্টা বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিয়েছেন।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সাংবাদিকদের বলেছেন, নির্বাচনকে বিএনপি অগ্রাধিকার দেবে সেটাই স্বাভাবিক এবং সরকারেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য সেটি। তবে নির্বাচনের আগে কোথাও কতটুকু সংস্কার দরকার সেদিকেও সরকারকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

আরেকজন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মাইনাস-টু কোনভাবেই বর্তমান সরকারের কোনো এজেন্ডা না। এ ধরনের কথা বলা অহেতুক তর্ক, অহেতুক সমস্যা ও জনমনে আশঙ্কা সৃষ্টি করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো চিন্তায় এমন কিছু নেই।

মাইনাস টু প্রসঙ্গ এলো কেন : মাইনাস-টু বিষয়ে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আমরা আসলে বিরাজনীতিকরণের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করছি। আমরা সবসময় বলে আসছি সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের জন্য যাতে দ্রুত জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী গণতন্ত্রে উত্তরণে সম্ভব হয়।

তিনি বলেন, 'অনেকে নানা ধরনের কথা বলছেন বলে আমরা শুনছি। সংবিধান সংস্কারসহ আর কিছু বিষয়ে আমরা বলেছি যে এগুলো জনগণের নির্বাচিত সংসদ বা জনপ্রতিনিধিদের কাজ। সে কারণেই আমরা জরুরি সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের কথা বলছি।'

কিন্তু মাইনাস টু অর্থাৎ বিএনপি চেয়ারপার্সন বা শীর্ষ নেতৃত্বকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে নেওয়ার কোনো আশঙ্কা বিএনপি করছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'না, আমরা সেটি বলছি না। আমরা বিরাজনীতিকরণের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করার কথা বলছি। বিরাজনীতিকরণের চিন্তা জাতির জন্য ভালো ফল আগেও আনেনি, ভবিষ্যতেও আনবে না।'

বিজয়ী ভাষণে যা বললেন ট্রাম্প

যাচ্ছি।

ভাষণে বিশ্বের কোথায় কোথায় যুদ্ধ থামাতে সচেষ্টা হবেন, তা স্পষ্ট করে না বললেও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হয়তো তিনি একথা বলেছেন। তবে আশঙ্কার কারণ রয়েছে ইউক্রেনের জন্য।

বিজয় ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমি যুদ্ধ শুরু করব না, আমি যুদ্ধ থামাব। এসময় তার প্রথম মেয়াদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের কোনো যুদ্ধ ছিল না, চার বছর আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াইনি। কেবল আইএসআইএসকে পরাজিত করেছি।

২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত শাসনামলে বিলিয়নেয়ার এই ব্যবসায়ী উত্তর কোরিয়ার কোনো নেতার সঙ্গে দেখা করা প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট (ক্ষমতায় থাকা) ছিলেন। সিঙ্গাপুরে ঐতিহাসিক এক সম্মেলনে কিম জং উনের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন তিনি।

এদিকে এবারের নির্বাচনের ফল আসার পর অনেকেই বলছেন, ইউক্রেনকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহয়তা বন্ধ করে দিতে পারেন ট্রাম্প।

এ ছাড়া পুতিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেই মনে করা হয়। ফলে, ট্রাম্পের জয়ের মধ্য দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে এক বড় মোড় দেখা যেতে পারে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-হামাস সংঘাত ও ইসরায়েল-লেবানন সংঘাত বন্ধ হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। যদিও আজকের বক্তৃতায় কোনো যুদ্ধের কথাই সরাসরি উল্লেখ করেননি ট্রাম্প।

এর আগে, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, চাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন তিনি। যদিও নেতানিয়াহুর সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে ট্রাম্পের।

আসন ধরে রাখলেন দুই মুসলিম নারী

আফ্রো-আমেরিকান ইলহান ওমর।

কংগ্রেসের একমাত্র ফিলিস্তিন-আমেরিকান সদস্য রাশিদা তায়েব। তিনি মঙ্গলবারের ভোটে মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ১২তম কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট থেকে জয় পেয়েছেন। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো কংগ্রেস সদস্য হলেন রাশিদা।

সাবেক শরণার্থী ইলহান ওমর সোমালি-আমেরিকান। তিনি মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট-অধ্যুষিত পঞ্চম কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট থেকে তৃতীয়বারের মতো জয়ী হয়েছেন। মিনিয়াপোলিসসহ কয়েকটি শহরতলি নিয়ে এই কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট গঠিত।

মোদির আশঙ্কা

সহজভাবে উপস্থাপন করা হলে বলা যায়, এটি আমেরিকার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা কমায়। প্রথম মেয়াদে, ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি এবং ইরানের পরমাণু চুক্তি সহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো থেকে বেরিয়ে আসেন বা বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেন। দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে, এ ধরনের নীতি অব্যাহত থাকলে ভারতসহ ঐতিহ্যগত মার্কিন মিত্র সম্পর্ক ও চুক্তিগুলোতে আবারও প্রভাব পড়তে পারে।

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। গত মাসে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ভারত বিদেশি পণ্য আমদানিকে সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করে থাকে এবং তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা ভারতীয় পণ্যেও 'রেসিপ্রোকাল ট্যাক্স' (পারস্পরিক সমানুপাতিক কর) চালু করা হবে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমার পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, আমেরিকাকে অত্যন্ত ধনী করে তোলা এবং এর মূল কথা হচ্ছে সমান-সমান আচরণ। আমরা সাধারণত শুল্ক আদায় করি না। আমি সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। চীন আমাদের পণ্যে ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, ব্রাজিল বড় ধরনের শুল্ক আরোপকারী, আর সব থেকে বড় শুল্কারোপকারী হলো ভারত।'

তিনি বলেন, 'ভারত খুব বড় ধরনের শুল্ক আরোপকারী দেশ। আমাদের ভারতের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে দেশটির নেতা মোদির সঙ্গে, তিনি একজন মহান নেতা। সত্যিই তিনি একজন মহান ব্যক্তি। তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, চমৎকার কাজ করছেন। কিন্তু তারাও বেশ বড় শুল্ক আদায় করে।'

ট্রাম্পের সম্ভাব্য এই শুল্কনীতি ভারতের আইটি, ওষুধ এবং টেক্সটাইল খাতে প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এই খাতগুলো মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে, চীন থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ট্রাম্পের যে নীতি, তা ভারতের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে। মার্কিন কোম্পানিগুলো যেহেতু তাদের সরবরাহ চেইন চীন থেকে সরিয়ে আনতে চায়, এর ফলে ভারত নিজেকে একটি উৎপাদন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেতে পারে।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের কড়া অভিবাসন নীতিমালা, বিশেষ করে এইচ-১বি ভিসা নীতি ভারতীয় পেশাজীবীদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তাঁর প্রথম শাসনামলে বিদেশি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করেছিলেন। যা ভারতীয় আইটি পেশাজীবী এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন যদি আবার এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়, তবে তা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেসব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও প্রভাবিত করবে, যেগুলো ভারতীয় কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল।

এই বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছিলেন, 'ট্রাম্পের সঙ্গে (ভারতের) বাণিজ্য এবং অভিবাসন নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ কঠিন দেনদরবার করতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্কের কথা বলেছেন।'

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। জো বাইডেন প্রশাসনের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্যোগ এবং জেট ইঞ্জিন তৈরির জন্য জিই-হালের মতো প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলো ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের প্রধান দিকগুলোর মধ্যে ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো সম্পর্কে সাবধানী মনোভাব দেখিয়েছেন এবং পুনরায় ক্ষমতায় এলে তিনি সামরিক জোটগুলোর ক্ষেত্রে একই ধরনের অবস্থান নিতে পারেন। তবে, চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অব্যাহত থাকতে পারে।

প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংক থেকে টাকা না

ব্যাংকগুলোকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, 'আমরা সব আমানতকারীকে আহ্বান করছি, প্রয়োজনের বেশি টাকা ব্যাংক থেকে তুলবেন না। আমরা আস্থা ফেরাতে চাই। এ জন্য কাজ চলছে। যেসব ব্যাংকে সমস্যা হয়েছে, সেগুলোর পর্ষদে ইতোমধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোকে গত দেড় মাসে ৫ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকার তারল্যসহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক খাতের উন্নয়নে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, তারা কার্যকর কিছু করছে কি না, এমন প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্রকে বলেন, টাস্কফোর্স ব্যাংক খাত সংস্কারে কাজ করছে। আরেকটি টাস্কফোর্স বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর কাজ করছে। তৃতীয়টা পাচার করা টাকা ফেরত আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পাচার করা অর্থ দেশে ফেরাতে বিভিন্ন দেশের আইনজীবী ও পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলছে।

এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অনিয়মসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হুসনে আরা শিখা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, সেগুলো তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা ১১টি ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠন করেছি। এসব ব্যাংক নিয়ে কাজ চলছে। আমাদের মনোযোগ এখন ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর দিকে। এগুলো ঠিক হয়ে এলে অন্য ব্যাংকগুলোর দিকে নজর দেওয়া হবে। এই ১১টার পরে হয়তো আরও ৪টি ব্যাংক নিয়ে কাজ শুরু করা হবে।

বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীতে তত্ত্বাবধায়ক (রিসিভার) নিয়োগ প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে 'রিসিভার' নিয়োগ করবে না। আদালতের নির্দেশ থাকলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিভিন্ন ব্যাংকে বিতর্কিত শিল্পগোষ্ঠীগুলোর ঋণসংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে জানতে চাইলে হুসনে আরা বলেন, বিএফআইইউ ইতিমধ্যে অনেক হিসাব জব্দ করেছে। তারা এ বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে কোনো তথ্য দেয়নি।

অর্থ পাচার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র জানান, পাচার করা অর্থ ফরমাল (বৈধ) চ্যানেলে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত করবে। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার করা হলে সেটি তদন্ত করা কঠিন। বিএফআইইউ এ বিষয়ে কাজ করছে। অর্থ পাচারের বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি; কিন্তু এটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে, জোরজবরদস্তি করে হবে না। আমাদের প্রচুর প্রবাসী আয় আসছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আয় প্রেরণে শীর্ষে চলে এসেছে। এই দেশ থেকে শুধু যে রেমিট্যান্স এসেছে তা নয়, বিনিয়োগও আসছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হুসনে আরা শিখা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদের হার বাড়ানোর পর মূল্যস্ফীতি কমে এসেছিল। আগামী ছয় মাস এর ধারাবাহিকতা থাকলে মূল্যস্ফীতি আশা করছি ৬ শতাংশের কাছাকাছি নেমে আসবে। ইতিমধ্যে অনেক দেশে এটা কাজ করেছে। ফলে আমরাও একই ধরনের নীতিতে আছি। আশা করছি, আমাদের দেশেও এই নীতি কাজ করবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করবে

এ সময় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্ভাব্য সব উপায়ে সমর্থন করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। পাওলা পামপোলিনি প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, বার্তা খুব স্পষ্ট। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আপনার সঙ্গে আছে। আমরা আপনার সংস্কারকে সমর্থন করতে চাই।

তিনি জানান, সংস্কার কাজের জন্য তহবিলের কোনো অভাব হবে না। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয়া হবে। প্রধান উপদেষ্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ফাঁকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েনের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। সে সময় উরসুলা ভন ডের লিয়েন বাংলাদেশকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে প্রধান উপদেষ্টা জানান। পাম্পালোনি জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে অন্যান্য অনেক দেশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আপনার ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখন আমাদের এমন একজন আছে যার সঙ্গে বাংলাদেশে কাজ করা যেতে পারে। আপনার একা বোধ করার দরকার নেই। আমরা সত্যিই সমর্থন করতে আগ্রহী।

ইইউ কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে আরও বেশি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানান, যা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং বাণিজ্য বাড়াবে। রাষ্ট্রদূত মিলার প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সঙ্গে আরও ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা করছেন। প্রধান উপদেষ্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের শ্রম অধিকার সংস্কারে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন, যা আরও বিনিয়োগ আনার পথ প্রশস্ত করবে। বলেন, আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখি... কোনো লুকোচুরি থাকবে না। আমরা এই গেমটি আর খেলতে চাই না। ইইউ কর্মকর্তারা বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য প্রফেসর ইউনূসের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন।

পাম্পালোনি বলেন, এই প্রথমবারের মতো আমরা এমন কিছু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেখেছি যা আমরা সমর্থন করি। তাই, আমরা আপনার ওপর নির্ভর করছি। প্রধান উপদেষ্টা আঞ্চলিক বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়াতে নেপাল ও ভারতের সঙ্গে কাজ করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুরোধ করেন। তিনি জানান, নেপালের ব্যাপক জলবিদ্যুৎ রয়েছে, যা নষ্ট হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভারত অন্যান্যরাও এর থেকে উপকৃত হতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাংলাদেশের তরুণদের দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান এবং দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল দলে বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের সাম্প্রতিক অর্জন তুলে ধরেন তিনি। বলেন, তারা এসেছে এবং জয় করেছে, শুধু একবার নয়, দুবার। এ সময় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে অনুপ্রাণিত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একটি ইউরোপীয় ফুটবল দল পাঠানোর অনুরোধও করেন তিনি।

প্রেমের টানে বাংলাদেশে তুরস্কের যুবক

পোতাজিয়া ইউনিয়নের কাকিলামারী গ্রামের কামরুজ্জামান মানিকের মেয়ে। তিনি অর্নাস তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত রোববার বিকেলে উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের কাকিলামারী গ্রামে আসেন তুরস্কের যুবক মুস্তফা ফাইক। এরপর সোমবার রাতে মুসলিম রীতিতে মল্লিকাকে বিয়ে করেন তিনি।

দুই পরিবারের সম্মতিতে এ বিয়ে হয়েছে জানিয়ে মল্লিকা বলেন, আমাকে ভালবেসে মুস্তফা তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে এসেছেন। আমি বলেছিলাম বাংলাদেশে এলে তাকে বিয়ে করবো। ধুমধাম আয়োজনে সেই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সুখ-দুঃখে আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকবো। এ সময় মল্লিকা তার স্বামীর সঙ্গে তুরস্কে চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেন ভিসা প্রসেসিং হলেই চলে যাবো। নিজেকে প্রকৌশলী দাবি করে তুরস্কের নাগরিক মুস্তফা ফাইক বলেন, 'আমি মল্লিকাকে বিয়ে করতে পেরে খুশি। আমি আমার ভালবাসার মানুষের জন্য এদেশে এসেছি। আমরা সারাজীবন একসঙ্গে থাকব।'

স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, 'তুরস্ক থেকে ছেলেটা তার মামাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে চলে এসেছে। পরিবারের সম্মতিতে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েও করেছে। মেয়েটি শিক্ষিত, আগে থেকেই নিয়মিত কথা বলতো। আমি দোয়া করি তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক।'

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২ হজ প্যাকেজ

প্যাকেজ-১ এর সর্বনিম্ন খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা। আর যারা সাধারণ প্যাকেজ-২ নেবেন, তাদের দিতে হবে সর্বনিম্ন ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা।

এর আগে ২০২৪ সালে সরকারিভাবে হজে যেতে সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা খরচ হয়েছিল। সেই হিসাবে এবার সাধারণ প্যাকেজে খরচ কমছে ১ লাখ ৫৯৮ টাকা।

তারও আগে ২০২৪ সালে বিশেষ হজ প্যাকেজের খরচ ছিল ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা।

আগামী বছর সরকারিভাবে বিশেষ প্যাকেজ থাকছে না। তবে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে মক্কা ও মদিনার বাড়ি বা হোটেলে ২, ৩ ও ৪ সিটের রুম এবং শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে বলা জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

ওইদিন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সচিবালয়ে নির্বাহী কমিটির সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে 'হজ প্যাকেজ-২০২৫' ঘোষণা করেন।

ভয় আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়

ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারজুড়েও ছিল নাটকীয়তা। তাঁকে দুবার হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। সব বাধা দূর করে ৭৮ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসছেন তিনি।

নির্বাচনের দিন সকালে ফ্লোরিডার পাম বিচে সমর্থকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকান জনগণ তাদের দেশের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার দিন হিসাবে একে চিরকাল স্মরণ রাখবে।

সিনেটে দীর্ঘদিন সংখ্যালঘু হিসেবে থাকার পর এবার ওয়াশিংটনে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই ফিরছেন তিনি। এতে মন্ত্রিসভায় বিশ্বস্ত লোকদের সহজেই বসাতে পারার সুযোগ হবে তাঁর। প্রতিনিধি পরিষদে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি রিপাবলিকানরা। তবে সেখানেও নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর থেকে ব্যাপক প্রচার করেন কমলা হ্যারিস। তিনি জিতলে মার্কিন নির্বাচনে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতেন। তবে শেষ পর্যন্ত করোনা-পরবর্তী মূল্যস্ফীতি, ব্যাপক বাড়িভাড়া ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মতো বিষয়গুলো থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য নীতিনির্ধারণ কমলার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর নীতি পরিষ্কারভাবে সামনে আনতে পারেননি বলেও সমালোচনা রয়েছে।

ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে সিলেটের

উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের ঘিলাতৈল গ্রামের আব্দুল মন্নানের ছেলে জমির আহমদ (২৫)।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর জমির আহমদকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক আরও জানান নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছিঠা গুলির চিহ্ন রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসী জানান, দীর্ঘদিন হতে জৈন্তাপুর সীমান্তের ১২৮৪ থেকে ১২৯৪ পিলার পর্যন্ত এলাকা দিয়ে দিন-রাত ভারতীয় পণ্য-সামগ্রী আনতে বাংলাদেশি যুবকরা অনুপ্রবেশ করছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় খাসিয়াদের পান-সুপারি জুম নষ্ট করায় খাসিয়ারা অনুপ্রবেশকারীদের তাড়া করে।

সীমান্তে পণ্য আনতে গিয়ে জুমের ক্ষতিসাধনের কারণে খাসিয়ারা গুলি চালিয়েছে বলে ধারণা করছে এলাকাবাসী।

তারা আরও বলেন ইতিমধ্যে কয়েক দফা সীমান্তে খাসিয়ারা তাড়া করেছে। তবে প্রমাণস্বরূপ জৈন্তাপুর বাজারে ভারতীয় গরু মহিষের বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাসার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন, সংবাদ পেয়ে জৈন্তাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল প্রস্তুত করা হয়েছে। কি কারণে ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হবে।

ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে শেখ হাসিনা ইস্যু

বাংলাদেশের সঙ্গে তাহলে কি বিজেপির কোনো সমঝোতা রয়েছে?

গত রোববার ঝাড়খণ্ডে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তেহার প্রকাশ করার সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত মাসখানেকের মধ্যে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ থেকে ঝাড়খণ্ডে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি তুলে ধরেন।

এরই জবাবে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এক নির্বাচনি জনসভায় বলেন, এরা সব অদ্ভুত কথাবার্তা বলেন। আপনারা হিন্দু-মুসলমান, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কথা বলেন।... আমি জানতে চাই বাংলাদেশের সঙ্গে এদের কোনো গোপন সমঝোতা হয়েছে নাকি? বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিমান আপনারা এখানে কেন নামতে দিলেন? কী হিসাবে আপনারা তাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, তার জবাব আমায় দিন।

শুধু শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হননি সোরেন।তিনি ঝাড়খণ্ডে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।তিনি বলেন, এখানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেটা আপনারা বাংলাদেশে রপ্তানি করেন আর আপনারাই আবার বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কথা বলেন? বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কার? সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে! এখানে রাজ্য সরকার কী করবে?

বিজেপির তৈরি করা ইস্যু?

অমল সরকার বলছিলেন ঝাড়খণ্ডে যেভাবে এবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকে বড় ইস্যু করে তুলেছে বিজেপি, সেটা তাদের আদিবাসী ভোট নিজেদের দিকে টানার একটা কৌশল।

তিনি বলেন, হিন্দুরা যেমন সব পূজার আগে গণেশ পূজা করে ধর্মীয় আচার পালন শুরু করে, বিজেপির নির্বাচনি প্রচারের আগেও ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি তোলা হয়।

দূরে সরে যাওয়া আদিবাসী ভোটই এখন আবার কিছুটা ফিরিয়ে আনা যায় কি না-সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একটা তৈরি করা ইস্যু সামনে নিয়ে আসা, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, মামলা, হেনস্তার ঘটনায় টিআইবি'র উদ্বেগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, মামলা, হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ, হামলা ও হুমকি বৈষম্যবিরোধী চেতনার পরিপন্থি। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই উদ্বেগের কথা জানায় টিআইবি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কি ফাঁকা বুলি-এমন প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করার এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের জন্য ভয়ডরহীন পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

আল কোরআনে ইশারা ভাষা

আতাউর রহমান খসরু

পারস্পরিক যোগাযোগ ছাড়া পৃথিবীতে জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব। আর পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম মানুষের মুখের ভাষা, কিন্তু মানুষ সব সময় কথা বলতে সক্ষম হয় না। জন্মগত ত্রুটির কারণে বহু মানুষ কথা বলতে পারে না। আবার অনেকে দুর্ঘটনার কারণে ভাষা হারিয়ে ফেলে। পারস্পরিক যোগাযোগে এসব মানুষ ইশারা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে ইশারা ভাষার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, যা একই সঙ্গে ইশারা ভাষার স্বীকৃতি, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করে।

ইশারা ভাষার পরিচয়

সাধারণত অঙ্গভঙ্গি ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাকে ইশারা ভাষা বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় ইশারা ভাষা হলো, এমন বিষয়গুলোকে ভাষার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া যাকে প্রকৃতপক্ষে বয়ান তথা বর্ণনার জন্য প্রয়োগ করা হয় না।

তবে প্রয়োজনের তাগিদে তাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। যেমনচুপ থাকা, দেহভঙ্গির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ইত্যাদি।

(নুরুল আনওয়ার : ২/২০১; আল ইত্তিসালুল ইনসানি ওয়া দাউরুহু ফিততাফাউলিল ইজতিমায়ি, পৃষ্ঠা ৭৫)

আল কোরআনে ইশারা ভাষা

ড. মুহাম্মদ আমিন মুসা আহমদ (রহ.) বলেন, পবিত্র কোরআনের প্রায় চার হাজার ৪৮০টি আয়াতে মৌখিক ভাষা ছাড়া যোগাযোগের ধারণা পাওয়া যায়, যা পবিত্র কোরআনের মোট আয়াতের প্রায় ৭২ শতাংশ। পবিত্র কোরআনের ১১৪ সুরার মধ্যে ১১১ সুরা থেকে ভাষাহীন যোগাযোগ প্রমাণ করা সম্ভব, যা মোট সুরার ৯৭ শতাংশ।

আল ইত্তিসালু গাইরুল লাফজিয়্যি ফিল কোরআনিল কারিম, পৃষ্ঠা ২২)

ইশারা কথার বিকল্প

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে ইশারাকে কথা বা মৌখিক ভাষার বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনজাকারইয়াম (আ.) সন্তানের ব্যাপারে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করা হলে তিনি সন্তানের কাছেই তাঁর পরিচয় জানার ইঙ্গিত করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল, যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কিভাবে কথা বলব?’

(সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ২৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তোমার নিদর্শন এই যে তিন দিন তুমি ইশারা ছাড়া কথা বলতে পারবে না।’

(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৪১)

কোরআনে ইশারা ভাষার মাধ্যমগুলো যেমনড়

১. চোখ : চোখ মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবে।’

(সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৮৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।’শারা ভাষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত সব মাধ্যমেরই বর্ণনা এসেছে।

(সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৮৪)

২. মুখমণ্ডল : চেহারা বা মুখমণ্ডলকে বলা হয় অন্তরের আয়না। মানুষের মনের ভাব সহজেই চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে।’

(সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ২৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।’

(সুরা : নাহল, আয়াত : ৫৮)

৩. হাতের নড়াচড়া : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ হাতের নড়াচড়া (ক্রিয়াকর্ম) দ্বারা মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কোরো না, তা হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।’

(সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৯)

আয়াতে কৃপণতা ও বেহিসাবি খরচের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত ঘর্ষণ করতে লাগল (আক্ষেপ করছিল), যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল।’

(সুরা : কাহফ, আয়াত : ৪২)

৪. মাথার নড়াচড়া : মাথার নড়াচড়ার মাধ্যমেও মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদের দেখতে পাবে তারা দম্ভভরে ফিরে যায়।’

(সুরা : মুনাফিকুন, আয়াত : ৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম।’

(সুরা : সাজদা, আয়াত : ১২)

৫. দেহভঙ্গি : দেহের ভঙ্গিতে মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।’

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

শরিয়তে ইশারা ভাষার গ্রহণযোগ্যতা

সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে কথা বলতে অক্ষম এমন ব্যক্তির ইশারা গ্রহণযোগ্য। তবে সাক্ষ্য হিসেবে ইশারা গ্রহণযোগ্য নয়। ফকিহ আলেমরা বলেন, ‘বোবা (যে কথা বলতে সক্ষম নয়) ব্যক্তির ইশারা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য। ইশারা সেসব ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষার স্থলাভিষিক্ত হবে, যেখানে কথা বলা আবশ্যক এবং যাতে অঙ্গীকার জড়িত থাকে। সুতরাং সব চুক্তির ব্যাপারে ইশারা গ্রহণযোগ্য। যেমনড়বেচাকেনা, ভাড়া, বন্ধক, বিয়ে। সব দায়মুক্তির ব্যাপারে ইশারা গ্রহণযোগ্য। যেমনড়তালাক, দাস স্বাধীন করা এবং কোনো বিষয়ে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করা। এভাবে স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ইশারা গ্রহণযোগ্য। স্বীকারোক্তি ছাড়া হদ বা দণ্ডবিধির অন্য কোনো ব্যাপারে বেশির ভাগ ইমামের মতে ইশারা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনড়সাক্ষ্য দেওয়া। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, যদি ব্যক্তি ইশারার মাধ্যমে কথা বোঝাতে সক্ষম হয়, তবে ইশারার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইশারা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে বোবা ব্যক্তির লিখতে সক্ষম হওয়া ও না হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।’

(আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা : ১/২৭৮; ফাতহুল কাদির : ৭/৩৯৭)

আল্লাহ সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমিন।

ইসলামে সংঘবদ্ধ অপপ্রচারের শাস্তি কী?

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক

মিথ্যা বা ভুল কোনো কিছু প্রচার করাকে রটনা বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন ও ভুল প্রচার অগ্রহণযোগ্য। রটনা ও অপপ্রচারের ব্যাপারে ইসলামের ভাষ্য তুলে ধরা হলো।

চালিয়ে দেওয়া ভয়াবহ অপরাধ

পবিত্র কোরআনের সুরা নুরে ‘ইফক’-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০টি আয়াত নাজিল হয়, যা ছিল একটি মিথ্যা রটনা।

ইফক শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে উল্টে দেওয়া। এই ঘটনায় যেহেতু রটনাকারীচক্র আসল ব্যাপারটি উল্টে দিয়েছিল, তাই তা ইতিহাসে ইফক নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘটনার জন্য দায়ী চক্রটিকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ‘উসবা’, যার অর্থ ‘এমন একটি দল ও জামাত, যারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে শক্তি বৃদ্ধি ও পক্ষপাতিত্ব করে থাকে’। এমন সংঘবদ্ধ অপপ্রচারের শাস্তি ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, ‘তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপ কাজের প্রতিফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।

(সুরা : নুর, আয়াত : ১১)

রটনার পার্থিব শাস্তি

রটনা মিথ্যা প্রচার। তবে প্রচার পাওয়ার পর কেউ কেউ এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে প্রলুব্ধ হয়। তবে মনে রাখতে হবে, কখনো কখনো মহান আল্লাহ মিথ্যা রটনাকে শাস্তি হিসেবেও বাস্তবায়ন করেন। এ জন্য নবীজি (সা.) মিথ্যা (বানোয়াট) স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫০৯)

ওমর (রা.) হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, মিথ্যা রটনা বা বর্ণনা বাস্তবে ঘটার জন্য অনেক সময় দায়ী হয়। তিনি এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তা হলোড়যে বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছিলে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।’

(সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৪১; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে সিরিন (রহ.)-এর একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে যেন একটি কাচের পেয়ালা।

সেটি ভেঙে গেল, কিন্তু তার পানি রয়ে গেল।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কিন্তু এ রকম কোনো স্বপ্ন দেখনি।’ লোকটি রাগ হয়ে বলল, ‘সুবহানাল্লাহ! (আমি মিথ্যা বলিনি)।’ তখন ইবনে সিরিন (রহ.) বললেন, ‘যদি স্বপ্ন মিথ্যা হয়, তাহলে আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না। আর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তোমার স্ত্রী মারা যাবে আর পেটের বাচ্চা জীবিত থাকবে।’ এ কথা শুনে লোকটি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি সত্যিই কোনো স্বপ্ন দেখিনি।’ এর কিছুক্ষণ পর তার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তাতে তার স্ত্রী মারা গেছে।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা)

কোনো অপপ্রচার তুচ্ছ নয়

কখনো কখনো মানুষ সমাজে ছড়িয়ে পড়া বিষয়গুলোকে তুচ্ছ মনে করে এবং এর পরিণতি নিয়ে ভাবে না। ফলে সে অন্যকে তা বলতে দ্বিধা করে না। এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইফকের ঘটনার ব্যাপারে বলেন, ‘যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়িয়ে দিচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়। আর তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!’

(সুরা : নুর, আয়াত : ১৫-১৬)

মুমিন রটনা পরিহার করবে

মুমিন যদি কোনো ঘটনার অসারতা বুঝতে পারে, তবে তা পরিহার করবে। এমনকি এ বিষয়ে কৌতূহলও দেখাবে না। ইমাম মালিক (রহ.) বললেন, যা ঘটে তা জিজ্ঞাসা কোরো, যা ঘটেনি তা নিয়ে জিজ্ঞাসা বর্জন কোরো। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন। মিথ্যা বলা, মিথ্যার প্রচার করা, অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা থেকে দূরে রাখুন। আমিন।

কোরআন হাদিসে মা-বাবা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকার

আদিয়াত উল্লাহ

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য মা-বাবাকে সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম বানিয়েছেন। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তানকে লালন-পালন করেন। সারা জীবন সন্তানকে আগলে রাখেন। তাই ইসলামে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কোরআনে মা-বাবার হক

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, “আর (হে নবী) আপনার রব এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করবেন। যদি আপনার কাছে তাদের কেউ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয় তাহলে তাদের ‘উফ’ বলবেন না এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না এবং তাদের উত্তম কথা বলুন। আর তাদের জন্য রহমতের ডানা প্রসারিত করে দিন আর বলুন, ‘হে আমার প্রভু, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি রহম করুন যেমন তাঁরা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন।’”

(সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩-২৪)

হাদিসের আলোকে মা-বাবা

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার সর্বোত্তম সাহচর্যের বেশি অধিকারী কে? তিনি বলেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (বুখারি)

মা-বাবার প্রতি সন্তানের অধিকার

১. জন্মের পরপরই মৃদুস্বরে ডান কানে আজান ও বাঁ কানে ইকামত দেওয়া।

২. সুন্দর নাম রাখা।

৩. ছেলেসন্তানের জন্য দুটি এবং মেয়েসন্তানের জন্য একটি ছাগল আকিকা করা।

৪. শিশুকে পুরো দুই বছর বুকের দুধ পান করানো।

৫. সন্তানের লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করা।

৬. কন্যাসন্তানদের ব্যয়ভার বহনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

৭. ধর্ম ও নৈতিকতা শেখানো।

৮. সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা ও স্নেহ করা।

৯. সব সন্তানের প্রতি সমতা ও ন্যায় বজায় রাখা।

১০. বিয়ের উপযুক্ত হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সন্তানের প্রতি মা-বাবার হক

সন্তানের ওপর মা-বাবার ১৪টি হক আছে। এগুলোর মধ্যে জীবিত থাকাকালীন হক সাতটি এবং মৃত্যুর পর হক সাতটি। সেসব হক যথাক্রমেড়

জীবিত থাকাকালীন সাতটি হক

১. তাঁদের সম্মান রক্ষা করা।

২. তাঁদের ভালোবাসা।

৩. তাঁদের আনুগত্য করা।

৪. তাঁদের খেদমত করা।

৫. তাঁদের অভাব মোচন করা।

৬. তাঁদের আরাম-আয়েশের প্রতি যত্নবান থাকা।

৭. মাঝেমধ্যে তাঁদের দেখতে যাওয়া।

মৃত্যুর পর সাতটি হক

১. ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করা।

২. তাঁদের উদ্দেশে সৎকর্মের সওয়াব প্রেরণ করা।

৩. তাঁদের বন্ধুমহলের ও নিকটতমদের সম্মান করা।

৪. তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৫. তাঁদের ঋণ ও আমানত পরিশোধ করা।

৬. তাঁদের শরিয়তসম্মত সব অসিয়ত কার্যকর করা।

৭. মাঝেমধ্যে তাঁদের কবর জিয়ারত করা।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৮.১১.২৪ শুক্রবার	5:45	7:04	01:00	2:33	4:31	7:30
০৯.১১.২৪ শনিবার	5:47	7:06	12:45	2:31	4:29	7:30
১০.১১.২৪ রবিবার	5:48	7:08	12:45	2:30	4:28	7:30
১১.১১.২৪ সোমবার	5:49	7:09	12:45	2:29	4:26	7:30
১২.১১.২৪ মঙ্গলবার	5:51	7:11	12:45	2:27	4:25	7:30
১৩.১১.২৪ বুধবার	5:52	7:13	12:45	2:26	4:23	7:30
১৪.১১.২৪ বৃহস্পতিবার	5:54	7:15	12:45	2:25	4:22	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতেন রাফিনিয়া

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপ ক্লাব ফুটবলে নিজের পায়ের যাদুকরী ছন্দ প্রদর্শন করে ইতিমধ্যে শুনাম কুড়িয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া। তাকে ২০২২-২৩ মৌসুমে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা ৪৮ মিলিয়ন ইউরো এবং ১২ পরবর্তীতে ১২ মিলিয়ন ইউরো যোগ করে দলে ভেড়ায় তাকে। কাতালান শিবিরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ফুটবল ভক্তদের কাছে বেশ পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি।

এছাড়া চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার পাওয়া দুর্দান্ত সাফল্যের পেছনেও তার অবদান রয়েছে অনেক। তবে অজানা ছিলো তার ফুটবলে উঠে আসার গল্প। সম্প্রতি যা সামনে এনেছে ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম ইউওএল ইস্পোর্তে। যেখানে রাফিনিয়া শুনিয়েছেন তার খাদ্য অভাবে পথে পথে ভিক্ষা করার কথা।

ব্রাজিলের জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ অর্থনৈতিক ভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। তাদের মধ্যে রয়েছে রাফিনিয়ার পরিবার। আর্থিকভাবে তারা খুব বেশি সাবলম্বি ছিলো না। তাই মাঠে ফুটবল অনুশীলনের পর তাকে পথে পথে খাবারের জন্য ভিক্ষা করা লাগতো। এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোওয়ার্ড বলেন, 'ছোটো বেলায় আমি খুব বেশি ক্ষুধার্ত থাকতাম না, কারণ আমার বাবা-মা কষ্ট করে হলেও কখনও বাড়িতে খাবারের অভাব হয়নি। তবে ভালো খাবারের অভাব ছিলো যা উঠতি বয়সী তরুণদের জন্য প্রয়োজন। তাই প্রশিক্ষণের পর আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনকে বলতাম আমার জন্য কিছু খাবার বা নাস্তা কিনে দিতে। কিছু লোক আমাকে সাহায্য করবে, অন্যরা সরাসরি আমাকে বকাঝকা দিয়ে তাড়িয়ে দিতো। তখন আমার বয়স ছিল ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে।'

ব্রাজিলে ফুটবল খেলাকে নিজেদের আদালা এক ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাদের ঘরে ঘরে খাবার না থাকলেও রয়েছে ফুটবলার। দেশটির অলিতে-গলিতে খেলেই বিশ্বফুটবলে উঠে এসেছে বিভিন্ন কিংবদন্তী ফুটবলার। তবে ব্রাজিলিয়ানদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত মাঠ থেকে সুখকর বিদায় নিতে পারেনা। অনেকেতো তারকা খ্যাতি পাওয়ার আগেই মাদক কিংবা বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে হারিয়ে যায়। রাফিনিয়াও শুনিয়েছেন এমন ভাবে হারিয়ে যাওয়া তার কিছু বন্ধুর গল্প। যারা কিনা তার মতে তার থেকে ১০ গুনবেশি ভালো খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বে সাড়া ফেলতে পারতো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ব্রাজিলের একটি কঠিন বাস্তব কথা বলি। আমি যেই এলাকায় বেড়ে উঠেছি সেই এলাকা বসবাস করে ফুটবলের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখা কষ্টকর। আমি রেস্টিঙ্গা (পোর্তো আলেগ্রেতে পাশের একটা এলাকা) থেকে এসেছি। সেখানে সফলার পথ অনুসরণ করা এবং পথভ্রষ্ট না হওয়া অনেক কঠিন। কারণ সেখানে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসে, এবং অনেক আছে। আর সেখানেই মানুষ হারিয়ে যায়। তবে আমি কখনও আমার লক্ষ্য থেকে সরে যাইনি, কিন্তু আমি একজন সাক্ষী ছিলাম, আমি হারিয়ে যাওয়া লোকদের সাথে হেঁটেছি।' রাফিনিয়া আরও বলেন, 'শহরটির অপরাধ জগতে এবং মাদক ব্যবসায় অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি। এমন এমনও অনেক বন্ধু ছিলো, যারা আমার চেয়ে ১০ গুণ ভালো খেলতো এবং তারা যদি তাদের লক্ষ্যে টিকে থাকতো তাহলে এখন বিশ্বের সেরা কোনো ফুটবল ক্লাবে থাকতে পারতো।'

এসময় নিজেকে কিভাবে অপরাধ এবং মাদক জগৎ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি তা জানিয়ে বলেন, 'আমার বন্ধুদের অসৎ পথে তলিয়ে যাওয়া কাছাকাছি থেকে দেখার ফলেই আমি আমার লক্ষ্য ঠিক ঠাক ধরে রাখতে পেরেছি। আমি খুব ছোটবেলা থেকেই জানতাম আমি কী চাই, আমি চাইতাম একজন ফুটবলার হিসেবে গড়ে উঠতে। জন্মস্থান ছেড়ে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাহিরে পাড়ি জমানো আমার জন্য অনেক বড় আত্মত্যাগ। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও বড়। আমি বিচ্যুত হইনি। আজ যদি তারা (সমর্থকরা) ফুটবলে আমার 'জাদুকরী প্রদর্শন' নিয়ে কথা বলে, আমি বলি... এটাই আসল জাদু।'

নিজেদের ভীত আরও মজবুত করলো বার্সেলোনা

পোস্ট ডেস্ক : দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে বার্সেলোনা। এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় কাতালারা। এমন দুর্দান্ত জয়ের পর এবার প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলকে হারিয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। এস্পানিওলের বিপক্ষে ৩-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে বার্সা। এতে লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো ইয়ামাল-রাফিনিয়ারা।

রোববার (৩ নভেম্বর) অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে স্পেনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে দু'দল। খেলা শুরুর ১২ মিনিটের মাথায় গোলের দেখা পায় বার্সা। লামিনে ইয়ামালের ডিফেন্স চেড়া অসাধারণ এক পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দানি ওলমো।

এরপর ম্যাচের ২৩ মিনিটে ফের গোলের দেখা পায় কাতালানরা। মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল চিপ করে জালে জড়ান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া। ম্যাচের ৩১ মিনিটে ফের গোলের দেখা পান ওলমো। ডি বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ শটে বল জালে জড়ান তিনি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বার্সা।

এরই মাঝে দুইবার বল জালে জড়ায় এস্পানিওল। হ্যান্সি ফ্লিকের হাইলাইন ডিফেন্সে অফসাইডের ফাঁদে পড়ে তারা। ম্যাচের ৬৩ মিনিটে জাভি পুয়াদোর গোলে ব্যবধান কমায় এস্পানিওল।

শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সা। এই জয়ে ১২ ম্যাচে ১১ জয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো বার্সেলোনা। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ।

সাকিবের বোলিং অ্যাকশন প্রশ্নবিদ্ধ!

পোস্ট ডেস্ক : প্রায় ১৮ বছরের হতে যাচ্ছে সাকিব আল হাসানের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। এরমধ্যে দুটি সংস্করণ থেকে অবসরও নিয়ে ফেলেছেন এই অলরাউন্ডার। ক্যারিয়ারের এই লম্বা সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে খেলে বেড়ালেও বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি। শেষ বেলায় ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে গিয়ে ক্রটি ধরা হয়েছে তাঁর বোলিং অ্যাকশনে।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাকিবকে তাঁর বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষা করাতে বলেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইংল্যান্ডের কোনো ল্যাবে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেবেন এই অলরাউন্ডার।

ভারত সফরের আগে কাউন্টিতে সামরসেটের বিপক্ষে ৬০ ওভার বল করে নয়টি উইকেট নিয়েছিলেন সাকিব। সেই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার ছিলেন ডেভিড মিলনস এবং স্টিভ ও'শাগনেসি।

তাঁদের মধ্যে কে সাকিবের অ্যাকশনের রিপোর্ট করেছেন, তা জানা যায়নি।

দীর্ঘদিনের পেশাদার ক্রিকেটে এই প্রথম অবস্থার মুখোমুখি হতে হলো সাকিবকে। তবে তার বোলিং অ্যাকশন প্রশ্নবিদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে কোনো বাধা থাকছে না। বিষয়টি কেবল কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইংল্যান্ডের ঘরোয়া যে কোনো ধরণের ক্রিকেটে খেলতে হলে বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষায় উতরাতে হবে সাকিবকে।

মার্সেলোর চুক্তি বাতিল

পোস্ট ডেস্ক : কোচের সঙ্গে বিবাদে জড়ানোর পর কিংবদন্তি ডিফেন্ডার মার্সেলোর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে ব্রাজিলিয়ান সিরি আর ক্লাব ফ্লুমিনেন্স। শনিবার (২ নভেম্বর) পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফ্লুমিনেন্স। কী কারণে চুক্তি বাতিল হয়েছে, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি ক্লাবটি।

কোচের সঙ্গে মার্সেলোর বিবাদে জড়ানো একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবার রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে গ্রেমিওর বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে ঘটেছে ঘটনাটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে বদলি হিসেবে নামার জন্য সাইডলাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন মার্সেলো। এ সময় কাঁধে হাত রেখে মার্সেলোর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফ্লুমিনেন্স কোচ মানো মেনেজেস। মাঠে নামার আগমুহূর্তে মেনেজেসকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলতে দেখা যায় মার্সেলোকে। সে কথা শুনেই খেপে যান মেনেজেস।

এরপর মার্সেলোর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দেখা যায় ফ্লুমিনেন্স কোচকে। এক পর্যায়ে মার্সেলোকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন মেনেজেস এবং অন্য একজন খেলোয়াড়কে ইশারা করে ডাক দেন। এরপর মার্সেলো গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়েন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী সময় দুই পক্ষের চুক্তি বাতিলের খবর সামনে আসে। চুক্তি বাতিলের পর মার্সেলো এখন ফ্রি এজেন্ট।

মার্সেলোকে কেন বদলি হিসেবে নামাতে গিয়েও নামাননি, সে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মেনেজেস বলেছেন, 'আমি সে সময় মার্সেলোকে নামাতে যাচ্ছিলাম।

তবে আমি এমন কিছু শুনেছি, যা আমার পছন্দ হয়নি। ফলে আমি আমার মন বদলে ফেলি।'

চুক্তি বাতিল হলেও মার্সেলো ও ফ্লুমিনেন্সের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছে ক্লাবটি, 'ফ্লুমিনেন্স ও মার্সেলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আত্মিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। ফ্লুমিনেন্স মার্সেলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং সব সময়ের মতো সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাকে সমর্থন দেবে।'

সাবিনা ও ঋতুপর্ণাকে ইউরোপে আমন্ত্রণ

পোস্ট ডেস্ক : সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ফুটবল দলের দুই খেলোয়াড় ইউরোপে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। তিনি জানান, মেসিডোনিয়ার একটি ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। 'ওরা চার জন প্লেয়ারকে চেয়েছিল আপাতত দুই জনকে চায়। আমাকে এবং ঋতুকে নিতে চায়।'

মেসিডোনিয়ার একটি ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তারা নেপালে সাফের খেলা দেখেছে, আগের সাফের ভিডিও দেখেছে এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে যেসব আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ রয়েছে-সবই মেসিডোনিয়ার ক্লাব থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নেপালে সাফের খেলা দেখার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই

হাসান মামুন

যে সরকার এখন দেশ চালাচ্ছে, সেটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হলে তার দায়দায়িত্ব অনেক কম হতো। তার থাকত পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা আর লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, 'রুটিন ওয়ার্কের' পাশাপাশি মাস তিনেকের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সুসম্পন্ন করাটাই হতো তার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সরকারের সহায়তায় সক্রিয়ভাবে কাজ করত নির্বাচন কমিশন। এমন একাধিক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়নি, তা অবশ্য নয়। এর কিছু সাধারণ দিকও রয়েছে। তবে এবারকার অভিজ্ঞতাটি একেবারে ভিন্ন। ওয়ান-ইলেভেনে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম, এটাই বোধহয় শেষ! দেখা গেল, সেটার চেয়েও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এখন যেতে হচ্ছে। আর এর তো সবে শুরু!

কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, দেশে একটা গণ-অভ্যুত্থান ঘটে গেছে এবং এতে নেতৃত্বদানকারীদের সমর্থনে 'অন্তর্বর্তী সরকার' গঠিত হয়েছে। বলদর্পী হাসিনা সরকারের শুধু পতনই ঘটেনি; তারা কার্যত পালিয়েছে। এত বড় ঘটনা এ অঞ্চলে আর ঘটেনি। যারা এর নেতৃত্বে ছিলেন, তারাও দৃশ্যত এত বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের মতো দাবি ঘিরে সংঘটিত ঘটনাবলি শেষতক একটা সরকারের পতন ঘটিয়ে দিল, এটা বলতে গেলে সবাইকে আশ্চর্য করেছে। কোনো সরকার জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে ক্ষমতায় থেকে যেতে চাইলে এবং অপশাসন চালিয়ে গেলে এমন পরিণতিই তার জন্য অপেক্ষা করে। এ শিক্ষাটা দেরিতে হলেও সংশ্লিষ্ট সবার নেওয়া দরকার। তাদেরও নেওয়া দরকার, যারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা নতুন করে আসতে চান, তাদেরও নেওয়া উচিত। এর মধ্যবর্তী সময়ে যারা দেশ চালাচ্ছেন, তাদেরও কি এটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই? অন্তর্বর্তী সরকারকে যারা ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন। তারা তো একটি নজিরবিহীন গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন; যার মর্যাদা তাদের রাখতে হবে। গণতন্ত্রহীনতা ও অপশাসনের যে ধারায় দেশ এতদিন চলেছে, এর বিপরীতে যাওয়ার জন্য এখন কাজ করতে হবে তাদের। এক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলেও সেটা যেন এ লক্ষ্যের দিকে যাত্রায় বিপজ্জনক বিঘ্ন না ঘটায়। সেটা মানুষকে আবার হতাশায় নিমজ্জিত করবে। দেশের সবাই যে সাম্প্রতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে, তা অবশ্য নয়। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের পক্ষাবলম্বনকারী একটি জনগোষ্ঠীও দেশে রয়েছে। কোনো বিশেষ সুবিধা না পেয়েও অনেকে তাদের সমর্থক হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। আরও একটা অংশ রয়েছে, যারা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে দেশে ভালো কিছু ঘটবে বলে মনে করে না। গণ-অভ্যুত্থানের পর কিছু অতি উৎসাহী গোষ্ঠীর তৎপরতায়ও তারা হতাশ হয়েছে। তবে শেষতক 'ভালো কিছু' হলে তারা যে দুহাত তুলে সেটাকে স্বাগত জানাবেন না, তা নয়। এদের জয় করার দায়িত্বও রয়েছে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের। তাদের সমর্থনে আসা সরকারের কাঁধেও সে দায়িত্ব রয়েছে বৈকি।

সরকার কী করছে, তা কিন্তু নিবিড়ভাবে খেয়াল করছে মানুষ। হাসিনা সরকারের পতনে ভূমিকা রাখা দলগুলোর কার্যক্রমও তারা কম লক্ষ করছে না। যারা পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি, তাদের কথা বলছি না। যারা একে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তাদেরও অনেকে কিন্তু দ্রুত হতাশ হচ্ছে এখন। দ্রুত আশাবাদী ও দ্রুত হতাশ হওয়ার মতো লোক দেশে প্রচুর। অনেকে বলেন, তাদের সংখ্যাই বেশি! এটাও বলা হয়ে থাকে, এদেশের সিংহভাগ মানুষ অল্পে তুষ্ট এবং তারা ধৈর্য ধরতে জানে। তবে খারাপ পরিস্থিতির চাপে থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে প্রত্যাশা বেড়ে যেতে পারে। দ্রুত কিছু পরিবর্তন দেখার চাহিদাও তৈরি হতে পারে তাদের মধ্যে। আওয়ামী লীগ সরকারের নামে যে 'হাসিনাতন্ত্র' তাদের ওপর চেপে বসে ছিল, সেটা চলে যাওয়াটাও একটা পরিবর্তন। একে অনেকে স্বভাবতই বড় মুক্তি হিসাবে নিয়েছেন। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'র কথাটা এজন্যই উঠেছে। দ্বিতীয় স্বাধীনতা মানে তো প্রথম স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়। সে বিতর্ক পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, হাসিনা সরকারের পতন দেশে একটা অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কথাটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলছেন। আমরাও অনেকে নিজ উপলব্ধি থেকে এটা বলে চলেছি। এও বলছি, সুযোগটি হাতছাড়া করা যাবে না। আমাদের একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ এবং সেটাকে 'টেকসই' করতে হবে। এটা আমাদের জন্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। মাঝে আমরা কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছিলাম না? একটা ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অবশ্যই ছিলাম। সেটা ধ্বংস করেই হাসিনাতন্ত্রের উত্থান ঘটানো হয়েছিল। সন্ত্রাস, দুর্নীতিসহ অপশাসনকেও করা হয় এর অঙ্গ। হাসিনা সরকারের পতন যারা ঘটিয়েছে, তাদের কারও হাতে আবার একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হোক-সেটা কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই চাইতে পারে না। তারা এটাও জানে, দেশ একটা 'ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া'য় থাকলে তেমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার বাস্তবতাও থাকবে না। মেয়াদ শেষে জনগণের কাছে ভোটের জন্য হাত পাততে হলে একটা সরকার অন্তত বেহুঁশ হবে না, এ প্রত্যাশা করাই যায়। গ্রহণযোগ্য ভোটের পাকা ব্যবস্থা থাকলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও মানুষ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এটা হলো বিবর্তনমূলক পথে কিছু পাওয়ার আশা। তবে হাসিনা সরকার পতনের ভেতর দিয়ে মানুষ একটি 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তনেরও সুযোগ লাভ করেছে। পরিবর্তন সমর্থনকারীদের একাংশ 'নতুন করে সংবিধান রচনা'র পক্ষেও নিয়েছে অবস্থান! তারা মনে করেন, বিদ্যমান সংবিধানেই রয়েছে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ।

এর আগেও নব্বইয়ে একটি বড় পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্রের পথে যাত্রা ইত্যাদি বলে সেটাকে অভিহিত করা হয়েছিল। 'তিন জোটের রূপরেখা' আমাদের কম আশাবাদী করেছিল, বলা যাবে না। তবে তখন আন্দোলনের কোনো পক্ষই নতুন করে সংবিধান রচনার পক্ষে মত দেয়নি। এমন 'চরমপন্থি' মতের নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে। সে বিতর্ক পাশে সরিয়েও বলা যায়-সংবিধান বহাল থাকলেও এতে এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে সরকারের ক্ষমতা কমে 'জনগণের ক্ষমতা' বাড়ে। যাতে সর্বস্তরে অনুভূত হয়, দেশটার মালিক হলো জনগণ। সেজন্য প্রথমেই ফিরিয়ে দিতে হবে তার ভোটাধিকার, যা হরণ করা হয়েছিল স্থায়ীভাবে। আগামী জাতীয় নির্বাচন কবে হবে, সেটা জানার জন্য এক ধরনের অস্থিরতা রয়েছে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একটি পক্ষের। অন্যান্য পক্ষ আবার তাদের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্নমত। অন্তর্বর্তী সরকারও মনে করে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার না হয়ে শুধু নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে ব্যাপক মানুষ সুশাসনের ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। নির্বাচিত সরকার তার প্রতিদিনের কাজেও জবাবদিহি করুক, এটা মানুষ চায়। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশামাফিক কাজ শুরু করুক, এটাও কি প্রত্যাশা নয়? লোকে কি স্থানীয় সরকারকেও কার্যকর দেখতে চায় না? এটা তো বিশেষত প্রান্তিক জনসাধারণের 'হাতের কাছের সরকার'। জনগণ কি বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তাও চায় না? বিচার বিভাগ স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করুক, অন্তত প্রক্রিয়াটি শুরু হোক-এটা কি চায় না মানুষ?

এসব লক্ষ্য অর্জনে অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত দশটি কমিশন গঠন করে তাদের সুপারিশ দিতে বলেছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। সুপারিশগুলো নিয়ে আবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলবে সরকার। এ প্রক্রিয়ায় যেসব 'অভিন্ন মত' মিলবে, সেগুলো বাস্তবায়ন করবে সরকার। এ প্রশ্নে আন্দোলনে থাকা কোনো পক্ষই ভিন্নমত জানায়নি, এটা ভালো কথা। আশা করে থাকব, গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য জরুরি ক্ষেত্রগুলোয় সংস্কার করে যেতে পারবে সরকার। তারপর অগ্রসর হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে। তাতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ দল হিসাবে অংশ নিতে পারবে কি না, সে বিতর্ক অবশ্য রয়েছে। তাদের 'ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন' বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে এরই মধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশ্বাসী মানুষ চাইবে, দেশের সব দল-মতের মানুষ যেন গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী নির্বাচনে কোনো না কোনোভাবে অংশ নিয়ে নতুন যাত্রায় তার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে কীভাবে কী হবে, তা অবশ্য এখনো অস্পষ্ট। তবে আশা করা যায়, মৌলিক সংস্কারগুলো হয়ে গেলে দেশ একটা পুনর্গঠনের দিকে যাবে। তাতে আমাদের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'-এর মর্মবাণীর প্রতি অঙ্গীকার যেন থাকে অটুট। এ লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার পথ সুগম করতে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য লাগবে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সবার অব্যাহত সমর্থন। সরকারকেও লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে আনতে হবে বড় পরিবর্তন। এ সরকার তো সমালোচনাকে স্বাগত জানাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর বলেছে, ভুল হলে দ্রুত সংশোধন করবে। অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টার ব্যাপারে অবশ্য কঠোর থাকতে হবে সরকারকে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। রুটিন ওয়ার্ক-যেমন পণ্যবাজার স্থিতিশীল রাখা, যানজট কমানো বা অপরাধ দমনের মতো কাজও তাকে করে যেতে হবে আর দশটা সরকারের মতো। কম করে হলেও দেড় বছর তারা দায়িত্বে থাকছেন, এটা তো এখন গুরুত্বপূর্ণ অনেকের বক্তব্যেই স্পষ্ট।

'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'র কথাটা এজন্যই উঠেছে। দ্বিতীয় স্বাধীনতা মানে তো প্রথম স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়। সে বিতর্ক পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, হাসিনা সরকারের পতন দেশে একটা অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কথাটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলছেন। আমরাও অনেকে নিজ উপলব্ধি থেকে এটা বলে চলেছি। এও বলছি, সুযোগটি হাতছাড়া করা যাবে না।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Donald Trump wins US presidential election again

Post Desk : Donald Trump will return to the White House after claiming victory in one of the most bitterly contested presidential elections in the history of the United States.

Trump surpassed the necessary 270 electoral college votes on Wednesday morning to defeat Kamala Harris, his Democratic rival, and deny the country its first female president.

His path back to the Oval Office became clear after a win in the crucial swing state of Pennsylvania before Wisconsin sealed the deal. Three of the seven swing states — Michigan, Nevada and Arizona — have not yet been called but are leaning Republican. If Trump is confirmed the winner, he will have swept all seven battleground states.

Trump was also on track to win the national popular vote, the first time a Republican has done so since George W Bush in 2004.

Trump, 78, hailed his "incredible movement" after taking the stage in Florida near his home at Mar-a-Lago in Palm Beach surrounded by his friends, family and political allies.

"This will be the golden age of America," he said, calling his expected win a "magnificent victory for the American people". Neither he nor Harris have spoken publicly since the race was officially called in Trump's favour.

Harris watch parties began to empty out early in the night, and the vice-president declined to appear at her alma mater, Howard University in Washington DC, as had been expected.

Pennsylvania, for so long the state that many felt could determine the outcome of the election, backed Trump to push him within touching distance of the White House after he won the southern swing states of North Carolina and Georgia.

A bad night for the Democrats was confirmed when Republicans flipped several Senate seats to take back control of the upper chamber.Trump's return to be both the 45th and 47th president came despite two impeachments, four criminal prosecutions, including a felony conviction, and the assault on Congress by his supporters. Civil courts have found him liable for sexual assault and fraudulent business practices in separate lawsuits over the past four years and he still faces charges over his alleged attempts to overturn the result of the 2020 election. The future of those cases is now in doubt, especially as Trump had pledged to fire Jack Smith, the special counsel, "within two seconds" of becoming president.

Polls showed for months that the election was going to go down to the wire, but Trump's consistent lead in key policy areas such as the economy and immigration held up on polling day.

The electorate's anger over inflation and the porous southern border overrode Harris's warning that Trump was "a fascist", a theme she picked up in the last weeks of the campaign after he was accused by John Kelly, his former chief of staff, of admiring Adolf Hitler.

Supporters of Trump's America First agenda will await him fulfilling his promise to deport millions of illegal immigrants and to impose tough tariffs on imported foreign goods. His opponents, meanwhile, will fear that another four-year Trump term will bring greater division at home and isolation from events overseas. His promise to bring a swift end to the war in Ukraine has led to concerns that he is set to reward President Putin of Russia for his invasion of his neighbour.

A record $15.9 billion was spent on the election by the campaigns and other groups, according to Barron's.

Kemi Badenoch wins Tory leadership election

Post Desk : Kemi Badenoch is the new Conservative party leader after defeating Robert Jenrick in a members' vote, becoming the first Black leader of a major UK party and the fourth woman to lead the Tories.

Badenoch took just over 56% of the 95,000 votes, in a poll that had a 73% turnout of eligible members. This amounts to the narrowest win of the four since the party changed its rules to allow party members the final say in contested leadership elections.

Speaking after the announcement in central London, Badenoch, an MP since 2017, who was shadow housing secretary, said the Conservatives needed to face up to hard truths if they wanted to win back the support of voters

Our party is critical to the success of our country, but to be heard, we have to be honest," she said. "Honest about the fact that we made mistakes, honest about the fact that we let standards slip. The time has come to tell the truth."

She praised Jenrick despite a sometimes bruising campaign, saying: "You and I know that we don't actually disagree on very much, and I have no doubt that you have a key role to play in our party for many years to come."

Her words seemed to indicate Badenoch would be happy for her leadership rival to serve in her shadow cabinet, though she will be without James Cleverly, the shadow home secretary, who was eliminated in the final round of voting among Tory MPs, and Hunt, the shadow chancellor. Both have said they want to go to the backbenches.

Trump's 'America First' Rhetoric Might Have Swung the 2024 US Election

By Shofi Ahmed

In the lead-up to the 2024 United States presidential election, Donald Trump once again positioned himself as a critic of excessive American interventionism and support for foreign military operations. For instance, maintaining his 'America First' approach, Trump emphasised the need to protect US interests and minimise the country's overseas commitments, especially in the Israel-Hamas and Russia-Ukraine conflicts - a message that likely resonated with voters wary of the nation's prolonged involvement in such foreign wars.

By framing these protracted battles as a distraction from pressing domestic priorities, Trump's rhetoric painted a picture of an overextended America, one that was pouring resources into conflicts that offered little direct benefit to the average American citizen. This narrative likely appealed to those in the electorate who were concerned about the human and financial costs of US involvement in wars that seemed distant and removed from their everyday lives.

Trump's willingness to question the value of America's support for Israel and Ukraine, in contrast to more traditional interventionist stances, may have struck a chord with voters seeking a foreign policy more firmly rooted in protecting national interests rather than propping up allies and partners on distant battlefields.

Throughout his campaign, Trump repeatedly questioned the value of US support for Israel's actions against Hamas and Russia's war in Ukraine. He argued that these conflicts were draining American resources and distracting from pressing domestic priorities. This rhetoric, which portrayed the US as overextended in foreign entanglements, appears to have struck a chord with a segment of the electorate that prioritises a more restrained foreign policy.

Trump's criticism of what he perceives as unnecessary interventionism may have appealed to Americans who are concerned about the human and financial costs of US involvement in protracted wars in the Middle East and Eastern Europe. By framing these conflicts as a distraction from the needs of the American people, Trump's 'America First' message likely resonated with voters seeking a foreign policy more firmly grounded in domestic interests.

However, it is important to note that the 2024 election outcome was not solely a referendum on Trump's foreign policy positions. Other key issues, such as the state of the economy, social and cultural tensions, and the broader political climate, also played significant roles in shaping voter sentiment and the final results.

While Trump's stance on reducing US involvement in foreign conflicts may have been a contributing factor, a comprehensive analysis of the election would need to consider the complex interplay of various factors that influenced the electorate's decision-making process. Simplistic attributions of the outcome to a single issue would be an oversimplification of the nuanced dynamics at play.

Ultimately, the 2024 election results demonstrate the continued influence of Trump's 'America First' rhetoric and his ability to tap into a segment of the electorate that prioritises a more restrained foreign policy. However, the full picture is more intricate, requiring a deeper examination of the multiple forces that shaped the final outcome.

It is worth noting that Trump's positions and rhetoric have not always been consistent or predictable, and his approach to foreign policy could have shifted in the lead-up to or during the 2024 campaign. Consequently, it would be premature to assume that his stance on US involvement in conflicts led by Israel and Ukraine would be the defining factor in his performance, without a more thorough analysis of the actual campaign and voting data.

Furthermore, the long-term implications of any changes in US policy or involvement in these ongoing conflicts are difficult to assess at this stage. These geopolitical situations are highly complex, with multiple stakeholders and competing interests at play. The potential impacts of a shift in the US's role would require careful analysis and monitoring over time.

Last but not least, while Trump's 'America First' rhetoric on foreign policy may have resonated with certain voters, the reasons behind his potential performance in the 2024 election are likely more nuanced and multifaceted. A comprehensive assessment would require close monitoring of the campaign, analysis of polling data, and a deeper understanding of the evolving priorities and concerns of the electorate. Speculating on definitive reasons without access to the full context and details of the election would be unwise.

Safeguarding residents from dangerous acids

By Nazir Ali

Drain unblockers such as One Shot, contains 15% w/w sulphuric acid. It is illegal under the Offensive Weapons Act 2019 to sell corrosives containing sulphuric acid at concentrations of 15% or more (weight by weight) to anyone under the age of 18.

Key Points for Retailers:

• EPP Licence Requirement: Products with high concentrations of acids listed in Schedule 1 of the Offensive Weapons Act, like One Shot, cannot be sold to the general public without a valid Explosives, Precursor and Poisons (EPP) licence.

• Verification Process: Retailers must verify that buyers hold a valid EPP licence, issued by the Home Office.

Due Diligence Recommendations:

To help ensure compliance with the law, retailers should:

• Verify EPP Licence: Require all customers purchasing regulated products to present their EPP licence.

• Restrict Access: Store corrosive products behind the counter and out of customer reach.

• Adopt Challenge 25: Implement a policy of checking identification for anyone appearing under 25.

• Maintain a Refusals Register: Log instances of sale refusals for accountability.

• Use EPOS Till Prompts: Set up electronic till prompts to remind staff to check for necessary documentation.

• Install Deterrent Measures: Utilise CCTV and signage to discourage underage purchases.

For more information or to report a suspected violation, contact your local Trading Standards Service https://www.tradingstandards.uk/consumer-help/, the Citizens Advice Consumer Helpline

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-help/if-you-need-more-help-about-a-consumer-issue/, or London Trading Standards' Consumer Crime webpage https://www.londontradingstandards.org.uk/report-consumer-crime/.

Bangladesh's Political Crossroads: "Is the Minus Two Strategy in the Offing?"

Imran A. Chowdhury

Bangladesh finds itself at another critical juncture in its political history, as echoes of the controversial "minus two" policy, first introduced during the caretaker government period from 2007 to 2009, resurface under the newly formed interim government. With renewed attempts to diminish the influence of the two major political forces—the Awami League (AL) and the Bangladesh Nationalist Party (BNP)—a new wave of tension and speculation is sweeping the country.

The government's moves have sent shockwaves through the political establishment, raising concerns over whether a seismic shift in Bangladesh's political landscape is imminent. While proponents claim this overhaul could end decades of dynastic rule and partisan rivalry, others fear it could destabilise the country, leaving its people to navigate yet another uncertain political future.

The Origins of the "Minus Two" Doctrine

The "minus two" doctrine first emerged during the One-Eleven crisis, a period of military-backed interim rule from 2007 to 2009 aimed at breaking the cycle of political deadlock between the country's two largest parties. It was an ambitious and unsuccessful attempt to remove the heads of the Awami League and BNP, Sheikh Hasina and Khaleda Zia, from their dominant roles in Bangladeshi politics. The doctrine was widely criticised for undermining democratic principles and eroding the political rights of the electorate. It failed due to public backlash and a lack of sustainable political alternatives.

Today, the spectre of that doctrine reappears, with some observers arguing that a similar approach is being implemented under the guise of "youth-led reform" and efforts to dismantle deeply ingrained political loyalties. The objective, they say, is to create space for new voices, disband the entrenched powers, and recast Bangladesh's future away from AL-BNP rivalry. However, history has shown that such policies have unintended consequences, and the lingering fear is that the interim government's actions could have a destabilising effect.

Political Marginalization of the BNP and Awami League

The Awami League and BNP have dominated Bangladesh's political arena for decades, each with strong grassroots support and a deep connection to the electorate. Despite their differences, these two parties have come to represent two distinct visions for Bangladesh's identity, economy, and international relations. However, the interim government's latest moves appear designed to push both parties into political irrelevance, seeking to strip them of their electoral foundations and dismantle their influence.

The BNP, in particular, perceives this initiative as a direct threat to its existence. Party leaders argue that powerful interests orchestrate a "deep-rooted political divide" to sideline the party. They view the government's rhetoric as an attempt to sow division, weakening the BNP's hold over its traditional voter base. "This is not reform," said one senior BNP leader, speaking on the condition of anonymity. This is a plan to annihilate us and silence our voice in Bangladesh's future."

Likewise, within the Awami League, there is growing suspicion that the interim government's policies could signal the end of their own longstanding influence. The rhetoric of wholesale change, while appealing to younger generations, is stirring anxiety among the party's leadership and grassroots members. They, too, are questioning whether their political legacy is under threat.

Youth-Led Change or Political Manipulation?

The interim government's strategy has been heavily influenced by a network of youth coordinators, which marks a shift from the traditional elderly leadership of both AL and BNP. This youth-driven approach is necessary to modernise Bangladesh's governance structure, emphasising anti-corruption, transparency, and progressive values. Yet, it raises questions about whether these youthful coordinators have the experience, vision, or support to address the complexities of governing a country with such a storied and tumultuous political history.

Critics argue that while the youth coordinators bring fresh perspectives, their limited experience could be exploited by those with vested interests who aim to maintain control behind the scenes. The idea of "youth-led" politics, they claim, might simply be a mask for a politically engineered plan to sideline the Awami League and BNP. "The power struggle at play here goes beyond just age or experience," said a Dhaka-based political analyst. "It's about reshaping Bangladesh's political landscape in a way that eliminates those who have historically shaped it."

The youth movement's promise of a political "tsunami" sounds appealing to many, especially the younger generation that seeks change. But observers warn that unless managed carefully, the surge in support for wholesale reform could spiral into an ideological schism, dividing Bangladesh's people along generational lines. The prospect of two generations locked in political conflict and competing visions of Bangladesh's identity and future could fuel more instability than unity.

Fear Amongst the Ranks

Within the Awami League and BNP, rank-and-file members are grappling with fears of being stripped of their relevance. They worry that the interim government's policies will erode their electoral bases, making it nearly impossible for either party to regain power. "There is a sense of betrayal and loss," said one BNP grassroots organiser in Chittagong. "We have dedicated our lives to this party, to these ideals, and now we are being told that we are no longer needed. It's a hard pill to swallow."

In rural Bangladesh, where political loyalties are often as steadfast as familial ties, the attempt to dismantle the AL and BNP carries additional risks. Local leaders in these areas fear the erosion of community-based political organising and wonder whether a new "youth-led" approach can bridge the gap between generations.

Public Opinion: Is "Minus Two" a Path to Progress or a Step Backward?

The public reaction to the potential resurgence of the "minus two" policy is divided. On the one hand, some Bangladeshis believe that removing the Awami League and BNP from power would break a cycle of stagnation and open doors for new leadership. "Our country has been locked in a political seesaw between these two parties for decades," said a university student in Dhaka. "It's time for something new."

On the other hand, many fear that eliminating the two main political forces will disrupt Bangladesh's democratic process and prevent the electorate from having a meaningful choice. "These parties represent our history, our struggles, and our future," said a factory worker in Gazipur. "Without them, we lose something essential."

Whether the public will support or resist this change remains to be determined. Analysts suggest that the interim government's success—or failure—will depend on its ability to manage the complex emotions and loyalties tied to the country's political past. If the government fails to provide a credible alternative to the two-party system, the public could push back, potentially leading to protests, political unrest, or even violence.

The Road Ahead: A Balancing Act

As Bangladesh stands at this political crossroads, the stakes are higher than ever. The interim government has an opportunity to redefine Bangladesh's future, but it also risks alienating a significant portion of the population. Whether this attempt at change is a genuine effort to foster progress or merely a short-lived experiment that will further divide the nation remains.

The coming months will be critical. If the government's approach succeeds in laying the foundation for a new political order, it could become a blueprint for other nations facing similar issues. But if the policy backfires, it could destabilise Bangladesh, with its people again caught in the crossfire of political ambition and upheaval.

The revival of the "minus two" strategy raises a critical question for Bangladesh's future: Can the country truly move forward without the two parties that have defined its past, or is this new rhetoric merely the start of another round of political turmoil? As both supporters and opponents of the policy brace for what lies ahead, the people of Bangladesh are left wondering whether they are witnessing the dawn of a new era or the re-emergence of old battles in a new guise.

Can the country truly move forward without the two parties that have defined its past, or is this new rhetoric merely the start of another round of political turmoil? Is it true, or is it pure speculation? Let time decide.

Imran Chowdhury BEM is a respected strategic thinker, renowned for his insightful analysis of geopolitical issues, history, and diaspora affairs. As an author of numerous books and over a thousand newspaper articles, he brings a seasoned perspective to global politics, focusing on social cohesion and the dynamics of South Asian geopolitics. His writings explore the intersections of history, sovereignty, and the Bangladeshi diaspora's role within broader socio-political landscapes. Imran's deep understanding of cultural identity and global alliances has positioned him as a leading voice in promoting cultural preservation, community empowerment, and nuanced discourse on international relations.

Year: 22 ◆ Issue: 1035 ◆ Friday 08 November - Thursday 14 November 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

মোদির আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফিরলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক কীভাবে প্রভাবিত হতে পারেড়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আনতে চান, যেখানে 'সবার আগে আমেরিকা' নীতি বা আমেরিকার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সম্প্রতি ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণম জয়শঙ্কর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে যিনিই জেতেন না কেন, দেশটি হয়তো আরও বেশি করে 'একলা চলো' নীতি গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সম্পর্ক 'হ্যালো মোদি' ও 'নমস্তে ট্রাম্প'ড়এর মতো হাই প্রোফাইল অনুষ্ঠানে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সময়। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

সম্পর্কের একটি মূল দিক ছিল এই বিষয়গুলো।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হলেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নয়া দিল্লির জন্য বেশ কিছু সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে, বাণিজ্য, অভিবাসন, সামরিক সহযোগিতা এবং কূটনীতিড়এই চারটি ক্ষেত্রে। ট্রাম্প ও মোদি পরস্পরকে একাধিকবার বন্ধু বলে সম্বোধন করলেও সামগ্রিকভাবে ট্রাম্পের নতুন মেয়াদে ভারত বেশ চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়তে পারে।

সর্বশেষ, ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'অন্তরের অন্তস্তল থেকে অভিনন্দন' জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক টুইটে বলেছেন, 'আসুন, একসঙ্গে আমাদের জনগণের জন্য কাজ করি এবং বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিই।' ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিকে --১৭ পৃষ্ঠায়

প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংক থেকে টাকা না তোলার আহ্বান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ব্যাংকের গ্রাহকদের প্রয়োজন ছাড়া টাকা না তোলার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির মুখপাত্র এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, কিছু গ্রাহক প্রয়োজন ছাড়া আমানতের টাকা তুলে তা অন্য ব্যাংকে জমা করছেন। এর ফলে কোনো কোনো ব্যাংক টাকা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। একযোগে অনেক গ্রাহক টাকা তুলতে গেলে পৃথিবীর কোনো ব্যাংকই টিকবে না।

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, ব্যাংকগুলো নিয়ে অহেতুক আতঙ্কের কিছু নেই। --১৭ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করবে ইইউ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আবারও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ২৭টি রাষ্ট্রের এ জোটের একটি প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে বলেন, বার্তা খুব স্পষ্ট, ইইউ আপনার সঙ্গে আছে। এমনকি সরকারের চলমান সংস্কার কাজের জন্য তহবিলেরও কোনো অভাব হবে না জানানো হয়। বুধবার দুপুরে ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউর রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার এবং সফররত এক্টার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক পাওলা পামপোলিনি। --১৭ পৃষ্ঠায়

ভয় আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ধরাশায়ী কমলা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসকে হারিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনে জয়ী হতে তিনি মূল্যস্ফীতি নিয়ে মানুষের উদ্বেগকে কাজে লাগিয়েছেন। একই সঙ্গে অবৈধ অভিবাসন বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন। হোয়াইট হাউসে শক্তিশালী রাজনীতির ধারা ফেরানোর আশায় অনেকেই তাঁকে ভোট দিয়েছেন। পুনর্নির্বাচনে ২০২০ সালে হেরে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ১২০ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে ফিরছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত সময়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে কমলার বিপরীতে ট্রাম্পকেই বেছে নিয়েছেন ভোটাররা। একজন প্রমাণিত অর্থনৈতিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের ৩৪টি অভিযোগ ভোটারদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। এ ছাড়া ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ক্যাপিটলে তাঁর সমর্থকদের হামলায় উসকানি কিংবা গোপন

নথি নিজের কাছে রাখার যেসব অভিযোগ উঠেছিল, সেসব বিষয় ভোটারদের রুখতে পারেনি। --১৭ পৃষ্ঠায়

প্রেমের টানে বাংলাদেশে তুরস্কের যুবক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে মল্লিকার (২২) সঙ্গে তিন বছর আগে পরিচয় হয় তুরস্কের নাগরিক মুস্তফা ফাইকের (৩০)। এ পরিচয় থেকে প্রেমে রূপ নেয় সে সম্পর্ক। এরপর সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তুরস্ক থেকে ছুটে এসে সোমবার (৪ নভেম্বর) রাতে মুসলিম রীতিতে বিয়ে করেন সে যুবক।

মল্লিকার মা ও স্বজনেরা এমন বিয়ে মেনে নিয়ে তারাও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে এলাকাবাসী এ খবর পেয়ে ভিড় জমাচ্ছে মল্লিকার বাড়িতে। বিদেশি জামাই পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন সবাই।

মল্লিকা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার --১৭ পৃষ্ঠায়

ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে শেখ হাসিনা ইস্যু

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আগামী সপ্তাহ থেকে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তার আগে সেখানকার নির্বাচনি প্রচারে শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়া ও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ গুরুতর ইস্যু হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি মাসখানেক আগে থেকে অভিযোগ তুলে আসছে, বাংলাদেশ থেকে ওই রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যায় অনুপ্রবেশকারী ঢুকে জায়গা-জমি দখল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে বারবার বিষয়টির উল্লেখ করে ক্ষমতাসীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসের জোট সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

এবারে তাদের পাল্টা প্রশ্ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী করে ভারতে এসে রয়েছেন! --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে সিলেটের যুবক নিহত

সিলেট অফিস : সিলেট জেলার জৈন্তাপুর সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের ছোঁড়া গুলিতে বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছে। বুধবার (৬ নভেম্বর) বিকাল চারটার দিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার নম্বর ১২৮৬-১২৮৭ টিপরাখলা-ঘিলাতৈল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি জৈন্তাপুর --১৭ পৃষ্ঠায়

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২ হজ প্যাকেজ ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব।

বুধবার রাজধানীর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে হাব। সেখানে এজেন্সি মালিকরা এই ঘোষণা দেন।

ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুটি হজ প্যাকেজ থাকবে। সাধারণ প্যাকেজে খরচ পড়বে ৫ লাখ ২৩ হাজার। আর বিশেষ প্যাকেজের মূল্য ৬ লাখ ৯৯ হাজার টাকা।

এর আগে গত ৩০ অক্টোবর আগামী বছরের জন্য দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করে সরকার। যেখানে গতবারের চেয়ে খরচ কমানো হয়।

এর মধ্যে সাধারণ --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post

Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk

www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper

Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk